Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta
R-1 Baishnabghata-Patuli Township, Calcutta 700 094

A collaborative project on preservation of 19th and early 20th Century textual documents in collaboration with the Japan Foundation, Asia Centre. Filmed in Calcutta in February 2001.

Record No.	CSS2001/	Publisher / Printer:	
Collection:	Sd. Abdur Rahaman Ferdousi		
Title:	পল্লীবাসী PALLIBASI.	Place(s) of Publication:	Burdwan.
		Condition:	Brittle.
		Size:	25X32 cm.
Editor:	Gopendubhusan Bandyopadhyay	Note:	Archive has: 27

শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরায় নমঃ।

পল্লীবাসী

শ্রীচৈঃ অঃ ৪৩৯, ২৭এ শ্রাবণ, বুধবার

মধ্যপ্রদেশে ভাঙ্গা দ্বৈতশাসন আবার জোড়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। গভর্ণরের আহ্বানে ডাঃ মুঞ্জে প্রমুখ নেতাগণ গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন। পর্ব্বতের মুষিক প্রসবের ন্যায় অনেক আলোচনার পর স্বরাজ্য নেতাগণ শেষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানাইয়াছেন। ভাঙ্গা জিনিস জোড়া দিবার চেষ্টা অনেক সময় এইরূপই হইয়া থাকে।

—:*:—

লাহোরের "বন্দেমাতরম্" পত্রের মামলা উপলক্ষে পঞ্জাব তথা ভারতের কারাগার সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হইতেছে। পঞ্জাবকেশরী লালা লজপত রায় বলেন "I do say with all the emphasis I can command, that from humanitarian point of view. the prisons of the Panjab are regular hells." অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ দিয়া বিচার করিতে গেলে পঞ্জাবের জেলগুলিকে এক একটি নরকবিশেষ বলিতে হয়। ভারতের জেল সংস্কার যে অবশ্যকরণীয়, সে বিষয়ে আর দ্বিমত থাকিতে পারে না।

—:*:—

বাঙ্গালার জলপথের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য নদীয়ায় এক নদী কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে কার্য্য করিবার জন্য একটি স্থায়ী বোর্ড গঠিত হইয়া সেই বোর্ড অন্যান্য জেলাগুলিকেও তাহার সহিত একযোগে কাজ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। দেশের কল্যাণজনক কার্য্য করিবার একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র এ দিকে পড়িয়া রহিয়াছে। দেশের "হাজা মজা" জলপথগুলির সংস্কার, রেলপথগুলি যাহাতে অবাধ জল নিষ্কাশনের ব্যাঘাত না দেয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রভৃতি কার্য্যে দেশের নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হইবে ও অন্যান্য বিষয়ে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

—:*:—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োজিত কমিটীর নির্দ্দেশমত খুব সম্ভবতঃ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকা পরিবর্ত্তিত হইবে। মাতৃভাষায় এখন একটি পরীক্ষা পত্র দেওয়া হইত, নূতন নিয়মে দুইটী দেওয়া হইবে এবং ইংরাজী ও ইংরাজী ইতিহাস ব্যতীত সকল বিষয়ের পরীক্ষাই মাতৃভাষায় দিতে হইবে; ভূগোল ইংলণ্ডের ইতিহাস, কোন একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় ও ভারতের অপর যে কোন একটি ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় হইবে। ইহা ছাড়া কৃষি, সঙ্গীত, ছুতারের কাজ, টেলিগ্রাফিক প্রভৃতি কোন একটি কার্য্যকরী বিষয়ে ইচ্ছামত শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। পাঠ্য ও শিক্ষা তালিকার এই ভাবের পরিবর্ত্তন আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। বিশেষতঃ মাতৃভাষার দ্বারা শিক্ষা ও ভূগোলের অবশ্য-পঠনীয়তার পুনঃ প্রবর্ত্তনে আমরা সমধিক সুখী হইব। আজকালকার সুশিক্ষিত যুবকগণও ভূগোল বিষয়ে যেরূপ অমার্জ্জনীয় অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তাহাতে এ দিকে আশু পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক।

—:*:—

"অভিনব গৌরবাদী" সম্বন্ধে শ্রীহট্ট মাধবেন্দ্রগঞ্জ হইতে শ্রীশ্রীসোণারগৌরাঙ্গ পত্রের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয়ের প্রবন্ধাদি পল্লীবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও অনেক প্রবন্ধ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয় যেভাবে যোগেন্দ্র বাবুকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে ভদ্রলোক এই ভাবে নিজপক্ষ সমর্থন না করিয়াও পারেন না। পরস্পর বিচ্ছেদে আমরা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। আমরা শ্রদ্ধাস্পদ গোস্বামী মহাশয় ও যোগেন্দ্রবাবু উভয়কেই ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করি। আমাদের কাগজের স্থানও অল্প, দিনও হু হু করিয়া চলিয়া যাইতেছে। উভয়েই যখন শ্রীগৌরচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তখন যাহাতে সকলে মিলিয়া মিশিয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবা করিতে পারি, উভয়কেই আমরা সেজন্য অনুরোধ করিতেছি। দয়াল প্রভু আমাদিগের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করুন। আমরা যেন সকলে তাঁহাতেই নির্ভরশীল হইয়া এককণ্ঠে তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতে পারি।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ।

সুরেন্দ্রনাথ নাই! বাংলার রাজনৈতিক গুরু, বাংলার মুকুটহীন সম্রাট্ (uncrowned king of Bengal) সুরেন্দ্রনাথ আর নাই। ভারতবাসীর শোকবিধুর গণ্ডে সদ্যপতিত শোকবারি শুকাইতে না শুকাইতে আবার তাহার দুই চক্ষুকে অন্ধ করিয়া তাহাতে প্রবাহ ছুটিল। শোকে মুহ্যমান হতভাগ্য দেশবাসী মাথা তুলিতে না তুলিতেই আবার মস্তকোপরি অশনিসম্পাত হইয়া গেল। ভারতে রাজনীতি আন্দোলনের প্রাণপ্রবর্ত্তক, জাতীয়তার উদ্বোধক, মাতৃপূজার প্রথম পূজারী, দেশাত্মবোধের অগ্রদূত সুরেন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নাই। গত ৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা দেড় ঘটিকার সময় তাঁহার চির স্বাধীনতাপ্রয়াসী অমর আত্মা এই নশ্বর দেহকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত স্বাধীনতার পথে যাত্রা করিয়াছে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবিসংবাদী নেতা ও গুরু রূপে যিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া সিংহের ন্যায় বিচরণ করিয়াছেন, যাঁহার আগ্নেয় প্রবাহবৎ অনর্গল উদ্দীপনাময় বাক্যরাজি বিপক্ষকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া দেশের মৃতদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—সে কণ্ঠ আজ চিরতরে নীরব। ভারতের ভাগ্য লইয়া বিধাতার একি নিষ্ঠুর কঠিন পরিহাস! পরাধীনতার অন্ধ গুহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যাহারা দেউটী হস্তে ছুটিয়া আসিয়াছিল, যাহাদের আলোকে পথ দেখিয়া অসহায় ভারতবাসী ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া স্বরাজের দুর্গম পথে যাত্রা করিতেছিল, আজ মৃত্যুফুৎকারে সেই সব পথের আলো একে একে নিভিয়া যাইতেছে; অন্ধকারে বিপথগামী ভারত কোন্ পাষাণ প্রাচীরে গিয়া মাথা ঠুকিয়া মরিবে তাহা কে জানে।

সুরেন্দ্রনাথ বাংলার কে ছিলেন ও কি ছিলেন বাঙ্গালী তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে—বোধ হয় ভাষায় তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া যায় না। সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর কি যে ছিলেন না,—তাহা ত বলিতে পারি না। আজ একে একে সকল কথাই মনে পড়িতেছে। সেই অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ, সেই সংবাদপত্র সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ, রাজনীতিক ও দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ—সেই কংগ্রেস মঞ্চে সিংহপ্রতিম উন্নতবক্ষ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ! মৃত্যুর পর সকল দৃশ্যই না আবার নূতন করিয়া চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া আসিতেছে। সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণের কথা আজ মনে পড়িতেছে—আর ভাবিতেছি তাঁহার প্রতি দেশের যুবক শক্তির কি সুদৃঢ় আকর্ষণ না ছিল! যাহার জন্য এতদিন পূর্ব্বেও সে প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে আইন অমান্যের স্পর্দ্ধা করিয়াছিল। এমন একদিন ছিল—যে দিন বাংলা তথা ভারতবর্ষ সুরেন্দ্রনাথের পদতলে বসিয়া রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছে, সমগ্র বাংলা আদেশের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়াছে, তাঁহার বজ্রনির্ঘোষে ব্যুরোক্রেসী কম্পান্বিত হইয়াছে। শতধা বিচ্ছিন্ন লোক সমষ্টি লইয়া জাতিগঠনে তাঁহার সেই প্রাণপাত অক্লান্ত কর্ম্ম—দেশ তাহা কখনও ভুলে নাই ভুলিবেও না। শেষবয়সে রাজনীতি লইয়া তাঁহার যে দেশবাসীর সহিত মতদ্বৈধ হইয়া অপেক্ষাকৃত দূরত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখনও দেশবাসীর অন্তরাত্মা তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুলি বিকুলি করিয়াছে। দেশবাসী যদি তাহার রাষ্ট্রগুরুর প্রতি কখনও কোন অপ্রিয় কথা কহিয়া থাকে, তাহার মূলে তাহার মর্ম্মভেদী অভিমানই লুক্কায়িত ছিল। কিন্তু ভুলভ্রান্তি, ত্রুটী বিচ্যুতি ত মানবেরই ধর্ম্ম; মানব দেবতা নহে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ কর্ম্মমণ্ডিত দুর্গম জীবন পথে যদি কোথাও কোন ভুলই করিয়া থাকেন, তাহা আর আজকার দিনে ভাবিবার কথা নহে। তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দিব্যাপী অমূল্য দেশ সেবাই চিন্তনীয়, চিরকালের জন্য মানবের অনুকরণীয়।

সুরেন্দ্রনাথের স্মরণে।

[শ্রীচুণীলাল গোস্বামী]

ভারত-মাতার স্নেহের দুলাল
ছাড়ি গেলে আজি দুঃখিনী মায়!
স্নেহের শৃঙ্খল ছিঁড়িলে কেমনে
মা'র মুখে তবে কে চাবে হায়!
তুমিই জাগালে সবাকার প্রাণ
দেশে দেশে করি আহ্বান।
তুমিই শিখালে সঙ্গীত নব
লঙ্ঘি সাগর তুলিয়া তান।
শত বিচ্ছেদ বিনাশি ভারতে
তুমি গ'ড়েছিলে বিশালকায়।
অনল অক্ষরে লেখনী তোমার
স্বদেশদেবীর অশনিপাত।
মিলন মন্দির "ভারত-কংগ্রেস"
তুমি পুঁতেছিলে ভিত্তি তার।
লাটের ভাঙনে বাণীর বাঁধনে
গেঁথেছিলে তুমি ছিন্ন হার।
ন্যায়ের বিধান রক্ষার লাগি
বঙ্গ [illegible]
চির ভাস্বর কীর্ত্তি তোমার
[illegible]

সঙ্গীতের অভিভাষণ।

[সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়]

মাননীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সহৃদয় বন্ধুবর্গ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে সঙ্গীতশাখার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচন করিয়া কতটুকু সুবিচারের কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্ব্বাচনে আপনারা যেরূপ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সর্ব্ববাদী-সম্মত হইয়াছে; কারণ গোপেন্দু * বাবুর ন্যায় সাহিত্যসেবী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাই। বাণী পত্রিকার সম্পাদক মাননীয় বাবু হরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই শাখার সভাপতি করিবার অভিপ্রায় বহুদিন হইল পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি, তাহা সংক্ষেপেই বলিতেছি—

অধুনা সঙ্গীতের চর্চ্চা শিক্ষিতসমাজে দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। চৌষট্টি কলার মধ্যে সঙ্গীত, সাহিত্য ও চিত্র—এই তিনটি সর্ব্বপ্রধান কলা নামে অভিহিত। এই কলাগুলির মধ্যে যে কোনটির উন্নতিসাধনে যিনি যত্নবান্ হইবেন, তিনি ধন্যবাদের পাত্র। হরিসত্য বাবু সাহিত্য সম্মিলনে সঙ্গীতশাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা প্রকৃতই সুযুক্তিপূর্ণ হইয়াছে, কারণ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বজনবিদিত। "গানাৎ পরতরং ন হি" অর্থাৎ সঙ্গীত হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই, কারণ ইহাতে প্রীতি ও পরিত্রাণ উভয়ই আছে। ভগবদুপাসনার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রীতিপূর্ণ পন্থা। প্রাণ ভরিয়া হৃদয় খুলিয়া ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন করিতে এমন উপায় আর নাই। সকল দেশে সকল জাতিই, কি সভ্য কি অসভ্য সকলেই দেবতার উপাসনায় সঙ্গীতের সহায়তা গ্রহণ করে। আর্য্য জাতির ত কথাই নাই। খ্রীশ্চানদের ধর্ম্মমন্দিরেও উপাসনা এবং প্রার্থনায় সঙ্গীতের শীতল উচ্ছ্বাস প্রাণকে আনন্দিত করে। ধর্ম্মপ্রাণ মহাকবি মিল্টন সঙ্গীত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন - যখন ধর্ম্মমন্দিরে কণ্ঠস্থ ও যন্ত্রস্থ সঙ্গীতের সুমধুর ধ্বনি উঠে, তখন তাঁহার মনে হয়, যেন সেই সঙ্গীত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সেই মধুরতায় দ্রবীভূত করিয়া ভগবানের সমগ্র রহস্য তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে আনে। সঙ্গীতদ্বারা মোহিত হয় না—এমন মানুষ জগতে বিরল, কারণ ক্রূরস্বভাব সর্পও সঙ্গীতে বশীভূত। সেক্সপিয়র বলেন—যে মানুষের হৃদয় সঙ্গীতে বশীভূত না হয়, কিংবা সঙ্গীতের সুমিষ্ট সুরলহরী যাহার শুনিয়া মন বিচলিত না হয়, তাহার দ্বারা জগতে সমস্ত নিষ্ঠুর কার্য্যই হইতে পারে, তাহার অন্তঃকরণে রাত্রির ন্যায় অন্ধকার। তাহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সঙ্গীতরত্নাকর বলিতেছেন—

"সঙ্গীতসাহিত্য-রসানভিজ্ঞঃ
খ্যাতঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ।
চরত্যসৌ কিং তৃণমত্তি লোকে
পরং পশুনামুপবাসহেতুঃ॥"

অর্থাৎ সঙ্গীত ও সাহিত্যরসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পুচ্ছবিহীন পশু বলিয়া খ্যাত, কিন্তু ঐ প্রকার মানুষে বেড়াইয়া তৃণাদি খায় না কেন? ইহা পশুদের ভাগ্য বলিতে হইবে।

যাহা হউক, এই সকল উপমাতে সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্বই বুঝাইতেছে। সঙ্গীতের প্রাচীনত্ব বিষয়েও বলিয়া অন্ত করা যায় না। যদি বেদের নিত্যতা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সঙ্গীতেরও নিত্যত্ব স্বীকার্য্য। কিন্তু যাঁহারা বেদের নিত্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাও সঙ্গীতের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। যখন পৃথিবীর অপরাপর জাতি অজ্ঞানের গাঢ়তম অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল, তখন ভারতের কাননস্থলী ঋষিগণের বেদগানে নিনাদিত হইত, তখন হইতেই আর্য্যজাতি সঙ্গীতের মর্ম্মজ্ঞ—সঙ্গীতের মধুরস্বরে প্রাণ ভরিয়া ভগবানের নাম গান করিতেন। অধিকাংশ ঋকই স্বরসমন্বয়ে গেয়, সাম ত সম্পূর্ণই সঙ্গীত। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা দেবাদিদেব মহাদেব। অতএব ইহার প্রাচীনত্বের তুলনা নাই। পুরাণাদিতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু ও তুম্বরু এই পাঁচ শিষ্যকে শিক্ষা দেন—তন্মধ্যে ভরত মুনিদ্বারা পৃথিবীতে সঙ্গীত প্রচারিত হয়।

* [জামসেদপুর সঙ্গীত সাহিত্য সম্মিলনে পল্লীবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্যশাখার সভাপতি ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীতশাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন]

উড়ো-পাখী।

(গল্প)

[শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়]

২

পূর্ব্ববঙ্গের এক পল্লীপ্রান্তে পাশাপাশি দুই বাড়ীর সমবয়স্কা, স্বজাতীয়া দুই বালিকা—মৃন্ময়ী ও মাধুরী। শৈশব হইতেই উভয়ের অভিন্নহৃদয়। তারপর বিবাহের দৃঢ়বন্ধন উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া জন্মের মত দেশান্তরে সরাইয়া দেয়। মধ্যেমধ্যে যে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইত, তাহাও দুই চারি দিনের জন্য। মৃন্ময়ী আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত হেমন্ত ও বুলুর জননী। স্বামী শিবনাথ সান্যাল শ্রীরামপুরের সাহেবীভাবাপন্ন সরকারী উকীল। কতদিন চলিয়া গিয়াছে। শিবনাথবাবু যখন তাঁহার শান্তিপূর্ণ সংসারে স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে হাল ধরিয়া জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় উজান বাহিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার সহযাত্রী স্ত্রী মৃন্ময়ীর একান্ত অনুরোধে তাহার বাল্যসখী 'সই' মাধুরীর অনাথা কন্যা ময়নার ভার লইতে হয়। সে আজ মাত্র এক বৎসরের কথা,—নির্ব্বংশ পিতৃ ও মাতৃকুলের অভাগী কন্যা 'ময়না'কে শিবনাথবাবু ও মৃন্ময়ী নিজ কন্যার মতই লালন-পালন করিয়া আসিতেছেন।

পল্লীকন্যা 'ময়না' যেদিন প্রথম এই সহরের সংসারে আসিয়া পৌঁছিল, সেদিন সে মনে মনে যথেষ্ট সন্তুষ্ট ও আহ্লাদিত হইলেও কয়েকদিনের মধ্যেই সে বুঝিল যে,—এখানে প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের মধ্যেও বড় বেশী বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও শাসনের দৃঢ় বন্ধন,—যেমন গৃহমধ্যেই তোলা জলে স্নান করিতে হয়, সদাসর্ব্বদা পরিচ্ছন্নভাবে যেন কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া থাকিতে হয়, যখন তখন ইচ্ছামত পথে ঘাটে বাহির হইবার উপায় নাই, তাহাকেও পুরুষের মত নিয়মিত স্কুলে যাইতে হয় ইত্যাদি। এতগুলি বিধিবন্ধনের মধ্যে পড়িয়া 'ময়নার' স্বাধীন মুক্ত পল্লীপ্রাণে পুনরায় তাহার সেই খড়ের ঘর, বাঁশঝাড়, নদীনালা, জঙ্গল পাখী, সয়লাদের 'পুটি', ময়নাদের 'মেনি' প্রভৃতির স্মৃতি পুনঃ পুনঃ উদয় হইয়া তাহাকে আকুল করিয়া দিত। সে সকাল সন্ধ্যায় একাকী ছাদে বসিয়া আকাশের প্রতি উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষুদ্রপ্রাণের কত সমস্যার সমাধান করিত। কিন্তু কিছুতেই সে তাহার অস্থির মনকে সংযত করিতে পারিত না গোপনে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিত। আবার চোখ মুছিয়া ভাবিত—ঐ যে পাখীটা আকাশ দিয়া উড়িতে উড়িতে যে দিকে চলিয়া গেল, ঐ দূরে, আরও দূরে—যেখানে বৃক্ষরাজির শ্যামল রেখা আকাশের সঙ্গে গোপনে মিলিত হইয়াছে, ঐখানে বুঝি ময়নাদের বাড়ী। সে যদি পাখীর মত উড়িতে পারিত তবে বেশ হইত। সে এখনই উড়িয়া চলিয়া যাইত। এমনই ভাবের কত চিন্তার মধ্যে কতদিন মৃন্ময়ী নিঃশব্দে আসিয়া ময়নাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিয়াছে—"ময়না-মা! ছাদে একলা বসে কি করছ মা?"—উত্তরে ময়না কোন কথাই বলিতে পারে নাই। কেবল কাঁদিয়া আকুল হইয়া মৃন্ময়ীর ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়াছে। পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে সে উত্তর দিয়াছে—"মন কেমন ক'রছে।" অথচ সে জানে না যে তাহার 'মন কেমন' করিবার মত আপনার জন এ জগতে কেহই নাই।

মৃন্ময়ী ময়নার মুখখানাকে দুই হাতের মধ্যে পিষ্ট করিয়া চুম্বন করিয়া বলিয়াছে—"ছি—মা, এই ত' তোমার বাড়ী, আমি তোমার মা,—" বিস্ময়ে ময়নার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে।

বিশ্বজয়ী মিষ্ট কথা, অকৃত্রিম স্নেহ মমতা, এ অমূল্যের বিনিময়ে পরের প্রাণ হয় ক্রীতদাস; শত্রু হয় আপন, বড় আপন,—নিজের ছায়ার মত, অঙ্গের মত আপন, প্রাণের মত আপন। বিশ্বনাশী তিক্ত কথা—যাহাতে আপন হয় পর, পর হয় শত্রু, সাপের মত; বিষের মত শত্রু। তাহাই ময়না আজ মৃন্ময়ীর স্নেহাঞ্চলের অন্তরালে থাকিয়া বুঝিয়াছে—এই তাহার বাড়ী, মৃন্ময়ীই তাহার 'মা'। (ক্রমশঃ)

খুচরা ও পাইকারী ঔষধ বিক্রয়

সকল প্রকার ঔষধ ও ডাক্তারী সাজসরঞ্জাম কলিকাতার দরে পাওয়া যায় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ডাঃ শ্রীহরিদাস ঘোষ, এল, এম, এস,
মিউনিসিপ্যাল রোড, কালনা।

২৭শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৩২ সাল — পল্লীবাসী । — ১২ই আগষ্ট ১৯২৫

বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্ম।

[শ্রীচুণীলাল গোস্বামী]

নবজাগ্রত ভারতের চারিদিকেই এখন জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। জাগরণের উৎসাহে কর্ম্মীর দল দেশের সর্ব্বস্তরেই গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু এই বৈচিত্র্যময় বিরাট দেশে নানা জাতি নানা ভাষাভাষী অধ্যুষিত ভারতের সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানই যে ধর্ম্মমূলক, তাই সর্ব্বাগ্রেই দেশবাসীকে ধর্ম্মাশ্রয়ী হইতে হইবে। ধর্ম্মহীন জীবনে কোন পবিত্র কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ধর্ম্মবলে স্বীয় পূতচরিত্র গঠন করিতে না পারিলে, দেশের ও দশের উপকার ত দূরের কথা—নিজের মনুষ্যত্বেরই বিকাশ হয় না। আবার খাঁটি মানুষ হইতে না পারিলে মানবসেবার অধিকারই বা কোথায়?

ভারতবর্ষই ত ধর্ম্মের প্রকাশক্ষেত্র। সেই আদিযুগ হইতে ভারতবর্ষীয়গণ ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতের সকল কার্য্যেই ধর্ম্মকে ওতপ্রোত ভাবে মিশাইয়া ভারতবাসী তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেন। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এক হইলেও মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি,—দেশ, কাল ও সমাজের সহিত মিশাইয়া মিশাইয়া কালোপযোগী ধর্ম্মের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, তাই ভারতের বক্ষে শত শত অবতারের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এবং তাঁহাদিগের প্রদর্শিত ধর্ম্মমত আজও অল্পাধিক পরিমাণে ভারতের সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর কর্ত্তব্যপথ নিরুপদ্রব মৈত্রীধর্ম্মেই সুপ্রশস্ত। এই নিরুপদ্রব পথের পথিককে নিরুপদ্রব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। কায়মনোবাক্য একীভূত না হইলে কার্য্যে ত তাহার প্রকাশ হইবে না। মন্ত্রও ঐ মিলনসূত্র। চিন্তার ভাব সমযোগ-যোগী বৈধ না হইলে উচ্ছৃঙ্খলতারও আশঙ্কা আছে।

কিঞ্চিদূর্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে দেশের এমনিই দুর্দ্দিনে শতধাবিচ্ছিন্ন জাতিসঙ্ঘের মধ্যে মৈত্রীভাব স্থাপনের জন্য প্রেমধর্ম্মের পূর্ণমূর্ত্তি সর্ব্বত্যাগী শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে ভাবধারার বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, মানবতার সম্প্রসারক সেই প্রেমধর্ম্মই এই বর্ত্তমান ভারতের মুক্তিপথ। শ্রীপ্রভুর অপার কৃপাশক্তিতে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম আজ জগৎপূজ্য। প্রেমগন্ধহীন পতিত জগতের ক্ষুধিত নরনারীর প্রাণ আজ আর শুধু জড়াংশ লইয়া তৃপ্ত নয়, সে আজ চৈতন্যোন্মুখী। তাপিতের প্রাণে প্রেমমন্দাকিনী বহাইতে, পতিতের তরে দ্বারে দ্বারে কাঁদিতেই যে আমার প্রাণ গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। তাঁর দানে পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না, নামের অমৃতস্পর্শে মৃত জাতির প্রাণে তিনি যে নবজীবনের সূচনা করিয়াছিলেন সে কথা এখনকার দিনে আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীমুখবাক্য কয়টী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, দেখুন দেখি—ইহাই বর্ত্তমান যুগের প্রেমবর্ত্তিকা কি না।

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম,
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলয়,
শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়।
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন,
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহি আনের করয়ে রক্ষণ।
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান,
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।"

এমন অমিয় মধুর জীবনবন্ধু সদুপদেশ আর কোথায় পাইবে? এখন আর কথার সময় নাই। ঘোর রবে কর্ম্মের পাঞ্চজন্য নিনাদিত হইতেছে। যাও ভাই দেশকর্ম্মীদল, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রেমময়ের পবিত্র নামে সপ্তলোক কম্পিত করিয়া শান্তির সুপ্রতিষ্ঠানে, দেশের দশের মুখের দিকে চাহিয়া অগ্রসর হও, ঐ শুন শ্রীগৌরধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক বৈষ্ণবভূষণ দেশবন্ধুর অমর আত্মা আজ নিত্যধাম হইতে কি অমৃতময় মন্ত্র শিখাইতেছেন! এস সকলে দেশসেবার এই মহেন্দ্রসন্ধিক্ষণে কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া গাই—

"নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার।
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার।
সেই যে শিরে মোহন চূড়া, সেইত হাতে মোহন বাঁশী,—
সেই মূরতি হেরবো ব'লে পরাণ বড় অভিলাষী।
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও হে,
আলো ক'রে কুঞ্জ দুয়ার।
এস আমার পরশমানিক,
বেদবেদান্তে কাজ কি আর!"

তিলক-স্মৃতি।

[শ্রীশৈলসুতা ঘোষজায়া]

ধর্ম্মভূমির কর্ম্মশালায়
ভারত-মাতার হিয়ার পরে,
বীর মারাঠীর দীপ্ত গরব
সুপ্ত যখন অলস ভরে;
তখন তুমিই তুল্লে প্রলয়
ছুটল তড়িৎ ভারতময়।
গাইল মানব মুক্তি মন্ত্র
হে ঋষি হোক্ তোমার জয়।
ভীমবিষাণের উচ্চনাদে
আজও তোমার মাভৈঃ গান,
বেড়ায় ঘুরে মাতাল সুরে
জাগিয়ে জড়ের নূতন প্রাণ।
আজও মায়ের যজ্ঞভূমির
তুমিই হোতা হে ব্রাহ্মণ!
তোমার তিথির স্মরণজলে
ধৌত হোক্ আজ মলিন মন।

প্রেরিত পত্রাদি।

খুলনা দাক্ষিণডিহী শ্রীশ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। উচ্চ সংকীর্ত্তন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানই বাদ যায় নাই। বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল, শ্রীমান্ কেদারনাথ দে প্রভৃতি উদ্যোগীগণ এই হরিসভাটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া আশীর্ব্বাভাজন হইয়াছেন।

* * * *

সুপ্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে গোবিন্দদাসের কড়চার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচরিত্রে অশ্লীলতাদের আরোপ করিয়াছেন, ঢাকা ফরিদাবাদের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের প্রেরিত তাহার প্রতিবাদ আমরা প্রকাশ করিয়াছি। রায় বাহাদুর যে অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ের দোহাই দিয়াছিলেন, তাঁহারা স্পষ্টতঃ ঐ কড়চার প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া যে পত্র দিয়াছেন, তাহাও আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। অধিকন্তু তাঁহারা যে শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া কড়চা সম্বন্ধে সকল রহস্য তিনিই জানেন বলিয়াছেন, সেই শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পত্রখানিও এবার প্রকাশিত হইল। পাঠক বুঝিয়া দেখুন—রায়বাহাদুর কিরূপ অলীক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া "গোবিন্দদাসের কড়চা" নামক গ্রন্থখানিকে প্রমাণ সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রসিক বাবুর পত্র—

"The letter you have received from the A. B. Patrika office reveals the true facts in connection with the book "Govinda Das's Karcha." The manuscript received by Mahatma Sisir Kumar did in no way appear to be old :—mode of hand-writing was modern, so was the condition of ink and paper. We examined it thoroughly and suspicions occured to our minds. etc."

* * * *

শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে শ্রীমান্ প্রাণকৃষ্ণ ব্যাকরণতীর্থ লিখিয়াছেন—"পল্লীবাসী পত্রে 'ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' নামক যে দীর্ঘপ্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িয়া মনে হয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পবিত্র প্রেমধর্ম্মের পবিত্রতা বোধ হয়, আবার সংরক্ষিত হইবে। তাঁহার তেজস্বিনী ভাষা দেখিয়া সকলকেই অকপটে বলিতে হয় যে, "সিংহের শাবক সিংহই হইয়া থাকে।" এ প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর দিবার আর কিছুই নাই।

বচসস্তস্য সফলা ক্রিয়া কেবলমুত্তরম্।

ধর্ম্মই আর্য্যসন্তানদিগের মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই ধর্ম্মরক্ষার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা এখন এই ধর্ম্মের অবমাননা শাস্ত্রে অনাদর প্রকাশ করিতেছেন, প্রভুসন্তানগণ তাঁহাদের সুশিক্ষা প্রদান করুন। তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম্মের গ্লানি দর্শনেও যদি তাঁহারা বদ্ধপরিকর না হন তো, আর কবে হইবেন? বৈষ্ণব বেশধারী কপটভক্তগণের যাহাতে চৈতন্যের সঞ্চার হয়, আচার্য্যগণ সে পক্ষে সযত্ন হইবার আয়োজন করুন।" ইত্যাদি।

আসিলে কি হরি!

ঘন ঘন অশনিসম্পাত,
ঘন বহে ভীম প্রভঞ্জন।
কোথা তুমি ত্রিভুবননাথ,
জাগো মোর নরনারায়ণ!!

কৃষ্ণাষ্টমীর ঘোরতমসাময়ী রজনী। ঘন ঘন বিদ্যুচ্ছটায় বিরাট দৈত্যের লেলিহান খড়্গের মত মুমূর্ষু প্রাণে অনন্ত আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। প্রলয়পবনের রাক্ষস নিঃশ্বাসে বিশ্বের জীবনস্রোত শুদ্ধ হইয়া গেল। এ দুর্দ্দিনে কংসকারাগারের সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিলে কি হরি! আসিলে কি আমার আঁধার ঘরের নীলকান্তমণি! এস এস তোমার অঙ্গপ্রভায় সকল অন্ধকার দূরে পলাইয়া যাক্।

কণ্ঠ নাই—চৈতন্য নাই। স্বর নাই—মূর্চ্ছনা নাই। তবু শোন হরি, ঐ শোন মূর্চ্ছিত ভারতের অশরীরী বাণী আজ তোমায় প্রাণে প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছে—

কোথা তুমি হরি, কোথা ব্যথাহারি
কাঁদি পাগলিনীপারা।
ঘুচাও মায়ের বন্ধন ডোর
দুঃখিনী কাঁদিয়া সারা।
পাষাণে পাষাণে উঠুক ফুটিয়া—
তোমার চরণচিহ্ন,
চির অবসাদ কুহেলী আঁধার
কে ঘুচাবে তুমি ভিন্ন?

দেখিয়া যাও—তোমার সাজান বাগান শুখাইয়া গিয়াছে। সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। সে শ্যামলী নাই ধবলী নাই—যমুনার জলে উজান নাই। কোকিল নাই, ভ্রমর নাই,—বসন্ত নাই, উৎসব নাই। চারিদিকে শুধু নাই নাই। তুমি নাই—তাই কিছুই নাই। এস দয়াল, এ দুর্দ্দিনে এই দুর্গত দুস্থ বিরাট জাতির সকল দুঃখ দূর করিতে তুমি এস এস।

এস এস আমার ভয়ং ভয়ানাং। এস এস আমার হতাশার আশা! তুমি আসিবে—তাই আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি। হে ভববন্ধনমোচনকারি, তুমি আমাদের সকল বন্ধন মোচন কর। হে দর্পহারি, তুমি দর্পীর দর্প চূর্ণ কর। আর সেই চূর্ণীকৃত দর্পের উপর তোমার মহামহিমময় ধর্ম্মরাজ্যের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন কর। তোমার করুণার স্পন্দনে কোটী প্রাণে কৈরব কোকনদ ফুটিয়া উঠিবে। আবার আকাশে চাঁদ উঠিবে। প্রাণ ফুটিবে। দিগ্‌দিগন্তে গন্ধ ছুটিবে। হরি, হরি, তোমার পতিতপাবন নামের জয় হউক।

হায়দ্রাবাদে বহু পুরাতন তালপাতায় লেখা সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি মিশরের টুটাংখামেনের সময় অপেক্ষাও পুরাতন। পুঁথিগুলিতে ধর্ম্ম, দর্শন, কলা, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, ইতিহাস, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত আছে।

পল্লীর ব্যথা।

গ্রাম্যস্বায়ত্তশাসনের প্রতীকস্বরূপ ইউনিয়নবোর্ড গুলি কিরূপে পল্লীর উন্নতিবিধায়ক না হইয়া পল্লীর ব্যথায় পরিণত হইতে চলিয়াছে, আমরা অদ্য সে বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পল্লীবাসীকে স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে সংস্কার আইনের সূত্রে সঙ্গে বাংলার পল্লীতে ইউনিয়নবোর্ড সকল স্থাপনের চেষ্টা হয়। জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে শিক্ষা লাভের ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং ভারতে ভাবী স্বরাজের প্রথম সোপান।

কিন্তু এই বোর্ডগুলির কার্য্য সরকারের ভ্রমে ও পল্লীবাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যর্থ হইবারই সমধিক আশঙ্কা জন্মিয়াছে। সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে সারা বাংলায় ২১৫৭টী ইউনিয়নবোর্ড মঞ্জুর হওয়া স্বত্বেও আনুমানিক ১৩০০ শত বোর্ড মাত্র কার্য্যকর হইয়াছে। অন্য কতকগুলি জেলায় এখনও নূতনবোর্ড প্রতিষ্ঠার আলোচনা চলিতেছে। যে সকল স্থানে করভারের হেতুবাদে আপত্তি উত্থিত হইয়াছে, সরকার সেই সকল স্থানের কর্ম্মচারীদিগকে কর দেওয়া যে ইচ্ছানুমোদিতা—তাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

ইউনিয়নবোর্ডগুলি রাস্তা নির্ম্মাণে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। কোনও কোনও বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও আগ্রহান্বিত। কতকগুলি ডিস্পেন্সারীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক বোর্ডই কুইনাইন বিলি করিয়াছে। ইহাদের আয় কিন্তু একান্তই অপ্রচুর। ইহাদিগকে জেলাবোর্ড ও অন্যান্য রকমের বাহিরের আয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই সকল বোর্ডের চৌকিদারী জমির খাজনা সমেত মোট আয় ১৮লক্ষ টাকা জেলাবোর্ড মাত্র আড়াইলক্ষ টাকা দিয়াছেন। এ টাকার প্রায় সবই কিন্তু চৌকীদার, দফাদার প্রভৃতির বেতন বাবদেই খরচ হইয়া যায়। রাস্তা সংস্কার, শিক্ষা, জল কষ্ট নিবারণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে খরচ হইতে পারে তিন লক্ষ টাকারও কম। ইহাই পল্লীবাসীর সর্ব্বাপেক্ষা ব্যথার কথা নহে কি?

সরকারী বিবরণীই ত এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন বোর্ড গুলির আশঙ্কানুযায়ী ভবিষ্যৎ বিফলতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ পরিচালন পদ্ধতির ভ্রমসংশোধন না করিয়া লইলে, বোর্ডগুলিও সফল হইবে না—আর পল্লীবাসীর প্রতি অবিচারেরও প্রতিকার হইবে না।

বাঁদর হইতে নবযৌবনের ঔষধ বাহির করিবার জন্য ১৯২৪ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রায় ৪ হাজার বাঁদর বিদেশে চালান হইয়াছে।

১৯২৬-২৭ সালে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ হইবে বলিয়া জাপানের এক জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। জাপানের মহাভূমিকম্পের বিষয় ইনিই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

প্রার্থনা।

[শ্রীলালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়]

দিনের আলো শ্রমের তরে, বিরামের শান্তি লাভের তরে
আঁধার দিলে গো তাই,
ক্ষুধার খাদ্য পিয়াসের জল দেছেন তিনি তাঁর
কিছুই চেতনা নাই?

নয়নের প্রীতি প্রকৃতি সৃষ্টি সব জুড়ান প্রণয়।
বেঁধেছে ঢেকেছে টানছে যিনি যতেক হয়না ক ক্ষয়॥
মিলন বিচ্ছেদ আছেগো কেমন শৃঙ্খলের ডোরে গাঁথা।
ভাবিলে দেখিলে দেখায় মত নত হয়
মহাগরবীর(?) মাথা॥

কেহ ডাকে তাঁকে প্রণয়ের নাথ, কেহ কহে তাঁরে প্রভু
মিছা হাহাকার চিত্তবিকার শক্তিময় বোলে
চৈতন্য নহেক কভু;
দর্শন বিজ্ঞান শ্রুতি স্মৃতি লয়ে আছে থাকুক
পথটি যেন নাক ভুলি।
আমার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমার স্মৃতি যেন চোখের জলে
তোমার চরণেই তুলি॥

শঙ্কা নিবারণ।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে সাধারণের শঙ্কা নিবারণ জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁহার "হিন্দী নবজীবন" পত্রে লিখিয়াছেন—

"অস্পৃশ্যতাবিষয়ে যদি কেহ ছাপাইয়া থাকেন, আমি অস্পৃশ্য ভাইদের সহিত 'রোটী বেটী' ব্যবহার চালাইতে চাহি অথবা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছি, তবে ভুল করিয়াছেন। আমি হাজার বার স্পষ্টভাষায় বলিয়াছি, অস্পৃশ্যতা-নাশের অর্থ কখনও অন্নগ্রহণ ও পুত্রকন্যার বিবাহ বিষয়ক মর্য্যাদা নষ্ট করা নহে। কাহার সহিত পুত্রকন্যার বিবাহ দিব, কাহার অন্ন গ্রহণ করিব, এ এক কথা। এখন ইহা নির্ণয় করার কোন আবশ্যকতা আমি দেখি না। আমার ত বিশ্বাস হয়, এই দুই প্রশ্ন একমিশাল করিলে যে সংস্কারকে আমরা আবশ্যক মনে করি, তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে। অস্পৃশ্যতা দূর করা প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য। ইহার সহিত অন্য কিছু মিশাইলে আমরা এই আন্দোলনের ক্ষতি করিব।

অবশ্য জল গ্রহণ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যদি আমরা শূদ্রের হাত হইতে নির্ম্মল জল গ্রহণ করি অথবা গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করি, তবে অস্পৃশ্যদের হাত হইতেও জল গ্রহণ করিতে রাজী হইব। আমি ৪ বর্ণই স্বীকার করি। অস্পৃশ্যদিগকে যেরূপ পঞ্চম বর্ণ করা হয়, তাহা আমি ভাল মনে করি না। এই জন্য অস্পৃশ্যতা নাশ করিয়া যাহাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করা হয়, তাহাদের দুঃখ দূর করি এবং হিন্দুসমাজকে শুদ্ধ করিয়া আমরাও শুদ্ধ হইব। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিব—অপর কোন ধর্ম্মে নিন্দা এবং ঘৃণার স্থান নাই। অস্পৃশ্যতার ভিতর ঘৃণা ভাব আছে। হিন্দুধর্ম্ম সেবামূলক ধর্ম্ম। তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগকে কেন আমরা সেবা হইতে বঞ্চিত রাখিব?"

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পঞ্চগীতা। পাণ্ডব-গীতা, তুলসী গীতা, বৈষ্ণব-গীতা, সপ্তশ্লোকী-গীতা ও গুরুগীতা। সরলবঙ্গানুবাদ সহ ভক্তসম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। কলিকাতা মানসীপ্রেস, ১৬১এ বিডন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত। ছাপা ও কাগজ উত্তম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছাড়াও যে সকল গীতা হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য, এই পঞ্চগীতা তাহারই অন্তর্গত। ইহাতে জ্ঞাতব্য তথ্য যথেষ্ট আছে। বহু শ্লোক কণ্ঠে করিয়া রাখিলে আনন্দলাভ ও ধর্ম্মসাধন দুই-ই হয়। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

চরকার বল।

চরকার দ্বারা জনসাধারণের আলস্যের বিরুদ্ধে আজ সংগ্রাম চালাইতে হইলে প্রথমতঃ চরকা উৎকৃষ্ট ধরণের হওয়া প্রয়োজন। যে সব স্থানে চরকা নাই, অথবা চরকা আছে, কিন্তু ভাল চরকা নাই, সে সব স্থানে ভাল চরকা প্রচলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠান চরকাকে মহাত্মা গান্ধির মত বিশেষজ্ঞকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রতিষ্ঠানের চরকা জনসাধারণের হাতে অসঙ্কোচে তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহাতে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই। তাহার পর তুলা ধুনিবার ব্যবস্থা। তুলা ধুনিবার ব্যবস্থা না করিয়া সূতাকাটার কাজ চলিতে পারে না। ধুনিবার নানা প্রকারের প্রথা আছে। ধোনা যত সুন্দর হইবে, পাঁজা তত ভাল হইবে। পাঁজা ভাল হওয়ার উপরেই সূতার ভালমন্দ নির্ভর করে। এজন্য পিঞ্জন ব্যবহারে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করা আবশ্যক। গ্রামে গ্রামে যাহারা চরকার বাণী প্রচার করিতে যাইবেন, তাঁহাদিগকে অন্যান্য বাধার সহিত এই সব বাধারও সম্মুখীন হইতে হইবে। চরকার সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে এরূপ বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিতে হইবে যে, শিক্ষার্থীর সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়াই তাঁহারা ব্যবস্থা করিতে পারেন। এরূপ বৈশিষ্ট্য অর্জ্জনের পথে বাধা অনেক আছে, কিন্তু সে সব বাধা অতিক্রম করিবার উপায়ও করা হইয়াছে। খাদি প্রতিষ্ঠান চরকার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ইচ্ছা থাকিলে সকলেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারেন। যাহাদের প্রতিষ্ঠান স্কুলে যোগ দিবার সুবিধা নাই, তাঁহারা অল্পাধিক পরিমাণে আয়াস স্বীকার করিলে "চরকার ব্যবহার" নামক গ্রন্থ হইতেই আবশ্যক তথ্যগুলি জানিয়া লইতে পারিবেন। যাঁহারা এই রোগ জর্জ্জর দেশকে চিকিৎসার দ্বারা সেবা করিতে চান, তাঁহাদের যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশারদ হওয়া দরকার, যাঁহারা চরকার দ্বারা দেশসেবা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের তেমনি চরকা বিশারদ হওয়া আবশ্যক। চরকায় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার জন্য আমরা এ দেশের যুবক সম্প্রদায়কে আহ্বান করিতেছি; হাতিয়ার হিসাবে চরকা সামান্য হইলেও চরকার নিকট হইতে দেশ যাহা আশা করিতেছে, তাহা যে সামান্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

দেশী ও বিলাতী।

দ্বারবঙ্গের মহারাজ তদীয় কলিকাতাস্থ ভবনে মহাত্মা গান্ধীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

তারকেশ্বরের মোহান্ত কলিকাতা হাইকোর্টে রিসিভার নিয়োগে আপত্তি করিয়া যে আপীল করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। রিসিভার দখল লইয়া বসিয়াছেন!

সিভিল সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীর পদের জন্য এবং অন্যান্য উচ্চ পদের জন্য অতঃপর ইংরাজ রমণীগণ প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন স্থির হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ৩৪ জন প্রবেশার্থী হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাস জাপানী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া জাপানে প্রকাশিত হইয়াছে।

সুইটজারল্যাণ্ডের এক কৃষক পত্নী ৭০০ শত পাউণ্ডের জীবন বীমার লোভে তাহার ১৪ বৎসরের পুত্রকে হত্যা করিয়াছে। এ কাজ তাহার নূতন নহে। এই ভাবে তাহার স্বামীর জীবনও বহু টাকায় বীমা করাইয়া সে তাহাকে বিষ প্রদানে হত্যা করিয়াছিল। এইবার সে ধরা পড়িয়াছে।

ফরাসী দেশে জন্মের হার নিত্য কমিয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালা কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টের পদের জন্য স্বরাজী, ইণ্ডিপেন্‌ডেণ্ট, লিবারেল অনেকগুলি প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস গত ৩রা আগষ্ট ছোট ক্যাম্বিসের নৌকায় মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত জনাই, বকসা ও যাজপুর এই তিনটি গ্রামে "দেশবন্ধু পল্লী সংগঠন কমিটী" কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

গত রবিবার পর্য্যন্ত "দেশবন্ধু ভাণ্ডারে" ছয় লক্ষের উপর অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুর নূতন আইন করিয়া প্রজাদিগকে চিরস্থায়ী ভোগাধিকার প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

চীনে ধর্ম্মঘট ও বিদেশী দ্রব্যের বর্জ্জন খুব জোরে চলিতেছে।

গত ১২ই শ্রাবণ নবদ্বীপে নৌকাডুবি হইয়া ৪।৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীহট্টকে পুনরায় বঙ্গের সহিত যুক্ত করিয়া দিবার কথা হইতেছে।

১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে জলপথে ২৮৩ কোটী টাকার মাল আমদানী-রপ্তানী হইয়াছে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা করিয়াছেন যে অতঃপর শেষ পরীক্ষায় কোন একটি বিষয়ে ফেল করিলে পরীক্ষার্থীকে পর বৎসর কেবল সেই একটি বিষয়েই পরীক্ষা দিলেই হইবে।

লর্ড সিংহ তাঁহার জন্মভূমি রায়পুরে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে এক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ঐ গ্রামে একটি কৃষি সমিতি পুস্তকালয়, কৃষি ও ম্যালেরিয়া কালাজ্বর দূরীকরণার্থে একটি সমাজ-সেবা-সমিতি স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

স্থানীয় সংবাদ।

পথকষ্ট;—পূর্ব্বস্থলী থানার মুকসীমপাড়া ইউনিয়নের জনৈক অধিবাসী আমাদিগকে পত্র লিখিয়া হালদীপাড়া ও নওপাড়া গ্রামের অধিবাসীদের পথঘাটের কষ্টের কথা জানাইয়াছেন। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

খুন;—সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ যে, গত ৯ই শ্রাবণ রাত্রিতে হলদীপাড়া গ্রামে গোষ্ঠ মোদক অস্ত্রাঘাতে খুন হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত গ্রামের সূর্য্য পালের সহিত গোষ্ঠর মনোবিবাদ ঘটে এবং সেই সূত্রেই সূর্য্যের দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। মোকর্দ্দমা বিচারাধীন।

অভিযোগ;—মুকসীমপাড়ার আণ্টি মেলেরিয়াল সোসাইটীতে জেলাবোর্ড যে ১০০৲ সাহায্য করিয়াছেন, সেই টাকা ঠিক মত ব্যয় হইতেছে না বলিয়া জনৈক ইউনিয়নবাসী আপত্তি তুলিয়াছেন। আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে লক্ষ্য করিবেন।

চন্দ্রগ্রহণ;—গত ১৯শে শ্রাবণ চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে কালনার গঙ্গাঘাটগুলিতে নানাস্থানের অসংখ্য যাত্রী সমাগম হইয়াছিল। উকীল শ্রীযুক্ত নির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিনায়কত্বে স্থানীয় ভদ্রসন্তানেরা ভলাণ্টিয়ার কার্য্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

গঞ্জের বারোয়ারী;—এবারও শ্রীশ্রী৺মাতা মহিষমর্দ্দিনী পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। অধ্যাপক বিদায়, চাউল ও অন্ন বিতরণ প্রভৃতি সাত্বিক অনুষ্ঠানের সহিত নাচ, গান, চণ্ডী, কীর্ত্তন, যাত্রা, থিয়েটার, কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটী হয় নাই। কয়দিন যেন আনন্দের লহরা ছুটিয়াছে। মা মহাজনদের মঙ্গল করুন।

বুদ্ধিমান্ চোর;—সেদিন নগরের পূর্ব্বাঞ্চল হাঁসপুকুর হইতে যে রাত্রে ১ জোড়া বলদ চুরি যায়, সেই রাত্রেই দক্ষিণাঞ্চলে বারুইপাড়ায় ১ খানি গো-গাড়ী চুরি গিয়াছে। অনেকের অনুমান—কোন বুদ্ধিমান্ চোর কাহাকেও একেবারে বঞ্চিত না করিয়া উভয়েরই অর্দ্ধত্যোগর ব্যবস্থা করিয়া পলাইয়াছে।

কালনার বাজার দর;—ধান নূঃ কলমা ৪৲ ৪।৵০; নূঃ ঝিঙ্গে ৩৸৶০, ৪৲; চাউল নূঃ কলমা ৭৷৵০ পুঃ ঐ ৭৸০; নূঃ ঝিঙ্গে ৭।০, পুঃ ঐ ৭৷৵০; কালিকলাই ৫৲ দেশী ৫৷০, ৬৲; কানপুর ৬৲; কৃষ্ণমুগ ৬৲; সোনামুগ ৭৲; ছোলা ৪৲; আলু ৫।০, ৫।০; গুড় ৮৷০ ৯৲।

কর্ম্মখালি।

গোস্বামী দুর্গাপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ইংরাজী জানা কাব্যতীর্থ English knowing) হেড পণ্ডিত আবশ্যক। বেতন মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা। কোন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আহার ও বাসস্থান পাইবার সম্ভাবনা আছে। গোস্বামী দুর্গাপুর অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রাম। ই, বি, রেলওয়ের কালনা ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল। পদপ্রার্থীর প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে অবিলম্বে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে।

সম্পাদক—গোস্বামী দুর্গাপুর হাইস্কুল।
গোস্বামী দুর্গাপুর পোঃ, (নদীয়া)

অযথা বিলম্ব অতি নিষ্প্রয়োজন!

—জানেন ত?—

কুন্তলবৃষ্য তৈল—স্নিগ্ধ গন্ধে অনুপম।
কুন্তলবৃষ্য তৈল—কেশের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক।
কুন্তলবৃষ্য তৈল—মাথা ঠাণ্ডা রাখে।
কুন্তলবৃষ্য তৈল—নির্ম্মলতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
সুলভে বিক্রীত বাজে তৈল ব্যবহার করার প্রলোভনটী
একবার ত্যাগ করিয়া—আমাদের এই

কুন্তলবৃষ্য তৈল

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন!
ব্যবহারে আনন্দ!
উপহারে আনন্দ!
মূল্য প্রতিশিশি—১৲ এক টাকা
তিন শিশি—২।০ টাকা
১২ শিশি—৯৲ টাকা
ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

ভূনিম্বাদিকষায়

জ্বরের যম।

ইহা ব্যবহারে
ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

মূল্য—১ শিশি ১৲, ডজন—১০৲ টাকা।
ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।
এক সপ্তাহেই আশাতীত ফল দর্শিবে।

কবিরাজ বিনোদলাল সেনের
আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
৩৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
কবিরাজ—
শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন-কবিভূষণ
চিকিৎসক।

আসমুদ্র ভারতব্যাপী
বিজয় গৌরব গীতি!

কে শ র ঞ্জ ন-তৈল
কে শ র ঞ্জ ন তৈ ল
কে শ র ঞ্জ ন-তৈল
কে শ র ঞ্জ ন তৈ ল

কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল

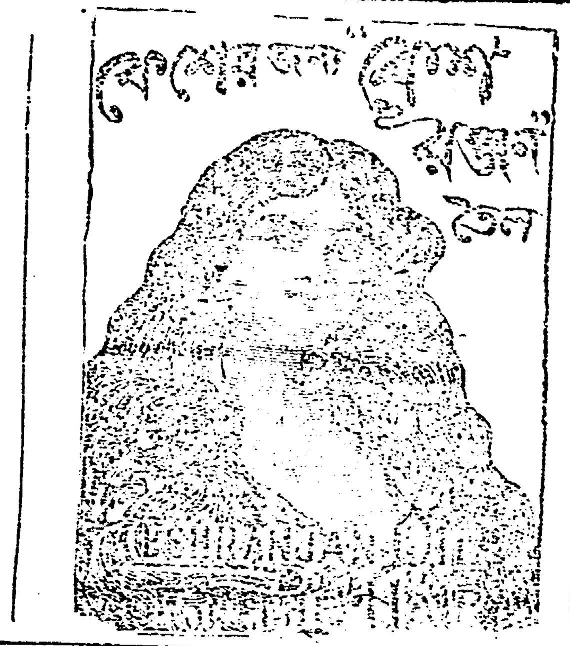

মাথা ঠাণ্ডা করে।
কেশ বৃদ্ধি করে।
সুগন্ধে পারিজাত জয়ী।
মা লক্ষ্মীদের শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ
পরীক্ষার্থী ছাত্রের সুহৃদ্॥
চুলের গোড়া শক্ত করে।
মাথার মরামাস নষ্ট করে।
রাত্রে সুনিদ্রার সহায়।
সর্ব্বদাই চিত্ত প্রফুল্লকর।

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা। ডাক ব্যয় সাত আনা।

কেবল মাথায় হাত দিয়া ভাবিলে ইকি বিপদের প্রতিকার হয়?

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করা চাই। নচেৎ বিপদ আরও চাপিয়া ধরে। আপনার ঐ জীর্ণজ্বর ও ম্যালেরিয়া দিবারাত্রব্যাপী জ্বর যাইতেছে না কেন? কারণ আর কিছুই নাই যে সে ঔষধ সেবনে জ্বর বন্ধ করিবার চেষ্টা। এ চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। আজ হইতে রোগীকে আমাদের "পঞ্চতিক্ত বটিকা" সেবন করিতে দিন। কইহাতে কুইনাইন আরসেনি নাই, এজন্য জ্বর আরাম হয়, আটকাইয়া থাকে না।

মূল্য প্রতি কোটা ৩০ বটী এক টাকা ডাকমাশুল চারি আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং
লিমিটেড।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮। ১ ৩১৮ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শক্তিপদসেন

প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে ঘরে থাকা উচিত।

বাংলার পল্লীগ্রামে প্রতি বৎসর বহু ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায় অথবা প্রকৃত সুচিকিৎসার অভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার কারণ, পল্লীগ্রামে প্রয়োজনমত সর্ব্বসময়ে সুচিকিৎক এবং বিশুদ্ধ ও সতেজ ঔষধ পাওয়া যায় না, এইজন্য স্বভাবতঃ রোগ প্রথমে সামান্যরূপ ধারণ করিয়া পরে প্রকৃত সাংঘাতিক স্বরূপ প্রকাশ করে। এই কারণ বশতঃ পল্লীবাসীগণ স্ব স্ব গৃহে বসিয়া যাহাতে সচরাচর রোগগুলির প্রথম অবস্থা হইতে সহজেই মুক্তিলাভ ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া সুখে কালাতিপাত করেন, সেই জন্য আমরা নিম্নে কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ঔষধের উল্লেখ করিলাম। রোগ কঠিন হইলে আমাদের পত্রদ্বারা আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সহ জানাইলে আমরা সাদরে বিনামূল্যে রোগের ব্যবস্থা সত্বর দিয়া থাকি।

কবিরাজ রাখালচন্দ্র সেন, এল এম এস।
কবিরাজ শ্রীসুধীরকুমার সেন।

কবিরাজ রাখালচন্দ্র সেন এল এম এস প্রণীত
আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর—ইহা দ্বারা সামান্য লেখাপড়া জানা ব্যক্তিও সহজে সুচিকিৎসা করিতে পারিবেন।
মূল্য বাঁধাই ২৲ আবাঁধাই ১।০ টাকা।

রোগ	ঔষধ	মূল্য
১। সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও তজ্জনিত উপসর্গ সমূহ নিবারণ করিতে—	জ্বরবজ্র	এক শিশির মূল্য ৸৵০ ভিঃ পিঃতে ১৲ তিন শিশির মূল্য ২।৵০ ভিঃ পিঃতে ২৸০
২। খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার বাত এবং রক্তদুষ্টি নিবারণ করিতে শ্রেষ্ঠ সাধন।	পীযুষবল্লীকষায়	এক শিশির মূল্য ১।০ ভিঃ পিঃতে ২৵০ তিন শিশির মূল্য ৩৸০ ভিঃ পিঃতে ৪॥৵০
৩। অনিয়মিত ঋতু, কষ্টরজঃ, স্বল্পরজঃ ও রক্তহীনতা দূর করিতে—	অশোক বটিকা	এক শিশির মূল্য ১॥০ ভিঃ পিঃতে ১৸৵০ তিন শিশির মূল্য ৩৸০ ভিঃ পিঃতে ৪৸৵০
৪। অত্যধিক রজঃস্রাব ও তলপেটে কনকনানি নির্দ্দোষরূপে নিরাময় করিতে—	অশোকারিষ্ট	এক শিশি ১॥০ ভিঃ পিঃতে ১৸৵০
৫। পেটফাঁপা, পেট ব্যথা, অম্লোদগার, দমকা ভেদ, বুকজ্বালার উপশম করিতে—	ক্ষুধাসাগর	এক শিশির মূল্য ১৲ ভিঃ পিঃ ভিঃতে ১।৵০ তিন শিশির মূল্য ২॥০ ভিঃ পিঃতে ৩৵০
৬। শ্লেষ্মা তরল করিয়া সর্ব্বপ্রকার কাশ ও তজ্জনিত বক্ষঃ বেদনা নিবারণ করিতে	বাসকামৃত	এক শিশির মূল্য ১৲ ভিঃ পিঃতে ১৵০ তিন শিশির মূল্য ২॥০ ভিঃ পিঃতে ৩৵০
৭। সর্ব্বপ্রকার দাদের আশ্চর্য্য ঔষধ—	দদ্রুহর মলম	এক কৌটার মূল্য ।০ ভিঃ পিঃতে ॥/০ তিন কৌটার মূল্য ॥৵০ ভিঃ পিঃতে ৸৵০
৮। মনের একাগ্রতা, শরীরে স্নিগ্ধতা ও রেশমের-ন্যায় কেশলাভ করিতে হইলে সর্ব্বজনবিদিত—	কুন্তলকৌমুদী তৈল	এক শিশির মূল্য ৸৵০ ভিঃ পিঃতে ১৵০ তিনশিশির মূল্য ২।০ ভিঃ পিঃতে ৩।০

ক্যাটলগ সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

আর, সি, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়—২৫৯ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বাসনের দোকান।

দি গ্র্যাণ্ড অর্ডার সাপ্লাস।

জগদ্বিখ্যাত খাগড়াই ও পিতল কাঁসার সর্ব্বপ্রকার বাসন খুচরা ও পাইকারী কাল্‌নার বাজার অপেক্ষা অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। পুরাতন বাসনও কাল্‌নার বাজার অপেক্ষা বেশী দরে খরিদ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বিনামূল্যে সর্ব্বত্র বাসনের দরের তালিকা পাঠাইয়া থাকি।

৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়
শ্রীআশীরচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
৺মহিষমর্দ্দিনীতলা—কাল্‌না।
গঙ্গার ধার—(জেলা বর্দ্ধমান)

কর্ম্মখালি

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার মল্লিক কবিরত্নের ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রসিদ্ধ মহৌষধ—

Registered নবজীবন রেজিষ্টারী করা

বিক্রয়ের জন্য কাল্‌না মহকুমার প্রত্যেক ইউনিয়নে উপযুক্ত কমিশনে বা বেতনে এজেণ্ট আবশ্যক। নিজ নিজ পরিচয়সহ সকলে সত্বর আবেদন করুন।

ম্যানেজার—আয়ুর্ব্বেদ বৈজ্ঞানিক হল.
পোঃ কাল্‌না (বর্দ্ধমান)

গোল আলুর বীজ

যদি আলুর চাষের উন্নতি এবং আলু বড় ও পরিমাণে বেশী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নেপাল ও সিকিমদেশ হইতে আমদানি দার্জ্জিলিংয়ের আলুর বীজ খরিদ করুন এই আলুর চোখ বজায় রাখিয়া কাটিয়া ৪।৫ খণ্ড করিয়া বসান চলে। ঐ সকল বীজ উচিত খরিদ মূল্যের উপর টাকা প্রতি /০ আনার হিসাবে কমিশন, লইয়া আমি সর্ব্বত্রে চালান করিয়া থাকি; অবশ্য প্যাকিং ইত্যাদির খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

এতদ্ব্যতীত দার্জ্জিলিংয়ের উৎকৃষ্ট চা, বড় এলাচ গাভীর ও মহিষের মাখন এবং ঘৃত; ভুটান ও নেপাল দেশের স্বত কম্বল, চাদর ভূতির জন্যও অর্ডার দিলে উক্ত হিসাবে কমিশন লইয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

বিশেষ বিবরণ জন্য পত্র লিখুন।

শ্রীফণিভূষণ মল্লিক,
জেনারেল মার্চেণ্ট ও অর্ডার সাপ্লাইয়ার
দার্জ্জিলিং বাজার

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ ও বলয়োপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই,আই, আর, হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির। সেবাইত—

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

PUBLISHED ANNUALLY

THE

LONDON DIRECTORY

with provincial & Foreign Sections, enable traders to communicate direct wiht

MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe, The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped, and the Colonial and Foreign Markets supplied;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

—:•:—

One inch BUSINESS CARDS of Firm desiring to extend their connections, or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1 10 s 0d for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16

—:•:—

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash with order.

—:•:—

THE LONDON DIRECTORY CO LD
25 Abchurch Lane, London, E. C. 4.
England
BUSINESS ESTABLISHED in 1814,

পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন সম্পাদিত

শ্রীমদ্ভাগবত

আবার সম্পূর্ণ নূতন ভাবে নূতন সংস্করণে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছেন। এবার গ্রন্থ সম্পাদন এক অভূতপূর্ণ ব্যাপার। এ গ্রন্থের বেশী পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। সত্বর গ্রাহক হউন। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য
শ্রীভাগবত প্রেস
শ্রীভাগবতাশ্রম, কোঁড়ারবাগান, হাওড়া।

২য় বর্ষ] বাণী [সডাক বার্ষিক ১।০ মাত্র

(জেমসেদপুরের একমাত্র মাসিক পত্রিকা)

বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক চর্চ্চাই বাণীর বিশেষত্ব। ছেলে ভুলান বাজে গল্পে বাণীর পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হয় না। নিপুণ হস্তের আদর্শগল্পই বাণীতে প্রকাশিত হয়। সমাজ ও জনহিতকর চিত্রই বাণীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে। অনেক প্রবীন লেখক লেখিকা বাণীসেবায় নিযুক্ত।

বিজ্ঞাপনদাতার অপূর্ব্ব সুযোগ! কারণ নানা রকমের লোক জেমসেদপুরে বাস করেন, সকলেই যথেষ্ট উপার্জ্জনও করেন, সুতরাং যে কোন জিনিষের বিজ্ঞাপন দিলে নিষ্ফল যাওয়া অসম্ভব। আমাদের দরও নাম মাত্র। প্রতি মাসে পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৲, সিকি ২৲ টাকা।

বিনীত—
ম্যানেজার—বাণী
জেমসেদপুর।

দ্বারভাঙ্গার প্রসিদ্ধ আম ও গোলাপী লিচু।

নেংড়া আম শতকরা ২০৲ টাকা, বোম্বাই ও কিষণভোগ শতকরা ১৫৲ টাকা, গোলাপী লিচু (মজঃফরপুরের) ৪০০ ৩৷০ টাকা, ৮০০ ৬৲ টাকা, মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র। এ বৎসর দ্বারভাঙ্গায় আম্র হয় নাই বলিলেই হয়। তাই যাহাদের আম্র ও লিচুর দরকার তাহারা অগ্রেই অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অর্ডার রেজেষ্টারীভুক্ত করিয়া লউন। অগ্রিম না পাঠাইলে আম্র ও লিচু পাঠান হয় না। আর এক বিশেষ কথা এই যে আমাদের গার্ডেনে ভাল ভাল আম, লিচু ও অন্যান্য ফল-ফুলের কলম চারা সর্ব্বদা মজুত আছে; /০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ক্যাটেলগ পাঠান হয়।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—ষ্টেট গার্ডেন
২৫ নং দ্বারভাঙ্গা ঘাট।

খুচরা ও পাইকারী ঔষধ বিক্রয়।

সকল প্রকার ঔষধ ও ডাক্তারী সাজসরঞ্জাম কলিকাতার দরে পাওয়া যায় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ডাঃ শ্রীহরিদাস ঘোষ, এল, এম, এস,
মিউনিসিপ্যাল রোড, কালনা।

পল্লীবাসী

২৯শ বর্ষ | ১০ই ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৩২ সাল ইং ২৬শে আগষ্ট ১৯২৫ | ১৯শ সংখ্যা

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শারদীয় মহাপূজার আর দিন নাই। "পল্লীবাসীর" যে সকল গ্রাহকের কাছে টাকা পাওনা হইয়াছে, এই সময় আমরা পূর্ব্বাপর সে জন্য ভিঃ পিঃ করি। যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক মণিঅর্ডার করিবেন, আগামী সপ্তাহ মধ্যে তাঁহাদের টাকা পোঁছিলে আমরা সুখী হইব, বলা বাহুল্য মণিঅর্ডার করিলে খরচ কম হয়। আগামী সপ্তাহ মধ্যে টাকা না পাঠাইলে, পরবর্ত্তী সপ্তাহে আমরা ভিঃ পিঃ করিব। আশা করি, আমাদের হিতৈষী গ্রাহকবৃন্দ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

বিনীত—কার্য্যাধ্যক্ষ "পল্লীবাসী"
কাল্‌না, (বর্দ্ধমান)

শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরায় নমঃ।

মহাত্মার প্রতি অভিমানবশতঃ শ্রীযুক্ত এ, সারওয়ার্দ্দী স্বরাজদল পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা দেশকে প্রকৃতপক্ষে ভালবাসেন, দেশের মুক্তি যাঁহাদের ধ্যান জ্ঞান, তাঁহারা কোন ব্যক্তি বিশেষের কথায় অভিমান করিয়া কি করিয়া দেশের সেবা ছাড়িতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। দেশের উদ্ধার কি মহাত্মা গান্ধীর একার কাজ? তাঁহার কথায় দেশের কাজ ছাড়ার কোন যৌক্তিকতা আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে আসে না।

—:•:—

লর্ড রেডিং বিলাত হইতে আসিয়া বক্তৃতার দ্বারা আমাদিগের হস্তে স্বর্গ তুলিয়া দিবেন—এরূপ আশা আমরা কখনও করি নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে মনে মনে আকাশে সৌধ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন এখন তাঁহারা নিরাশায় শয্যা গ্রহণ না করেন। লর্ড রেডিং দিল্লীতে এসেম্বলী উদ্বোধন কার্য্যে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান শাসন প্রণালী অনুযায়ী কার্য্য করিয়া "যোগ্যতা" প্রদর্শন অপেক্ষা স্বরাজ্য লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই—সে কথা একরূপ স্পষ্টতই বলিয়াছেন। এত ছোটাছুটি এত দৌড়ঝাপ ও অর্থব্যয় কি কেবল এই কয়টী অমূল্য কথা বলিবার জন্য? ইহাকেই বলে পর্ব্বতের মূষিক প্রসব।

—:•:—

দেশের শিল্প রক্ষিত হউক আমরা চিরকালই এ নীতির পক্ষপাতী। সেই হিসাবে আমাদের কাগজ শিল্প বিদেশীর প্রতিযোগিতার সহিত দাঁড়াইতে পারে, ইহা আমরা চাই। কিন্তু বিদেশী পরিচালিত কয়েকটি কাগজ ফ্যাক্টরীকে সাহায্য করার জন্য কাগজের দর বাড়াইয়া কাগজ শিল্পরক্ষার পক্ষপাতী আমরা নহি। ইহাতে দেশের মধ্যে পুস্তকের দর বাড়িবে। যে দেশ শিক্ষা বিষয়ে এত পশ্চাৎপদ সেখানে যাহাতে জ্ঞানের প্রসার না হইয়া সঙ্কুচন হয়—এরূপ ব্যবস্থা একদিকে ভাল হইলেও অপরদিকে সমূহ অনিষ্টজনক। আমাদের দেশের প্রয়োজন, অল্প মূল্যে সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচার। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে সদ্‌গ্রন্থ সকল যে মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহাই দারিদ্র দেশের ক্ষমতাতীত বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর পুস্তকের মূল্য না কমিয়া যদি বাড়ীতে থাকে, তাহা হইলে শিক্ষার দ্বারে অনেকের পক্ষেই অর্গল পড়িবে।

প্রেরিত পত্রাদি।

শ্রীরামকিঙ্কর মণ্ডল মেমারী হইতে মন্তেশ্বর পর্য্যন্ত রাস্তাটি পাকা না হওয়ায় নানা অসুবিধার কথা জানাইয়াছেন। মেমারী হইতে মধ্যগ্রাম পর্য্যন্ত যে ৩৪ খানি মোটর চলিতেছে, তাহারা নাকি সময় সময় পাল্লা দিয়া দৌড় করায়, ফলে আরোহীদের বিপদের সম্ভাবনা। তা ছাড়া গরুর গাড়ীর দুর্দ্দশার একশেষ হয়। আমাদের বর্ত্তমান সুযোগ্য ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার দেবেন বাবু এই অভিযোগের প্রতি অবহিত হইলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীপাট অম্বিকার সেই বিশ্ববিশ্রুত
প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামি সম্পাদিত
বহু আচার্য্য সন্তানের ব্যাখ্যা সম্বলিত
পণ্ডিত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

এতদ্দিনে সত্য সত্যই বাহির হইলেন

যাঁহারা এখনই সম্পূর্ণ গ্রন্থ চান, তাঁহাদিগকে আমরা প্রথম সংস্করণের অবশিষ্ট কয় খণ্ড দিয়া এখনই সম্পূর্ণ গ্রন্থ দিতে পারি! তবে এরূপ পূর্ণ গ্রন্থ বেশী দিতে পারিব না। যাঁহারা পুনর্মুদ্রণ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিবেন না, মাত্র সেই সকল প্রবীণ ভক্তগণকেই আমরা প্রভুপাদগণের শ্রীহস্তস্পৃষ্ট সেই প্রথমবারের গ্রন্থ দিয়া "শেট" পূর্ণ করিয়া দিতেছি।

ছাপা ও কাগজ অগ্নিমূল্য হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সম্পূর্ণ নূতন অক্ষরে উৎকৃষ্টরূপে ছাপিয়াও এই বিরাট গ্রন্থ কি মূল্যে বিক্রয় হইতেছে দেখুন। বাজারের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত দরে ও জিনিষে একবার তুলনা করিবেন।

৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা তিনলীলা স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয় করিতেছি। আদিলীলা ৪৲ মধ্যলীলা ৬৲ অন্ত্যলীলা ২৲।

সকলে সত্বর হউন।

দীর্ঘকাল যাঁহারা এই গ্রন্থ না পাইয়া হতাশ হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারা অগ্রসর হউন। বহু আচার্য্যসন্তানের প্রাণের বাসনা এতদিনে পূর্ণ হইতে চলিল।

উৎকৃষ্ট ছাপা, কাগজ অতি সুন্দর।

সম্পূর্ণ গ্রন্থ (তিনলীলা একত্র) ১২৲ টাকা ডাঃ মাঃ ১৵০

প্রতি খণ্ড মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

স্বত্বাধিকারী—
শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপাট অম্বিকা—কাল্‌না পোঃ, (বর্দ্ধমান)

হিন্দু-সমাজ।

[শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ এম্ এ]

আজকাল সকলেই বলে সমাজ ভাঙ্গিয়াছে, কেহ বলে বেশ হইয়াছে, কেহ বলে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কিন্তু সকলেই বলে সমাজ ভাঙ্গিয়াছে। কেন ভাঙ্গিয়াছে, কোথায় ভাঙ্গিয়াছে তাহার আলোচনা বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ বিবাহ যাহা আমাদের সমাজে সকলেরই অবশ্য করণীয় ধর্ম্ম-বিশেষ, তাহাতে কি আমরা যথেচ্ছাচারী হইয়া পদে পদে সমাজকে লঙ্ঘন করিতেছি? কেহ কেহ যে বিবাহে সমাজ লঙ্ঘন করিতেছেন না তাহা নহে, কিন্তু হয় তাঁহারা হিন্দু সমাজ হইতে নাম কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, নয় ত নিজেদের সদৃষ্টান্তে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য দয়া করিয়া হিন্দু নামটা আজিও বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু অবোধ হিন্দু সমাজ নিজেদের লাঙ্গুল কাটিয়া ফেলার দিকে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাইতেছে না, কাজেই তাঁহাদের পর্ব্বতপ্রমাণ চরিত্রগৌরবও সমাজকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। আর্থিক কারণে কন্যার বিবাহ বয়স বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু কৌলীন্যযুগের মত বৃদ্ধার বিবাহ এখন আর শুনা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ পরস্পরের আনুকূল্য যাহা সমাজমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য,—তাহাতে কি আমরা অনবহিত হইয়া পড়িয়াছি? সত্যযুগের সহিত তুলনা করিয়া কি হয় জানি না, কিন্তু শতবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী যে সমাজের পানে তাকাইয়া আমরা অনুশোচনা ও আত্মনিন্দা করিয়া থাকি, সেই সমাজের কথাই এখানে চিন্তনীয়। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার উপকণ্ঠে পয়সা পয়সা দুধের সের বিক্রয় হইত, এই সচ্ছলতাসুলভ একটা ঔদার্য্য ও সহৃদয়তা যাহা সে সময়ে ছিল, তাহা যে কমিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃত পরোপকার প্রবৃত্তি পূর্ব্বে যে এখন অপেক্ষা অধিক ছিল, তাহা মনে হয় না। "চাচা আপনা বাঁচা", "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" প্রভৃতি প্রবাদবাক্যগুলিও ত আজিকালিকার নহে। ইহা হইতে সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায়, আজকালকার অবস্থা তদপেক্ষা বহু ক্ষেত্রেই কি আশাজনক নহে?

আজকাল অনেক পল্লীগ্রামে ছেলেরা স্বাস্থ্য ও সচ্ছলতার মধ্যেই দল বাঁধিয়া রাত্রিতে পালা করিয়া পাহারা দেয়, দিনমানে কাহার কোথায় অসুখ আছে এবং কাহারই বা ঔষধ পথ্যের অভাব আছে, তাহারও খোঁজ রাখে। এটা তাহারা নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধেই করিয়া থাকে, কারণ বহু স্থানে ঔষধ ও পথ্যের মূল্য তাহাদিগকে ভিক্ষা করিয়াই যোগাড় করিতে হয়—কিন্তু তথাপি তাহারা এ বিষয়ে বিমুখ নহে। অবশ্য নিতান্তই যাঁহারা অফিসে বাবু দেশের সঙ্গে সম্পর্করক্ষা যাঁহারা বাহুল্য বলিয়া মনে করেন,—শবদাহের সময় তাঁহাদিগকে বা তাঁহাদের বাড়ীর ছেলেদিগকে পাওয়া যায় না, বারোয়ারির কাজ বা চাঁদাও তাঁহাদের নিকট আদায় হয় না। সৌভাগ্যক্রমে দেশ তাঁহাদিগকে সিংহচর্ম্মাবৃত দেখিলেও তাঁহাদের স্বরূপ বিস্মৃত হয় না, সুতরাং তাঁহারাও সমাজে এক হিসাবে নগণ্য হইয়াই থাকেন। কিন্তু দুঃখের কথা—সামাজিক শত্রুতার চিরন্তন সহচর যে দলাদলি, তাহা এ যুগেও প্রায় আগের মত সমানই আছে। সুতরাং এদিক্ দিয়াও বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তনের চিহ্ন ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ দুর্ব্বলের রক্ষা—যাহা সমাজ মাত্রেরই প্রথম দায়, তাহাতে কি আমরা উদাসীন হইয়াছি? এক হিসাবে এ প্রশ্নই আজকাল অর্থহীন, কারণ আমরা এখন সকলেই দুর্ব্বল—কে কাহাকে রক্ষা করিবে? কিন্তু দুর্ব্বলেরও একটা বল আছে, তাহা ঐক্যের বল তাহা দ্বারা প্রবলকেও শাসন করিতে পারা যায়,—তাহাতে কি আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইয়াছি? তাহাও ত ঠিক বলিয়া মনে হয় না। এখন বরং প্রবল ভূস্বামীর বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করিয়া লোকে আত্মরক্ষার একটা চেষ্টা করিয়া থাকে,—আগে তাহাও ছিল না। আইন আদালতের অলতা যাতায়াতের অসুবিধা, হলকর ভয় প্রভৃতি তাহার কারণ হইতে পারে, কিন্তু সনাতন ঐক্যের অভাবই যে তাহার প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ঐক্যের অভাবেই মুষ্টিমেয় বিদেশীর দল এদেশের সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়াছে—একজন নীলকুঠীর দেওয়ান হাজার হাজার লোকের উপর পীড়ন করিয়াছে—একটা দুর্দ্দান্ত জমিদার নিজ অধীনস্থ সমস্ত জায়দার কুললক্ষ্মীগণকে নিজের প্রমোদসঙ্গিনী করিবার চেষ্টা করিয়াছে,—এবং সেই সুপ্রাচীন অনৈক্যের ফলেই আজ পর্য্যন্ত শত শত অনাথার উপর দিন দুপুরে পাশবিক অত্যাচার সম্ভবপর হইতেছে। সন্তপ্তচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—এই মর্ম্মান্তিক জঘন্যতার মূল কোথায়? সে তত্ত্বের আলোচনা না হয় একদিন করা যাইবে, কিন্তু উপস্থিত এ কথা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, ঐক্যবল আমাদের বর্ত্তমান সমাজে যত কমই থাকুক না কেন, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহা কমিয়াছে।

তথাপি কেমন করিয়া যে বর্ত্তমান সমাজ শতবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজ অপেক্ষা যথার্থই হীন হইয়া পড়িয়াছে, সেই কথাই এখন আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

মহাত্মার বাণী।

[শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল]

রাষ্ট্রগুরু আজ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় খদ্দর ও চরকার বাণী বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। বাঙ্গালীর কাণে সে বাণী পৌঁছিয়াছে কি? চরকা কাটো—খদ্দর পরিধান কর—যুগমানব আজ বাঙ্গালীর কাছে এই ভিক্ষা চাহিতেছেন। এই বস্ত্রসমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবে—আমরা কি মহাত্মার এ বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। নানা আপত্তি তুলিয়া কি আমরা খদ্দরের একরূপ বিরোধিতাই করিতেছি না?

জামসেদপুর হইতে একজন পত্রপ্রেরক মহাত্মাকে লিখিয়াছেন—সাধারণ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে খদ্দর অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। খদ্দর টেকসই নয় এবং শীঘ্র ময়লা হয় বলিয়া পরিষ্কার করা এক অতিরিক্ত খরচের ব্যাপার। মহাত্মা "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে লিখিয়াছেন—গজ হিসাবে ধরিলে বর্ত্তমানে খদ্দর মিলের কাপড় অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য সন্দেহ নাই। 'কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাঁহারা খদ্দর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, পোষাক পরিচ্ছদের বাহুল্য অনেক কমাইয়া দিয়াছেন। টেকসই সম্বন্ধে সকলের অভিজ্ঞতা এক নয়। প্রথম অবস্থায় সুতার পাক ভাল হইত না বলিয়া সেই সব সুতায় তৈয়ারী খাদী টেকসই না হইবারই কথা, কিন্তু এখন সুতার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; সুতরাং এখন কোন আপত্তি সঙ্গত হইবে না। খদ্দর ধোপাবাড়ী না দিয়া ঘরে কাচিয়া লইলে দ্বিগুণ বেশী টিকে। খদ্দর সহজে ময়লা হয় বলার মানে বোধ হয় এই যে, খদ্দর সাদা বলিয়াই সহজে ময়লা দেখায়। যদি ময়লা ঢাকাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তিনি ত খাদি রং করিয়া লইলেই পারেন।"

গোবিন্দদাসের করচা

[শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ]

দীনেশ বাবুর হস্তে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর সামগ্রী "গোবিন্দদাসের করচা"। এই করচা অবলম্বনে তিনি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" মহাপ্রভুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মহাপ্রভুর দক্ষিণভ্রমণ বিষয় লিখিত। ইহার ভাষা, ভাব, রচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ আধুনিক। ইহার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বর্ণনা অনেক স্থলে মিথ্যা, কোন কোন স্থলে ব্যক্তিবিশেষের নিকটে শুনিয়া লিখিত। একটু মনোনিবেশ সহকারে বহিখানি পড়িলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। তৎপরে এই পুস্তকে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে ঘটনাবলী এমনই বিসদৃশ যে, ইহা বিকৃত উপধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণ ও ব্যক্তিবর্গ এই পুস্তককে বিকৃত সহজিয়া প্রভৃতি মতের বর্জ্জিত পুস্তক বলিয়া একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর আমাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক দীনেশ বাবু এই করচা বহিকে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভৃত্য গোবিন্দ কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহার যাবতীয় প্রধান পুস্তকে সত্য আবিষ্কারের অপূর্ব্ব জয় ডঙ্কা নিনাদ করিয়াছেন।

বঙ্গে ম্যালেরিয়া।

[শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়]

বঙ্গের সর্ব্বনাশকর ম্যালেরিয়ায় সময় আগত। দিকে দিকে তাহার দুন্দুভি বাজিয়া উঠিতেছে। এখন আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে ৪।৫ মাস ধরিয়া ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। এ সংগ্রামে কত সংসারের যে সর্ব্বনাশ হইবে, কত উন্নতিশীল জীবনের যে অসময়ে পতন হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সর্ব্বনাশী ম্যালেরিয়ার তুল্য বঙ্গদেশের ভীষণ শত্রু আর নাই। কয়টা খুন জখম চুরী ডাকাতী ধরিবার জন্য আমাদের দেশে কত রকম আয়োজন অনুষ্ঠান, কত অর্থ ব্যয়ই না হইতেছে; কিন্তু যাহার অমানুষিক অত্যাচারে বাংলার সোনার পল্লী শ্মশান হইয়াছে,—গত মহাযুদ্ধের সমগ্র সময়ের মধ্যে যত লোকক্ষয় হয় নাই, বাংলা দেশে যাহার জন্য এক বৎসরে তাহার অধিক লোকক্ষয় হইতেছে সেই চিরশত্রুর প্রতিরোধকল্পে আমরা কি করিতেছি, সরকার কি করিতেছেন, তাহাই দেখিবার বিষয়। মেজর আর, এন্ চোপরা সেদিন এ বিষয়ের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড বা আমেরিকা প্রভৃতিস্থানে ৮০০ হইতে ১১০০ লোক প্রতি একজন করিয়া ডাক্তার আর বাংলায় ১১৪৫০ জন লোকের প্রতি একজন!

ডাক্তারের মধ্যে আবার অধিকাংশই কলিকাতা ও অন্যান্য বড় সহরবাসী। সুতরাং পল্লীর অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। সমগ্র বাংলায় মাত্র ৮৬৯ হাঁসপাতাল ও ডিসপেন্সারী আছে অর্থাৎ ৫৩,৩০৩ জন লোক প্রতি মাত্র একটী হাঁসপাতাল বা ডিস্‌পেন্সারী। আর এই সকল হাঁসপাতাল বা ডিসপেনসারীর কিছু সরকারী বা অর্দ্ধ সরকারী সাহায্য গড়ে নবলক দুই শত হইতে চারি শত টাকা।

বিলাতী পত্রে প্রকাশ, বেলজিয়াম রাজদম্পতী এবার ভারত ভ্রমণে আসিবেন।

সমবায়।

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন স্বতঃই তাহার মুখে মার নামটী ফুটিয়া উঠে। মাতাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার প্রেম পরিজনবর্গকে আশ্রয় করে ও ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া তাহা বিশ্বজনীন হইয়া পড়ে। মানুষের ভিতর এই যে অন্তর্নিহিত বিশ্বজনীন প্রেম—ইহাকেই "সমবায়" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

সমবায় মানুষের জন্মগত অন্তর্নিহিত ধন—ইহা বাহিরের কিছু নহে। কেবল মাত্র মানুষ ইহাকে নানা রঙে রঙ দিয়া নানাভাবে নানা ছন্দে ইহাকে মূর্ত্ত করিয়া মানুষের নিকট তুলিয়া ধরে মাত্র। মনীষী লেখক হার্বার্ট স্পেন্‌সার তাঁহার কোনও রচনায় বলিয়াছিলেন যে,—মানুষ যখন ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করে তখন তাহার ভিতর অলঙ্কারে ভূষিত করিবার বাসনা বড়ই প্রবল হয়। অলঙ্কারের দুর্ভেদ্যবর্ম্মে আবৃত সত্যের আভাষ আমাদিগের নিকট পৌঁছাইতে অনেক দেরী হয়। গতিশীল কালের ক্রিয়ায় যখন বাহিরের আবরণ শিথিল হইয়া পড়ে তখনই আমরা সেই অন্তর্নিহিত সত্যের আভাষ পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যাই এবং কেবলমাত্র তখনই আমরা তাহার সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া নিষ্প্রয়োজন অলঙ্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা করি।

বর্ত্তমানে যে নীতিবদ্ধ সমবায় (systematic cooperation) ইহাও মানুষের সেই অন্তর্নিহিত বিশ্বজনীন প্রেমের স্ফুরণ। ইহা নানা কালে নানা ভাবে ভূষিত হইয়া বর্ত্তমানে সমবায় রূপে প্রকটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই—পাশ্চাত্য অর্থনৈতিকগণ (economist) পূর্ব্বে যাহাকে communism বা collectivism বলিতেন, সেই communism বা collectivismএর মধ্যেই বর্ত্তমান সমবায়ের বীজ রোপিত রহিয়াছে। দরিদ্র যখন দেখিল যে, ধনী তাহাকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিয়া তাহাকে পদদলিত করিয়া ও শোষণ করিয়া অন্তঃশূন্য করিয়া দিতেছে—তখন সে তাহার মুক্তির পথ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইল। তখন সে বুঝিল যে তাহার ক্ষুদ্রশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। সে তখন বুঝিল যে, তাহার মুক্তি শুধু তাহারই মধ্যে নিহিত নাই দশেতে নিহিত হইয়া আছে। তাই তখন সে উচ্চকণ্ঠে গাহিল "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত।" আমার যা দাবী আমি তাহা কাড়িয়া লইব, কাকুতি মিনতির দ্বারায় নহে—আত্মশক্তির বলে, ভিক্ষার দ্বারায় নহে—স্বোপার্জ্জিত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠায়। ইহাই হইল সমবায়ের ভিত্তি।

ন্যায়দর্শন।

ভারতের বিদ্যাপীঠ বারাণসীধামে যে কয়জন বাঙ্গালী বঙ্গের মুখ উজ্জল করিয়া রাখিয়াছেন, পাবনা দর্শনটোলের ভূতপূর্ব্ব দর্শনাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম।

বাঙ্গালী এখন নিজের গৌরব ভুলিতে বসিয়াছে। মুখে তালপুকুরের বড়াই করিলে কি হইবে—তালগাছের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে কয়জনের তেমন আগ্রহ আছে? আমরা শোভাযাত্রার শোভা বাড়াইয়া গান করিয়া বেড়াই—

উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে
নিমাইকণ্ঠে মধুর তান।
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি,
চণ্ডীদাস গাহিল গান॥

কিন্তু, অতীত গৌরবের সে সকল নিদর্শন বুঝিতে ও বুঝাইতে কয়জনেরই বা তেমন শক্তি আছে। শক্তি না থাক্—চেষ্টাই বা কয়জনের দেখিতে পাই।

এমনই দুর্দ্দিনে আত্মবিস্মৃত এই বিরাট জাতিকে তাহার খনার স্বর্ণ-সম্পুট যিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়া আকৃষ্ট করেন,—তিনি সমস্ত জাতিরই ধন্যবাদের ভাজন। আচার্য্য তর্কবাগীশ মহাশয় সুকঠিন ন্যায়দর্শনের বাৎসায়ন ভাষ্যসহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া এমনই ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন।

যে ন্যায়শাস্ত্র ভারতের জ্ঞান হিমাদ্রির কাঞ্চনজঙ্ঘা—বাঙ্গালী যে শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া বিশ্বার্দ্ধ ভারতের গুরুস্থান অধিকারে সমর্থ হইয়াছে, এতদিন তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে দুর্গম বলিয়াই উপেক্ষিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সেই অসাধারণ শাস্ত্রকে যে কোন অল্পজ্ঞানসম্পন্ন বাঙ্গালীর সুবোধ্য করিয়া শক্তিমত্তার অসাধারণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এ গ্রন্থের উপক্রমনিকাই এক অভিনব বিরাট ব্যাপার। এই নাটক নভেলের দিনে বলিতে ভয় হয়,—নতুবা শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি একবার এই গ্রন্থের সহিত চক্ষুসংযোগ করেন তো সহজেই বুঝিতে পারিবেন—আমাদের কি ছিল আর আমরা কি হারাইয়াছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বহু দুর্ল্লভ গ্রন্থ প্রচারে যশস্বী হইয়াছেন। সমালোচ্য "ন্যায়দর্শন" (গৌতমসূত্র) বাৎসায়নভাষ্য ১ম খণ্ড প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সে যশঃ বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে মূল্য সাধারণ পক্ষে ৫৲; পরিষৎ সদস্য পক্ষে ৪৲ মাত্র।

দেশী ও বিলাতী।

শ্রীযুক্ত এ সারওয়র্দী স্বরাজ্য দল পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বাংলা দেশে মোট ১৩০টি সহর ও ৮৪৯৮১টি গ্রাম আছে।

বাংলা কাউন্সিলে নারীদিগের ভোটাধিকার বিল পাস হইয়াছে।

সনৎসেন নামক বাংলা বহি সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

১৯২৪।২৫ সালে বাংলায় ২ কোটী টাকা সুপার ট্যাক্স আদায় হইয়াছে।

জাপানে ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে, বহু ব্যক্তির প্রাণনাশ ও সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

আগামী গ্রীষ্মকাল হইতে মিশর ও ভারতে উড়োজাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে।

খাঁ বাহাদুর খোজা মহম্মদ নূর বিহার উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভায় প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিলাতী পত্রে প্রকাশ আগামী শীত কালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারতে শুভাগমন করিবেন। তিনি আসিয়া শাসন যন্ত্রেরও কিছু পরিবর্ত্তন করিবেন।

বঙ্গে বিলাতী দ্রব্য ।

১৯২৪-২৫ সালে বঙ্গে যে দ্রব্য যত টাকায় আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা ।

দ্রব্য	মূল্য
সুতার বস্ত্র	৩৫৪৮৯০৯৮৬ টাকা
চিনি	৭৫৭৯১৪৬৭ "
তৈল	৩৮৯৬৯৫৪৭ "
ধাতু দ্রব্য	১৬৩৮৯৩৭১ "
মশলা	১১৭৩৫৩৮৫ "
লবণ	১০৫৪৬৩০৬ "
খাদ্যদ্রব্য	১০৫৩০৩১৭ "
মোটরকার প্রভৃতি	৯৯৯০৭৮০ "
মদ্য, স্পিরিট ইত্যাদি	৯২৯৬১২৪ "
কাগজ, পেষ্ট বোর্ড	৮৮০১৮৬৮ "
কাচ ও কাচের দ্রব্য	৭৭৬৮০৩৫ "
নকল রেশম	৫৩১০৫২৯ "
রং ও সরঞ্জাম	৪৬০৮৯০২ "
রবার	৪১৪৫৭০৫ "
পশম	৩৬৯৬২২৪ "
দিয়াশলাই	৩৫৭২০৬২ "
সাইকেল	৩০০৫২৯৭ "
পুস্তক	২৫২৯৬৭৭ "
ছাতা ও ছাতার সরঞ্জাম	২৪৮২৩১১ "
মোজা, গেঞ্জি ইত্যাদি	২৪১৫২৪৭ "
অস্ত্র	২২৮৬৪২৫ "
বন্দুক ইত্যাদি	২২৭০৯৫৭ "
সাবান	২১৪১৯৫০ "
খেলনা	১৯২২৪৮১ "
চামড়া	১৯৪৪৭৪০ "
রেসমের বস্ত্র	১৬১৩৭৮৩ "
অঙ্গরাগ	১৪৪২৩৬৯ "
মাটির দ্রব্য	১৩০১৭৮১ "
ছুরিকাঁচি	১৩০২৬২৭ "
সকল প্রকার মোট	৮৮৮৩১৮৫০৩ "

কাঠের গোলা ।

কড়ি, বরগা, দরজা-জানালার কাঠ টিনের ঘরের রুয়া ও বাটাম, আলমারি, দেরাজ, টুল, টেবিল, চেয়ার খাট তক্তাপোষ, চালা ঘরের খুঁটি, নৌকার তক্তা ডুঙ্গি, গোঁছা তক্তা ইত্যাদি সর্ব্বরকম শাল ও সেগুন কাঠের জিনিস ঘরে বসিয়া কলিকাতার দরে পাওয়া যায় ।

অর্ডার দিলে মতলবমত অতি সত্বর যে কোন জিনিস তৈয়ারী ও সরবরাহ করিয়া দিতে পারা যায় ।

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয় ।

লক্ষ্মীমণি ট্রেডিং এজেন্সী

খেয়াঘাট রোড, কালনা পোঃ (বর্দ্ধমান)

খুচরা ও পাইকারী ঔষধ বিক্রয়

সকল প্রকার ঔষধ ও ডাক্তারী সাজসরঞ্জাম কলিকাতার দরে পাওয়া যায় পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।

ডাঃ শ্রীহরিদাস ঘোষ, এল, এম, এস,

মিউনিসিপ্যাল রোড, কালনা ।

নিলাম ইস্তাহার ।

কাল্‌না মুন্সেফী আদালত ।

নিলামের দিন ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ ।

১৬৯ নং কর ; ডিঃ মৃত কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্রের এক: -শ্রীমোহন গোস্বামী দেঃ নাবালক নন্দকুমার দিঃ পক্ষে গার্জ্জেন উকীল হেমন্তকুমার মোদক, দাবি ৯৪৸৶০ ; থানা মন্তেশ্বর সামিল উত্তরডিহি সিমানায় ৩.১ বিঘার কাত ১৩৶১৩॥ টাকা জমার অন্তর্গত ; আং ২৫৲

১৭৮ নং কর ; ডিঃ অঃ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দেঃ সরোজিনী দেবী, দাবি ১৩১॥৫ ; থানা পূর্ব্বস্থলী সামিল কাষ্ঠশালী সিমানায় ১৩৷৷৶০ বিঘার কাত খাজনা ১৭।০ টাকা আং ১০০৲

২১১ নং কর ; ডিঃ পাঁচুগোপাল সিংহ দিঃ, দেঃ পঞ্চু সেখ দিঃ, দাবি ২৭॥৶৫ ; থানা পূর্ব্বস্থলীর সামিল টাঁপাহাটী সিমানায় মোট ১।০ বিঘার কাত ২৸৶১৪॥ টাকা আং ১০৲

৩০২ নং কর ; ডিঃ সতীশচন্দ্র মল্লিক দিঃ, দেঃ শৈলেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় দিঃ, দাবি ৪৪/১৫ ; থানা কালনার সামিল উমরপুর সিমানায় ৬/০ বিঘা নিষ্কর আং ২৫৲

৩০৪ নং কর ; ডিঃ সৈয়দ আবদুল আল্লাম দিঃ, দেঃ সেখ এসমাইল দিঃ, দাবি ৬১॥৶১৫ ; থানা কালনা সামিল গুইপাড়া গ্রামে ৫৸০ বিঘার কাত ১৩/১২॥ টাকা জমা আং ১০৲

৩০৮ নং কর ; ডিঃ কাজী জহদল হক, দেঃ আবদুল জব্বার ওরফে বড় মিঞা, দাবি ১২৫৶১০ ; থানা কাল্‌নার সামিল কুতুবপুর সিমানায় ৮।৪ বিঘার কাত জমা ১৭৲ আং ১০০৲

৩১৮ নং কর ; ডিঃ সেখ রহিম বক্স, দেঃ কাজি আবদুল জুব্বর দিঃ, দাবি ৩৮৶৫ ; থানা মন্তেশ্বর সামিল রাইগ্রামের সিমানায় ৪/০ বিঘার কাত ২॥০ টাকা জমা আং ২০৲

৩২৪ নং কর ; ডিঃ শ্রীপদ চৌধুরী দিঃ, দেঃ গুণানন্দ দাস দিঃ, দাবি ৫৩৸৶০ ; থানা মন্তেশ্বর সামিল খাজুরেকর সীমানায় ১৬॥২ বিঘা জমা ১৯॥/০ টাকা ; আং ২৫৲

৩২৬ নং কর ; ডিঃ হরেন্দ্রকৃষ্ণ দে দীঃ, দেঃ ভূষণ মন্ডল, দাবি ২৪/১০ ; থানা পূর্ব্বস্থলীর সামিল জালুইডাঙ্গা সীমানায় ২ দাগে মোট ১৸১৶০ বিঘার কাত জমা মোট ৩৸৶১০ টাকা আং ১৫৲

৩২৫ নং কর ; ডিঃ বর্দ্ধমানরাজ, দেঃ হাফেজ সেখ দাবি ৯॥৶০ ; প্যারীনগরে ॥৪ কাঠা জায়গা জমা ১৶৫ আং ২৲

৩৬৬ নং কর ; ডিঃ নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী, দেঃ বসন্তকুমার বসু দিঃ, দাবী ৬॥৶১০ ; থানা পূর্ব্বস্থলীর সামিল দাঁতিপাড়া সিমানায় ১/০ বিঘার কাত খাজনা ৸৶১৭॥ আনা আং ১০৲

৩৬৭ নং কর ; ডিঃ নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী, দেঃ পঙ্কমণি দাসী দিঃ, দাবি ৭৩/০ ; থানা পূর্ব্বস্থলীর সাঃ গোবিন্দপুর গ্রামে ৪/০ বিঘার কাত জমা ১০৸৶০ টাকা আং ২৫৲

৩৭২ নং কর ; ডিঃ নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী, দেঃ পঙ্কমণি দাসী দী, দাবী ৪৮৸৫ ; থানা পূর্ব্বস্থলীর সামিল গোবিন্দপুর সিমানায় ৩/৩ বিঘার কাত জমা ১৪।৶১৫ আং ২৫৲

৩৭৩ নং কর ; ডিঃ নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী, দেঃ পঙ্কমণি দাসী দিঃ, দাবী ১২৩৸৶০ ; থানা পূর্ব্বস্থলীর সামিল গোবিন্দপুর সীমানায় ৮।০ বিঘা জমা ৩৮৸৶১৯॥ আং ৫০৲

৩৭৪ নং কর ; ডিঃ নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী, দেঃ নাবালক মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পক্ষে কমলাকামিনী দেবী, দাবী ১৭/১৫ ; থানা পূর্ব্বস্থলীর সামিল দাঁতীপাড়া সীমানায় ১॥০ বিঘার কাত খাজনা ১৶১৩ টাকা আং ১০৲

৩৮০ নং কর ; ডিঃ হরেন্দ্রকৃষ্ণ দে দীঃ, দেঃ মঙ্গলাবক্স সেখ দিঃ, দাবী ৪৩/০ ; থানা পূর্ব্বস্থলীর সামীল হাটসীমলা সীমানার ৪।৪ বিঘার কাত জমা ৫৸৶১৩ আং ২৫৲

৩৮১ নং কর ; ডিঃ হরেন্দ্রকৃষ্ণ দে দিঃ, দেঃ আক্কাস মোল্লা দিঃ, দাবি ৫৩৸৶৫ ; থানা পূর্ব্বস্থলীর সামিল হাটসীমলা সীমানায় ৬॥০ বিঘার কাত ৬॥/৯ টাকা জমা আং ২৫৲

৩৮২ নং কর, ডিঃ হরেন্দ্রকৃষ্ণ দে দীঃ দেঃ কালু মোল্লা, দাবী ২২৲, থানা ঐ সামীল হাটসীমলা সীমানায় ১॥১ বিঘার কাত জমা ১।/৩ আং ১০৲

৩৮৫ নং কর, ডিঃ হরেন্দ্রকৃষ্ণ দে দীঃ, দেঃ নুর মহম্মদ মোল্লা দিঃ, দাবী ৬৯।৶১০ ; থানা ঐ সামিল হাটসীমলা সীমানায় ৭৸০ বিঘার কাত জমা ৮॥/০ টাঃ আং ২৫৲

৩৮৬ নং কর ; ডিঃ হরেন্দ্রকৃষ্ণ দে দীঃ, দেঃ এহিয়া মোল্লা দিঃ, দাবী ৮৪॥৶১০ ; থানা ঐ সামিল কামদেবপুর গ্রামে ১১৸৩॥০ বিঘার কাত জমা ২২৶১০। টাকা আং ৫০৲

৩৯৩ নং কর ; ডিঃ সেখ রহিম বক্স, দেঃ নিবারণ মণ্ডল দিঃ, দাবী ২৯৸৴১৫ ; থানা মন্তেশ্বরের সামিল চেড়ে সীমানায় ৫/০ বিঘার কাত ৭॥০ টাকা খাজনা আং ২০৲

৩৯৫ নং কর ; ডিঃ ভৈরবী খাতুন দীঃ, দেঃ শৈলজাকান্ত রায় দীঃ, দাবী ১৮।১০ ; থানা মন্তেশ্বরের সামিল কুসুমগ্রামের সীমানায় ॥২॥০ কাঠা জমা ৸৶০ আনা ; আং ১৫৲

৩৯৭ নং কর ; ডিঃ চুনীলাল নন্দী চৌধুরী, দেঃ ভবদেব রায় দীঃ, দাবী ২০৲ ; থানা কালনার সামিল মদনহাসা সীমানায় ১॥০ বিঘা কাত জমা ১॥০ টাকা আং১৫৲

বিবাহ-বিভ্রাট ।

কলিকাতার ১৫ মাইল দূরে একটি বিখ্যাত গ্রাম। এক সুপরিচিত ব্রাহ্মণ পরিবারে দুইটী ভগ্নীই বয়স্থা। একজনের বয়স উনিশ, অপরটির কুড়ি। ছোটটি সত্যই সুন্দরী—সারা গ্রাম যেন তাহারই রূপের ছটায় ভরিয়া আছে। কত কণ্ঠ সে রূপ বাখানে মুখরিত। বড়টি তেমন রূপসী ত নয়ই, অধিকন্তু কুড়ির কোটায় বাঙ্গালীর মেয়ের সাধারণতঃ যা হয়, তাহারও এখন সেই দশা। এক মায়ের পেটে এমন অসামঞ্জস্য বিধাতার বিড়ম্বনা বৈ আর কি বলিব ?

পাঁতি পাঁতি করি সন্ধান করিয়াও বড়টিকে সতাইবার মত পাত্র পাওয়া যায় নাই, কাজেই ছোট বোন্ সুন্দরী হইলেও হিন্দুসমাজের কানুন অনুসারে অটোসেটকেলি আটকাইয়া আছে। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। লোয়ার ফুল হইলেও তাহাকে ফুটিতেই হইবে। তাই অনেক কষ্টে অবশেষে নিকটবর্ত্তী গ্রামে এক বৃদ্ধ বিপত্নীক পাত্রের সন্ধান মিলিল। বৃদ্ধের দুইটী বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র, অল্প দিন হইল দেহত্যাগ করিয়া পিতার বিবাহ পথের সকল কণ্টকই দূর করিয়া দিয়াছে। কাজেই পাত্রীপক্ষের প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। মুহুর্মুহু 'বেপথুশ্চ শরীরে, রোমহর্ষশ্চ জায়তে'—স্তম্ভ স্বেদ সকলি হইতে লাগিল।

বৃদ্ধের আনন্দের আর অবধি নাই। মেয়ে দেখার গোল হইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার মানসনেত্রে বোধ হয় তখন মনোমোহিনী কনিষ্ঠারই লাবণ্যময়ী মুরতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল !! পরিপূর্ণযৌবনা সুন্দরী স্ত্রীর সাহচর্য্যে শেষ বয়সে আর একবার সুখসাগরে সাঁতার দিবেন—এই আশায় তাই বৃদ্ধের কুঞ্চিত বদনেও হাঁসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কোটরগত চক্ষুর নির্ব্বাপিতপ্রায় বহ্নি দীপ্ত হইয়া উঠিল,—আকুল করিল মন প্রাণ। অতএব 'কি বা ফল কাল ব্যাজে'। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। 'শুভস্য শীঘ্রম্'। ..

আজই সেই শুভদিন। যূপকাষ্ঠে কুলীন কন্যার বলিদান হইবে। বৃদ্ধবর মোটর চড়িয়া মালাচন্দন পরিয়া সটা করিয়া বিবাহ করিতে আসিলেন। বরযাত্র কন্যাযাত্রের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইল। বিবাহ আরম্ভ হইল। মন্ত্রপাঠ হইল। বর ছাঁদনাতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি সহকারে বরণ, 'সাতপাক' সব হইয়া গেল। দুই একটি কোমল হস্তের মধুর কানমলা বহুদিনের শুষ্ক কাঠে তড়িৎ সঞ্চার করিয়া দিল। ঐ 'বর বড় না কনে বড়' হইয়া গেল। ঐ মস্তকে বস্ত্রাচ্ছাদন পড়িল—কে একজন গ্যাসের আলোটি উচু করিয়া ধরিল। অধীর মন শান্ত হও, এইবার ভাল করে' চেয়ে দেখ।

এ কি !!! 'স্বপ্নোনু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু !' একি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম !

এ কি হইল ! মুহূর্ত্তে বরের মনে হইল যেন পদতলে বসুমতী কাঁপিয়া উঠিলেন ! একটা উষ্ণরক্তস্রোত উন্মত্ত আবেগে আপাদমস্তক ছুটিয়া গেল, হৃদয়ের স্পন্দন থামিয়া গেল, সব স্নায়ু যেন শিথিল হইয়া আসিল। হায় হায়, এ কি হইল ! 'এত নয় সে মনচোরা'। যে নাম স্মরেন্নিত্যং করিতে করিতে—যে মুখ দেখিতে দেখিতে, যে রূপ জ্যোৎস্নায় স্নান করিতে করিতে জীবনের বাকী কয়টা দিন 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিবেন ভাবিয়াছিলেন, এ ত সে নয় ! কল্পনার রঙ্গিন তুলিকায় যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সে মূর্ত্তি এমন হইবে কেন ? তুলনায় বড়ই কুৎসিৎ লাগিল। কোথায় দেখিবেন—

> কৃশাঙ্গী, যৌবনবতী, বিম্বাধরা, মুকুলদশনা
> কৃশমধ্যা, নিম্ননাভি, সচকিত হরিণী নয়না
> স্তনভরে স্তোকনম্রা, শ্রোণীভরে অলসগমনা ।

না—এ কি ? এ যেন মূর্ত্তিমতী বিভৎসতা। তাঁহার মনে হইল যেন বিকটদশনা, লোলরসনা, করালবদনা এক শিবানুচর-পত্নী তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। বর নির্ব্বাক্, স্তম্ভিত, মূর্চ্ছিত বজ্রাহত। তাঁহার প্রাণের অন্তস্থল হইতে একটি দারুণ দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া অনন্তশূন্যে বিলীন হইয়া গেল। এখন উপায় ! মুহূর্ত্তে জ্ঞান হইল, বুদ্ধি জোগাইল। হঠাৎ তাঁহার বাহিরে যাইবার প্রবল আবশ্যকতা বোধ হইল ! কোনরূপে ছুটি লইয়া বাহিরে আসিলেন। মাথার মুকুট খসিয়া পড়িল, গলার নির্ম্মাল্য একটানে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া এক লম্ফে বর মোটরে উঠিয়া হাঁকিলেন "হাঁকাও"।

ভোঁ ভোঁ মটর ছুটিল। যে দুই চারিজন বরযাত্র তখনও গৃহাভিমুখী হন নাই, তাঁহারা বন্ধুর পলায়নের কারণ কিছুই না বুঝিয়া ভীত, চকিত, সন্ত্রস্ত হইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। চারিদিকে একটা সোরগোল উঠিল 'বর পালায়' 'বর পালায়'। কন্যাপক্ষ ব্যাপার বুঝিলেন। তাঁহারা "ধর্, ধর্, বর পালায়" বলিয়া ছুটিলেন। কেহ অশ্বে কেহ রথে কেহ পদে ধায়। কেহ গাড়ীতে, কেহ সাইকেলে, কেহ বা দ্রুত ধাবনে বর ধরিতে ছুটিলেন।

এইবার দস্তুরমত রেস্ আরম্ভ হইল। ছুট্ ! ছুট্ ! ছুট্ ! মোটর চালক অচেনা পথে, আরোহীর প্রবল তাড়নায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া মোটর চালাইয়া একেবারে গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত। আর পলাইবার পথ নাই। এমন সময় মাথা খাইতে পশ্চাতে অদূরে সেই 'ধর্ ! ধর্ ! ধর্ !' রণকোলাহল করিতে করিতে সমাগত শত্রুপক্ষ। ঘণ্টা, তুড়ী ভেরী বাজিয়া উঠিল, ঝন—ন্—ন্—ন্, ভোঁক্ ভোঁক্, কড়—ড়্—ড়্, কড়্‌কড়্-ড়্,—ধরিয়া ফেলে আর কি। ধরিলেই বন্দী। 'শতনাগিনীর পাশে বাঁধি বাহু দিয়া' যাবজ্জীবন সেই রাক্ষসী বন্দী করিয়া রাখিবে। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি না।

সম্মুখে রক্তবসনা বিপুলরঙ্গা কূলপ্রসারিণী শ্রাবণগঙ্গা কলকলনাদে সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণের মায়া ছাড়িয়া বৃদ্ধ বর বেগবতী ভাগীরথী বক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। নিশি দ্বিপ্রহর, গভীর অন্ধকার। আকাশে চন্দ্র নাই, তারকাও নাই। হৃদয়েও তেমনি অন্ধকার। নিরাশার আঁধার, হতাশার আঁধার। বর ভাসিয়া চলিল।

অনুসরণকারীরা আসিয়াছিলেন—শিকারান্বেষণে, প্রাণভয়ে পলায়িতকে ধরিবেন কি করিয়া ? শুনিলেন মাত্র ঝপাং করিয়া একটি শব্দ, দেখিলেন শূন্য মোটর, 'পাখী উড়ে গেছে সাগরের পার।'

পরদিন প্রাতঃকালে বিবাহবাটি হইতে বহুদূরে গঙ্গাতীরে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ এক বৃদ্ধকে অজ্ঞানাবস্থায় কয়েকজন লোক জল হইতে টানিয়া তুলিল। ইনিই সেই ভাবীপত্নীভয়ে পলায়িত বৃদ্ধ বর। হায়—

> অমিয় সাগরে সিনান করিতে কেবলি গরল ভেল
> সখি এ মোর কপাল গুণে।

* * * * *

পাঠক, ইহা গল্প নয়—সত্য ঘটনা। গত বৃহস্পতিবার সত্যসত্যই এ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। "নিউ এম্পায়ার" নামক ইংরাজী পত্রে একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই বিস্ময়জনক বিবাহ বিভ্রাট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

স্থানীয় সংবাদ ।

ঋতুর অবস্থা ;—ক্ষণেক রৌদ্র, ক্ষণেক বৃষ্টি শরতের মেঘের লুকোচুরি চলিয়াছে। পূবে হাওয়া রোগের বীজাণু ছড়াইয়া বেড়াইয়া ছে।

স্বাস্থ্য ;—ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার বিজয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। এণ্টি ম্যালেরিয়াল সোসাইটীগুলি এখনও পয়সার খোঁজ করিতেছেন, এদিকে নালায় ডোবায় মশকের বংশবৃদ্ধির ধূম দেখে কে ?

কৃষির অবস্থা ;—এবার মোটের উপর গতিক ভাল নয়। অনেক জমীতে আদৌ জল লাগে নাই। কোথাও বা দেরীতে রো লাগিলেও, শেষ রক্ষায় ফল নাই।

কাল্‌না গঞ্জের বাজার দর ;—ধান্য কল্‌মা ৪।০-।৶০, ঝিঙ্গে ৪৶০-৸০ ; চাউল কল্‌মা ৭৶০-॥০ ঝিঙ্গে ৭।০-৸৶০ ; কালি কলাই ৫৲-৫।০ দেশী কলাই ৫৸০-৬৲ কানপুর ৬০ ; কৃষ্ণমুগ ৬৲ সোনামুগ ৭৲ ; ছোলা ৪৲-৪৶০ ; আলু ৫॥০-৸০ ; গুড় ৮॥০-৯৲। ধান্য চাউল অধিক বিক্রয় নাই, আমদানীও নাই।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

চরকার গান ও খাদি প্রতিষ্ঠানের কার্য্যবিবরণী ও হিসাব। আমরা উপরোক্ত দুইখণ্ড পুস্তিকা পাইয়াছি। চরকার ভিতর বাহির উভয়ই সুন্দর।

প্রজাবাহিনী। মৌলবী মোহাম্মদ এছাহক সম্পাদিত নূতন সাপ্তাহিক "প্রজাবাহিনী"র প্রথম সংখ্যা পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আমরা নবীনা সহযোগিনীর দীর্ঘ জীবন ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

পল্লীর ব্যথা।

আগে আমাদের দেশে village-community বা গ্রাম্যমণ্ডলী ছিল। এই গ্রাম্যমণ্ডলীর সুখ্যাতি প্রাচ্য প্রতীচ্যের বহু মনীষীই করিয়াছেন। তখন কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত স্বায়ত্ত শাসন যে কি জিনিষ, সে বিষয়ে গ্রামবাসীদের একটা ধারণা ছিল, কিন্তু কালক্রমে ইংরাজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে সব ওলোট পালোট হইয়া গিয়াছে।

মোগলের আমলেও গ্রামে গ্রামে স্বায়ত্ত-শাসনের যে ভিত্তি ছিল, গণতন্ত্রবাদী সুসভ্য ইংরাজ শাসনে ঘটনা তাহার বিলোপ সাধন হইল। সমষ্টির স্বার্থের জন্য ব্যষ্টির স্বার্থ বলিদান দিবার যে শিক্ষা গ্রামবাসীগণের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, ব্যবসাদার জাতির আদর্শে তাহার লোপ হইল—ক্রমশঃ ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ হইল।

স্বাধীন ব্যষ্টির পরস্পর সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্যমণ্ডলীগুলি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকায় স্বাবলম্বী হইতে শিখিয়াছিল। তখন যদি ঐ সকল গ্রাম্যমণ্ডলীকে ধ্বংস হইতে না দিয়া আইনে তাহাদের অস্তিত্ব ও অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইত, এবং ক্রমে সেই বিচ্ছিন্ন অথচ পরিপূর্ণ পল্লীমণ্ডলীগুলিকে এক রাষ্ট্রীয় মহাশক্তির অধীনে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাষ্ট্রীয় শাসন সৌধ সংগঠিত করা হইত, তবে আজ ইউনিয়নবোর্ডগুলিকে সফল করিবার জন্য আদৌ বেগ পাইতে হইত না।

পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ আজ যে democracy র বড়াই করিতেছেন, তাহা ঐ গ্রাম্যমণ্ডলী-democracy র নিকট যে কত ক্ষুদ্র, সে কথা বুঝিবার দিন আসিয়াছে। পাশ্চাত্যের democracy ধনী ও শ্রমজীবির অসামঞ্জস্য ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া উভয় শ্রেণীর বিপরীত আকর্ষণে আজ তাহার অস্তিত্ব যায় যায় হইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর বেতনভুক্ পরাধীন দাস শ্রমজীবিগণ আপন শক্তির পরিচয় পাইয়া পাশ্চাত্য সমাজকে টানিয়া ছিঁড়িয়া নূতন করিয়া গড়িতে উদ্যত হইয়াছে। আজ পাশ্চাত্যের বড় আদরের—বড় গরবের democracy ও culture সভ্যতা তথা রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সম্মুখে কি বিভৎস চিত্রই না ঝুলিতেছে !!

নিজের জিনিসকে সব চেয়ে বড় করিয়া দেখা ইংরাজ জাতির একটি মহৎগুণ। এই চশমায় ঢাকা চক্ষুতে নব ভারত বিজয়ী ইংরাজ গ্রাম্য মণ্ডলীতে এই অপূর্ব্ব রাষ্ট্রীয় ভিত্তি দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাদের অবহেলায় পল্লীর সনাতন পদ্ধতি উঠিয়া গেল। ফলে আমাদের গ্রাম্য শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন সবই ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। আমরা আর কাহাকেও ভালবাসিতে হয় বলিয়া ভালবাসিতে পারিলাম না—পিতা মাতা ভাই বন্ধু গুরু পুরোহিত আত্মীয় স্বজন সকলেরই দাবী ভুলিয়া গেলাম। নীচ স্বার্থপরতার দাস হইয়া সর্ব্বনাশকে ডাকিয়া আনিলাম।

উড়ো-পাখী।

[গল্প]

[শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়]

(৪)

ময়নার কিশোরীকণ্ঠের করুণ সুর, সঙ্গীতের বাক্য-বিন্যাস, অনাথিনীর করুণা ভিক্ষার বেদনা বহন করিয়া মৃন্ময়ীর স্নেহার্দ্র বক্ষে প্রবলভাবে আঘাত করিতে লাগিল। মমতার প্রতিমূর্ত্তি মৃন্ময়ী সে অনুভূতির তীব্র ব্যথা সহ্য করিতে পারিল না। পতনোন্মুখ অশ্রু রোধ করিয়া পাকশালা হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল ও মনে মনে ভাবিল,—সত্যই কি ময়না 'পথভোলা' পথিকের মতই আমাদের সংসারে আসিয়া অতিথ হইয়াছে ?

পুনঃপুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও ময়নার কণ্ঠস্বর অনেক স্থানে বাক্সের সহিত সুরসংলগ্ন হইতেছিল না; তজ্জন্য সে বড় বিরক্তি বোধ করিতেছিল। তাহার উপর 'বুলু' অর্গানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডান হাতে 'লজেঞ্জ' চুষিতে-ছিল ও বাঁ হাতের একটা আঙ্গুল দিয়া 'তারার' সূক্ষ্ম-সুরের পরদা টিপিয়া পিক্ পিক্ শব্দ করিতেছিল ও নিজের বাজনায় নিজেই মোহিত হইয়া 'হি হি' করিয়া হাসিয়া আকুল হইতেছিল। বারম্বার বুলুর দ্বারা বাধা পাইয়া ময়না অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়া বলিল—"এই বুলু ! সরে যা বল্‌ছি—" বুলু লাফাইতে লাফাইতে বারান্দায় চলিয়া গেল ও গঙ্গাবক্ষে আলোক শিখার নৃত্যলীলা লক্ষ্য করিয়া নিজ মনে বকিতে লাগিল—"ব-য়ে আকার ব-য়ে আকার বাবা। ম-য়ে আকার ম-য়ে আকার মামা।" ময়না নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় গাহিতে লাগিল—

"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি—"।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই হেমন্ত খট্ খট্ জুতার শব্দ করিয়া নিম্নতল হইতে দ্বিতলে উঠিয়া আসিল ও ময়নার সম্মুখে গিয়া বলিল—"ইউ ব্লু ব্ল্যাক্ ! থাম্ বল্‌ছি। আর কাকে শালিকের ঝগড়া বাধাতে হবে না।"

ময়না হেমন্তর কথার তাৎপর্য্য ভালরূপ বুঝিতে পারিল না। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—"থাম্‌বো না, তোর কি ?"

"তবে দেখবি মজা!—" হেমন্ত ময়নার লম্বা বেণী-টাকে উঁচু করিয়া ধরিয়া, সাপ খেলাইবার অভিনয় ভঙ্গি করিতে করিতে বলিল—"কেয়া মজেদার সাঁপ্ কা খেল্ দেখো বাবু ! বস্—ফোঁস্, ফোঁস্, ফোঁস্—" ময়নার মুখের উপর বেণীটাকে উল্‌টাইয়া ফেলিয়া দিয়া হেমন্ত সরিয়া দাঁড়াইল। তদ্দর্শনে বুলু হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে ময়নার সম্মুখে আসিয়া লাফাইতে লাগিল। রাগে ময়নার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। সশব্দে অর্গানের ডালাটাকে বন্ধ করিয়া এক লম্ফে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"হতচ্ছাড়া ছেলে কোথাকার ; দিন-রাত্তির আমার পিছনে লেগে আছেন ! ব'ল্লেই হয়—আমাদের বাড়ীথেকে দূর হয়ে যা !" সঙ্গে সঙ্গে মৃন্ময়ী গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিল—"কি হ'য়েছে রে ময়না !" ময়না তখন নিঃশব্দে চোখের জল মুছিতেছিল। আর হেমন্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে সত্যই আজ বড় অপ্রতিভ হইয়াছে। কারণ, আজ পর্য্যন্ত তাহার রহস্য বিদ্রূপে কোন দিনই ময়না এমন গুরুতরভাবে অপরাধ লইয়া চোখের জল ফেলে নাই ; কৃত্রিম ক্রোধে অনুযোগ করিয়াছে মাত্র। তাই হেমন্ত আজ নিজেকে প্রকৃত অপরাধী স্থির করিয়া লজ্জায় মুখ লাল করিয়া ময়নার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। গৃহ প্রবেশ করিতে করিতে মৃন্ময়ী ময়নার সব কথাই সুস্পষ্ট শুনিয়াছিল, এবং তাহাতে ময়না যে একজন পরের বাড়ীতে একটা উপযাচক আগন্তুকের মতই অবস্থান করিতেছে, এই স্মৃতিটাকে হেমন্ত দুর্ব্ব্যবহারে তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া দিয়াছে, ইহাই যে আক্ষেপ করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে, তজ্জন্য মৃন্ময়ী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। কারণ, তাহার ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ময়না বুঝি তাহার শিশুস্মৃতি সমস্তই বিস্মৃত হইয়া একান্তই মৃন্ময়ীর আপন হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য মৃন্ময়ী সন্দেহে নিজের স্নেহের দৈন্যকেই সম্পূর্ণ দায়ী করিল। কিন্তু অপরে বলিবে,—না, একেবারেই ভুল ! মৃন্ময়ীর স্নেহের দীনতা নাই, কার্পণ্য নাই, তাহা সংস্র-মুখী বন্যার মত অবিচারে দুকূল ভাসাইয়া দেয়।

হেমন্ত ও ময়না উভয়কেই নীরব দেখিয়া মৃন্ময়ী বলিল—"কি হ'য়েছে রে বুলু ?"

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার স্বরাজ্যদলের কার্য্যকরী সমিতির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন।

নব্য তুর্কী নায়ক কামাল পাশা তাঁহার নব-বিবাহিত পত্নী ত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, জীবনে আর কখনও বিবাহ করিবেন না। তিনি পত্নী লতিফা হানুমকে ৫০০৫০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন।

বাল্যের অনিয়ত অত্যাচারে
আজ যৌবনের দ্বারে বসিয়া
ভাবিলে কি হইবে ?

আর ভাবিতে হইবে না।
বাদশাহগণের পরীক্ষিত সঞ্জীবনী

তিলাই আকবরী
আকশীর আজাম।

বৃদ্ধের শরীরেও বিদ্যুৎ সঞ্চার করে।

যাঁহারা যৌবনে হতাশ হইয়াছেন, একবার পরীক্ষা করুন। সমস্ত চিঠিপত্র গোপনে রাখা হয়। মূল্য ৩।০ তিন টাকা চারি আনা মাত্র।

ম্যানেজার—কাদরী এণ্ড কোং
আগরা (ইউ পি)
KADRI & CO, AGRA (U P)

পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন সম্পাদিত
শ্রীমদ্ভাগবত

আবার সম্পূর্ণ নূতন ভাবে নূতন সংস্করণ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছেন। এবার গ্রন্থ সম্পাদন এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। এ গ্রন্থের বেশী পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। সত্বর গ্রাহক হউন। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য
শ্রীভাগবত প্রেস
শ্রীভাগবতাশ্রম, কোঁড়ারবাগান, হাওড়া।

২য় বর্ষ] **বাণী** [সডাক বার্ষিক ১।০ মাত্র
(জেমসেদপুরের একমাত্র মাসিক পত্রিকা)

বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক চর্চ্চাই বাণীর বিশেষত্ব। ছেলে ভুলান বাজে গল্পে বাণীর পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হয় না। নিপুণ হস্তের আদর্শগল্পই বাণীতে প্রকাশিত হয়। সমাজ ও জনহিতকর চিত্রই বাণীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে। অনেক প্রবীন লেখক লেখিকা বাণীসেবায় নিযুক্ত।

বিজ্ঞাপনদাতার অপূর্ব্ব সুযোগ ! কারণ নানা রকমের লোক জেমসেদপুরে বাস করেন, সকলেই যথেষ্ট উপার্জ্জনও করেন, সুতরাং যে কোন জিনিষের বিজ্ঞাপন দিলে নিষ্ফল যাওয়া অসম্ভব। আমাদের দরও নাম মাত্র। প্রতি মাসে পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৲, সিকি ২৲ টাকা।

বিনীত—
ম্যানেজার—বাণী
জেমসেদপুর।

নবযুগের নবতন্ত্রের মাসিক পত্র
বিকাশ
পাঠ করিয়াছেন কি ?

বাঙ্গলার নবযুগের স্পন্দন ইহাতে পাইবেন। নবীন প্রবীণ লেখক লেখিকাগণের সরল রচনাবলিতে "বিকাশ" বিকশিত।

সম্পাদক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
বার্ষিক মূল্য—৩৲
১১০।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাগলের অভূতপূর্ব্ব চিকিৎসা, বহু স্বর্ণপদক ও প্রশংসাপত্রপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ (Specialist) যাঁহারা হতাশ হইয়াছেন একবার চেষ্টা করুন। মফঃস্বলেও যাওয়া হয়।

কবিরাজ শ্রীঅন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী কবিভূষণ
৭৯ নং নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চেক দাখিলা

কাল্‌না বিশ্বম্ভর প্রেসে খাজনা আদায়ের চেক দাখিলা সর্ব্বদা সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ ও বলয়োপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহা কাল ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত—
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

PUBLISHED ANNUALLY
THE
LONDON DIRECTORY

with provincial & Foreign Sections, enable traders to communicate direct wiht

MANUFACTURERS & EDALERS
in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe, The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

XPORT MERCHANTS
with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied ;

STEAMSHIP LINES
arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

—:*:—

One inch BUSINESS CARDS of Firm desiring to extend their connections, or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES
can be printed at a cost of £ 1 10 s 0d for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £ 2 to £ 16

—:*:—

A copy of the directory will be sent by parcel post for £ 2 nett cash with order.

—:o:—

THE LONDON DIRECTORY CO. LD.
25 Abchurch Lane, London, E. C. 4.
England
BUSINESS ESTABLISHED in 1814,

কাল্‌নার কবিরাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার মল্লিক কবিরত্নের ম্যালেরিয়া ও কালাজরের প্রসিদ্ধ মহৌষধ—
Registered **নবজীবন** রেজিষ্টারী করা
মূল্য ৮ আঃ শিশি ॥০ আনা।

কাল্‌না মহকুমার নিম্নলিখিত স্থানে বিক্রয় হয়—
পূর্ব্বস্থলী···বাবু ভবানীপ্রসাদ দাঁড়া মহাশয়ের
মধ্যমগ্রাম···বাবু রমাকান্ত চৌধুরী [দোকান।
সাতগেছিয়া হাটতলা···শ্রীএককড়ি মোদক।
কাকুঁড়িয়া···শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস।
বোহার···শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহা।
নাদনঘাট···শ্রীরামলাল রুদ্র।
দোগেছিয়া···বাবু অনুকূলচন্দ্র রায় চৌধুরী।
ধাত্রীগ্রাম হাটতলা···শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ কোঙার।

বাসনের দোকান।

দি গ্র্যাণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

জগদ্বিখ্যাত খাগড়াই ও পিতল কাঁসার সর্ব্বপ্রকার বাসন খুচরা ও পাইকারী কাল্‌নার বাজার অপেক্ষা অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। পুরাতন বাসনও কাল্‌নার বাজার অপেক্ষা বেশী দরে খরিদ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বিনামূল্যে সর্ব্বত্র বাসনের দরের তালিকা পাঠাইয়া থাকি।

৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়
শ্রীআমীরচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
৺মহিষমর্দ্দিনীতলা—কাল্‌না।
গঙ্গার ধার—(জেলা বর্দ্ধমান)

গোল আলুর বীজ

যদি আলুর চাষের উন্নতি এবং আলু বড় ও পরিমাণে বেশী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নেপাল ও সিকিমদেশ হইতে আমদানি দার্জ্জিলিংয়ের আলুর বীজ খরিদ করুন এই আলুর চোখ বজায় রাখিয়া কাটিয়া ৪।৫ খণ্ড করিয়া বসান চলে। ঐ সকল বীজ উচিত খরিদ মূল্যের উপর ফি টাকায় ./০ আনার হিসাবে কমিশন, লইয়া আমি সর্ব্বত্রে চালান করিয়া থাকি ; অবশ্য প্যাকিং ইত্যাদির খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

এতদ্ব্যতীত দার্জ্জিলিংয়ের উৎকৃষ্ট চা, বড় এলাচ গাভীর ও মহিষের মাখন এবং ঘৃত ; ভূটান ও নেপাল দেশের প্রস্তুত কম্বল, চাদর প্রভৃতির জন্যও অর্ডার দিলে উক্ত হিসাবে কমিশন লইয়া সরবরাহ করিয়া থাকি।

বিশেষ বিবরণ জন্য পত্র লিখুন।

শ্রীফণিভূষণ মল্লিক,
জেনারেল মার্চেণ্ট ও অর্ডার সাপ্লাইয়ার
দার্জ্জিলিং বাজার

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন

মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

১২৮৫ সালে স্থাপিত।

হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বরদা, পাতিয়ালা, ইন্দোর, কাশ্মীর, যোধপুর, ভরতপুর, কাশী, গোয়ালিয়র, কোলাপুর, বলরামপুর ইত্যাদি প্রদেশের নৃপকুলবৃন্দ পৃষ্ঠপোষিত—

সাধারণ দুরারোগ্য রোগের

কতিপয় পরীক্ষিত মহৌষধ।

অমৃতাদি কষায়

সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের পাচন।
এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১৵০ আনা।

কাঞ্চন ঘৃত

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।
এক পোয়া ৫৲ টাকা; ডাকে ৫৸৵০ আনা।
অর্দ্ধপোয়া ২॥০ টাকা; ডাকে ৩৵০ আনা।

কনকাষ্টক

ক্রিমিরোগের অমোঘ মহৌষধ।
এক কৌটা ১৲; ডাকে ১।০ আনা।

কর্পূরাসব

প্রবল উদরাময় ও ওলাউঠার মহৌষধ।
এক শিশি ॥০ আনা; ডাকে ৸৵০ আনা।

কুটজাসব

রক্তাশাশয় ও জ্বরসংক্রান্ত জ্বর, শোথ, অরুচি, উদরে বেদনা ইত্যাদি প্রশমিত হয়।
এক শিশি ২৲; ডাকে ৭৸৵০ আনা।

ক্ষতান্তক তৈল

দুষ্টক্ষত, নালীঘা, কাণে পূয, নারাঙ্গ ঘা, বালকদিগের খোসপাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের আশুফলপ্রদ ঔষধ।
এক শিশি ১৲; ডাকে ১।৵০ আনা।

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি উপদ্রবের মহৌষধ।
এক শিশি ১৲; ডাকে ১।৵০ আনা।

দশনকান্তি চূর্ণ

দাঁতের গোড়া ফোলা বা ব্যথা হওয়া, দন্তবেষ্টের রক্ত ও পূযাদি স্রাব বন্ধ করিতে অদ্বিতীয়।
এক কৌটা ।০ আনা; ডাকে ৸০ আনা।

* * * *

নিবেদন —

অর্ডার পাঠাইবার সময় স্বীয় নাম ও ঠিকানা খবর স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

ডাক্তারদের মতদ্বৈধ হইলে তখন কি করিবে?

নিশ্চিন্তমনে সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ বাটলীওয়ালার এগু মিকশ্চার এবং এগু পিল ব্যবহার করুন। ডেঙ্গু প্রভৃতি সকল জ্বরে ও ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ।

আই, এম, এস ডাক্তারদের প্রশংসিত। অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল আফ্রিকায় সুপরিচিত

বিভিন্ন ভারতীয় প্রদর্শনীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পুরস্কৃত। ইহা একরূপ চলতি মুদ্রার মত। সাড়ো-য়ারীরা পর্য্যন্ত টাকা দাদন দিতেছেন। এধু দরিদ্র নয়, মধ্যবিত্তদেরও ইহাই মহোপকারী। জলযাত্রা, রেলযাত্রা সর্ব্ব সময়ই ইহাকে সঙ্গে রাখাই দরকার।

"বাটালীওয়ালার বাল্যামৃত অথবা টনিক সিরাপ সর্দ্দি কাশীর মহৌষধ। জ্বর, ঘামর, কে-ওয়া দূর করিয়া ও শ্লেষ্মা শুখাইয়া দিয়া শরীরকে অচিরে সুস্থ করে। ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

এজেণ্টগণকে উচ্চ হারে কমিশন দেওয়া হয়। মূল্য তালিকার জন্য আবেদন করুন।

ডাঃ এইচ এল বাটলীওয়ালা সন্স এণ্ড কোং লিমিটেড

সায়ানী রোড, কাডেল রোড পোঃ, বোম্বে নং ১৪

Dr. H. L. Balliwala Sons & Co Lmd, Sayani Road, Po Cadel Road, Bombay, No 14
Telegraphic Address—CAWASHAPUR BOMBAY

শক্তিসামর্থ্য ও পুরুষত্ব বৃদ্ধির মহৌষধ

অর্কতিহিম্মি

এই ঔষধ সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ ফ্রানস্ সাহেব প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ঔষধ দুই ফোঁটা মাত্র পান করিলে আধঘণ্টার ভিতর এত শক্তি ও উত্তেজনার সঞ্চার হয় যে, তাহা রোধ করা মুস্কিল হইয়া পড়ে। সে যতই দুর্ব্বল বা বৃদ্ধ হউক, এক এক ফোঁটা এই ঔষধের গুণ দশ ফোঁটা করিয়া বিশুদ্ধ রক্ত জন্মাইয়া পূর্ণ যৌবনের শক্তি ফিরাইয়া আনিবে।

প্রস্রাবের সহিত সাদা ধাতুপাত, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, এমন কি শিরঃপীড়া, শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা সমস্তই বিদূরিত হয়। স্ত্রীলোকের যাবতীয় গুপ্ত রোগ এমন কি গর্ভপাত প্রভৃতির ইহা অমৃতস্বরূপ। মূল্য—১ শিশি ৩৷০ টাকা ৪ শিশি ১২৲।

মহম্মদ শফীক এণ্ড কোং আগরা (ইউ, পি,)

Mahammad Safiq & CO, Agra [u. p.]

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু যাহারা জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছে, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, জীর্ণ জ্বর, বহুমূত্র, বাত, হিষ্টিরিয়া, পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছে তাহারা বাঁচিতে পারে। পরীক্ষা করুন আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটেনের আবিষ্কৃত তাড়িৎ শক্তিবলে প্রস্তুত **"ইলেকট্রিক সলিসন"** ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ডাকমাশুল সমেত ২॥০ টাকা।

ম্যালেরিণ

নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, কম্পজ্বর, মজ্জাগত জ্বর, পালাজ্বর, কুইনাইনের আট-কান জ্বর প্রভৃতি জ্বরের মহৌষধ। যাহারা অন্য কোন ঔষধে ফল পান নাই তাহারা "ম্যালেরিন" ঔষধের আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে।

ব্যবহার করুন আশু ফল পাইবেন। ইহার বিশেষ গুণ এই যে জ্বর বিজ্বর সকল অবস্থায় সেবন করা যায়। মূল্য প্রতি শিশি মাশুলাদি সমেত ১॥০ টাকা।

সোল এজেণ্ট ডাক্তার—ডি; ডি; হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ কলিকাতা ও কলিকাতার প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

৩৯৯ নং কর; ডিঃ রাধারমণ ঘোষ, দেঃ এলাহি সেখ দীঃ, দাবী ৫০॥৵০; থানা কাল্নার সামিল শিব নপাড়া সীমানায় ৩৵০ বিঘার কাত ৮৵০ টাকা জমা আং ৩৫৲

৪০৪ নং কর; ডিঃ সেখ রহিম বক্স, দেঃ এলাহী সেখ, দাবী ৩৮৸১; থানা মন্তেশ্বরের সামিল টৈতন্য-পুরের সীমানায় ২৵০ বিঘার কাত জমা ৩৲ আং ২০৲

৪০৬ নং কর; ডিঃ ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় দীঃ, দেঃ সেখ গোলাম রব্বানী, দাবী ২৫৴১০; থানা কাল্নার সামিল মোকামতলা গ্রামে ডোবা ও বাগান ১।০ বিঘা জমা ২১ আং ১৫৲

৪০৭ নং কর; ডিঃ ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় দীঃ, দেঃ সেখ গোলাম রব্বানী, দাবী ১০৷৵৫; থানা কাল্নার সামীল মোকামতলা সীমানায় ৴৩ কাঠা বাস্তু খাজনা ॥০ আনা আং ৫৲

৪৩০ নং কর; ডিঃ নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী, দেঃ খোনজান সেখ দীঃ, দাবী ২৮৷৵১০; থানা কাল্নার সামীল মোকামতলা সীমানায় ৫৵০ বিঘার কাত খাজনা ৪.৫॥ টাকা আং ২০৲

৪৩১ নং কর; ডিঃ চাঁদমতন নেছা বিবি দিঃ, দেঃ নাবালক আবদুল গণি দিঃ, দাবী ৭৮॥৵৫; থানা কাল্না সামিল চৌধুরিয়া সীমানায় ৪৸০ বিঘার কাত ৮॥০ টাকা জমা আং ২০৲

৪৩৮ নং কর; ডিঃ প্রভাবতী দেবী. দেঃ ভূষণচন্দ্র ঘোষ, দাবী ৩৮॥০; থানা মন্তেশ্বরের সামিল মালতীপুর সীমানায় ২৷০ বিঘা জমা ৫৲ আং ২০৲

৪৬৬ নং কর; ডিঃ শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী, দেঃ তুফুলদ নাজির দীঃ, দাবী ৭১॥৵৫; থানা কাল্নার সামিল কাঁকুড়ে সীমানায় ২॥০ বিঘার কাত ৯০৮ = আং ৪০৲

৪৬৯ নং কর; ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ চৌধুরী, দেঃ নাবালক কমলাকান্ত গোস্বামী পক্ষে উকীল দীনবন্ধু বসু দাবী ২১॥০; থানা মন্তেশ্বরের সামীল পাতুন গ্রামে ৸০ কাঠা জমা ১৵৫ টাকা আং ১২৲

৩২ নং মণি; ডিঃ নকুড়চন্দ্র সাঁই, দেঃ গোষ্ঠবিহারী গড়াই, দাবী ৪৯৪॥৵০; থানা কাল্নার সামিল নাদন-ঘাটের সীমানায় ৫ দাগে মোট ৮॥২ বিঘা জমা ৯৶৬ টাকা আং মোট ১৫০৲

১৩১ নং মণি; ডিঃ উমেদ মোল্লা দিঃ দেঃ আবদর রহিম মণ্ডল, দাবী ২৫৩৷৶৫; থানা মন্তেশ্বর সামিল কুলে সীমানায় ২১৷৩৸০ বিঘা দেনীর অংশ ।৶১১ আনা আং ১০০৲

১৬৩ নং মণি; ডিঃ অনাদিনাথ দত্ত. দেঃ প্রমথনাথ বসু, দাবী ২১৮৷৵১০; মৌজে কোঁকাইয়ের সীমানায় ৩ লাটে মোট ৬৵০॥৵০ বিঘার কাত ৩৯৸৫ টাকা জমা খাজনার অংশ রকম ।০ আনা আং মোট ১৫০৲

১৮১ নং মণি; ডিঃ নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেঃ একাত সেখ, দাবী ২৭৮॥৵৫; থানা কাল্নার সামিল বিজয়গঞ্জ সীমানায় ৩॥০ বিঘা জমা ৪॥০ টাকা আং ২৫৲

২১৬ নং মণি; ডিঃ বাবলাপাড়া কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, দেঃ নিত্যানন্দ গোস্বামী, দাবী ৬৬৷১৫; থানা কাল্নার সামীল বাবলাপাড়া সীমানায় ২ দাগে মোট ২৶৩ বিঘা ইহাতে দেনাদারের অংশ ।০ আনা আং মোট ১০৲

২১৮ নং মণি; ডিঃ কাজি ফকির আহম্মদ ওরফে নসিরউদ্দীন আহাম্মদ, দেঃ নাবালক ভজরাম দেঁড়ী দিঃ পক্ষে উকীল নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দাবী ১১৯॥৵১০; থানা কাল্নার সামিল ভোলগুনা আয়মা-পাড়া সীমানায় ২ দাগে মোট ৫৷২ বিঘা জমা ৩২৸০ টাকা আং ৪৫৲

২৩২ নং মণি; ডিঃ সর্ব্বদাস ভট্টাচার্য্য, দেঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সেন, দাবী ৯৩৪॥৶১০; থানা পূর্ব্বস্থলীর সামিল ঝাউডাঙ্গা সীমানায় ১০ দাগে মোট ৫৪৴৩ বিঘার কাত জমা মোট ১১৯৶১০ আং মোট ২১৫৲

২৪০ নং মণি; ডিঃ সন্তোষ মজুমদার, দেঃ করমেশ দাস দিঃ দাবী ৩০৩৷৶১০; থানা পূর্ব্বস্থলীর সামীল নাসিরাড়া সীমানায় ৪ দাগে মোট বাস্তবাটী ৸০ কাঠা তদন্তর্নিহিত সবাদি লাখরাজ ও পুষ্করিণী ইত্যাদি আং মোট ২২৫৲

২৪১ নং মণি; ডিঃ বর্দ্ধমানরাজ, দেঃ ক্ষীরদাসুন্দরী দেবী, দাবী ১৩৶০; কাল্নার লাখরাজ মহলে ৴২ কাঠা জমা ১৲ আং ২৲

২৪৬ নং মণি; ডিঃ নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়. দেঃ এসমাইল সেখ দীঃ, দাবী ৬৮৶১৫; কাল্নার সামীল বিজয়গঞ্জে ১৵০ বিঘা বাস্তু খাজনা ১॥০ টাকা তদস্থিত ঘরাদি আং ২৫৲

২৪৭ নং মণি; ডিঃ নৃসিংহচরণ নন্দী চৌধুরী, দেঃ লক্ষ্মণি দাসী দীঃ, দাবী ২১॥৵৫; থানা পূর্ব্বস্থলীর মধ্যে গোবিন্দপুর সীমানায় ॥০ কাঠা বাস্তুর কাত জমা ২৵৫ টাকা আং ১৫৲

২৫৩ নং মণি; ডিঃ পাঁচুগোপাল সিংহ রায়, দেঃ ভূপতিচরণ দত্ত, দাবী ১১২৸৵০; থানা কাল্না সামিল রানপুর ও কাঁকুড়ে গ্রামের সীমানায় দেনীর অংশে নিঃ ৬॥২॥০ বিঘা লাখরাজ আং ৫০৲

২৭৫ নং মণি; ডিঃ সেখ রহিম বক্স, দেঃ তালুক সেখ দীঃ, দাবী ১৪॥৶১০; থানা মন্তেশ্বর সামিল রাই গ্রামের মধ্যে ১৵০ বিঘা খাজনা ২৷৵১০ আং ৫৲

২৬০ নং মণি; ডিঃ সতীশচন্দ্র সাহা, দেঃ সত্যদাস মজুমদার দীঃ, দাবী ৯৭৸১৫; থানা পূর্ব্বস্থলীর সামিল গঙ্গাপুরের সীমানায় বাস্তু ২৵০ বিঘা তদস্থিত ঘরাদি নিকর আং ৫০৲

২৬৬ নং মণি; ডিঃ অবিনাশচন্দ্র মণ্ডল দীঃ, দেঃ সুবোধগোপাল ভট্টাচার্য্য দিঃ, দাবী ২৬১।০; থানা কাল্নার অধীন ধাত্রীগ্রাম সীমানায় ৪ লাটে মোট জমী ও পাকা ইমারতাদি ও বাগান ৩॥২ বিঘা ইহাতে দেনীর অংশ—আং ১৪৫৲

২৭৩ নং মণি; ডিঃ বাজগাই খাঁ কাবুলী, দেঃ মাজু বিবি দিঃ, দাবী ৪৯।১০; থানা কাল্না সামিল গোয়াড়া সীমানায় ২৵০ বিঘার কাত হারহারী মতে ৩৲ আং ২৫৲

১৭৯ নং মর্গেজ; ডিঃ সারদাপ্রসাদ হাজরা, দেঃ তায়েবজান সেখ দীঃ, দাবী ৫১১॥৶৩; থানা মন্তেশ্বরের সামিল দাগুশেকর গ্রামে ৬৸০ বিঘা হারহারী খাজনা ৪॥৶০ টাকা আং ৭০৲

২৩৭ নং মর্গেজ; ডিঃ নরহরি দাসবৈরাগ্য, দেঃ মহেন্দ্রদাস বৈরাগ্য দীঃ, দাবী ১৫৬॥৯; থানা কাল্নার সামিল কাশিমপুর সীমানায় ২৴৪ বিঘার কাত খাজনা হারহারী ২॥৩৴১২ টাকা আং ৫০৲

২৭১ নং দেঃ; ডিঃ রামবিষ্ণু মণ্ডল, দেঃ নারায়ণ-চন্দ্র দে দিঃ, দাবী ৪২৯৲৯; থানা মন্তেশ্বর সামীল দাবাসন সীমানায় ২ দাগে মোট ১৴৩ বিঘা জমা ১৸৶০ আং ৭০৲

২৮১ নং মর্গেজ; ডিঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, দেঃ আশুতোষ সরক, দাবী ৩৭৪৸৩; থানা কাল্নার সামিল ধাত্রীগ্রামের সীমানায় ১৵০ বিঘা জমা ৩৲ আং ৫০৲

২৮২ নং দেঃ; ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, দেঃ প্রিয়নাথ দেজ, দিঃ, দাবী ৩১৩৸৵৬; থানা মন্তেশ্বরের সামিল দশরথপুর সীমানায় ৬৸৩ বিঘার কাত জমা ৮৷৵০ টাকা আং ১০০৲। ২। মুজফ্ফরনগর সীমানায় ৩৵০ বিঘা জমা ৩০ টাকা আং ৬০৲

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
মহাশয়ের আবিষ্কৃত

লাইমোডাইন

ডিস্পেপসিয়া (অজীর্ণ) ডায়রিয়া (দম্‌কা ভেদ) আমাশয় (শ্বেত ও রক্ত) কলেরা, পেটফাঁপা, পেট কামড়ান, চোঁয়াঢেকুর তোলা. ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য বা পাতলা দাস্ত প্রভৃতি যাবতীয় পেটের অসুখের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

এই ঔষধ যাঁহারা একবার ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা লিখিতেছেন—

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বাবুর অদ্ভুত আবিষ্কৃত 'লাইমোডাইন' ক্রমান্বয়ে চারি শিশি আনাইয়া আমার পরিজন মধ্যে ব্যবহার করিয়া সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়ায় আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। এই ঔষধ সকল গৃহস্থের গৃহে অন্ততঃ এক শিশি থাকিলে ডাক্তার কবিরাজকে অযথা অর্থ দিয়া তোষামোদ করিতে হইবে না।

শ্রীরজনীকান্ত দাস,
Teacher, Kalikapur, Munger.

এইরূপ অযাচিতভাবে অনেক পত্রই পাওয়া যাই-তেছে। প্রত্যেক গৃহে এক শিশি লাইমোডাইন থাকা বিশেষ আবশ্যক। ছেলেপুলের ঘরে কখন কি দরকার হয় বলা যায় না। হঠাৎ দম্‌কাভেদ বা পেটের অসুখ হইলেই ইহা কাজে লাগিবে।

সকল ডাক্তারখানাতেই পাওয়া যায়।

দাম এক টাকা।

নিউ ইরা ফার্ম্মেসী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা (তিন তলা)

X ১৭

হিলিংবাম এক মাত্রায় উপকার দেয়।
হিলিংবাম একদিনে যন্ত্রণা দূর করে।
হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে।
হিলিংবাম পুরুষ স্ত্রী উভয়কেই আরোগ্য করে।
হিলিংবাম ৩১ বৎসরের পুরাতন।

হিলিংবাম—মেহ রোগের সর্ব্ব অবস্থায় রোগী আরোগ্য করিতে সমর্থ। এইজন্য বহুমান্য ডাক্তারগণ হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক ও ব্যবস্থাপক। নিম্নে দুচারজন ডাক্তারের নাম দিলাম। এমন শত শত ডাক্তারের প্রশংসাপত্র আমাদের আছে। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে তালিকা পুস্তক জন্য লিখুন, বিনামূল্যে ব্যবস্থাসহ পাঠাইব।

কতিপয় ডাক্তারের নাম—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই, এম, এস এম, এ, এম-ডি এফ-আরসি-এস এস-এস-এস-সি, পি এইচ ডি ইত্যাদি।
লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল এন পি, সিংহ আই এম, এস, এম আর-সি-পি, এম আর সি এস।
মেজর বি, কে, বসু আই এম এস, এম-ডি-এস-এম।
কাপ্তেন এস,এন, চৌধুরী আই এম-এস এম আর, সি এস, এল আর সি পি।
ডাক্তার ই: এস পুয়ং এম ডি, , এস চক্রবর্ত্তী এম-ডি, মনিয়ার এম বি সি এম ; নিউজেণ্ট ফন আর সি পি এণ্ড এস, ফারমী এম-আর সি-পি এণ্ড এস ইত্যাদি।

মুল্য বড় শিশি ৩৲ ; মাঝারি ২॥০ ; ছোট ১৸০ টাকা ; ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গর্ম্মী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অনেকেই বিস্তর কষ্ট পাইতেছেন। তার পর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা গরমী প্রভৃতি রক্তদোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয় দেহ সতেজ হয়, রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত, সর্দ্দি, কাসি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে মূল্য প্রতি শিশি (১৬দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫।০ ; ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লাগিন এণ্ড কোং
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্, ১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাম 'হিলিং' কলিকাতা।

BRAHMINS

Wauld you like to support

The Brahmin

The only Fortnightly Journal in English in the whole of India fighting fearlessly for you in all fields of activities ?

Its annual Subscription is only Rs 2-8 Post Free Samply copy As. 2

N. B. The profits of this Journal go to the "*Brahmana Gurukulas*" to be established and mainained by the Editor of this paper

The advertisers Can not find a better medium than this paper to make the Brahmins, in all parts of India aware of their business Manager,

THE BRAHMIN OFFICE,
Triplicane, Madras

স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার উপায়।

মূত্রাশয় দুর্ব্বল বা বিকৃত হইলে উহা রক্ত হইতে ইউরিক্ এসিড্ (মূত্রজাত বিষাক্ত পদার্থ বিশেষ) রীতিমত বিদূরীত করিতে পারে না, সুতরাং এই বিষাক্ত পদার্থ শরীরে সঞ্চিত হইয়া স্বাস্থ্যের হানি করে ও তজ্জন্য নানারোগ উপস্থিত হয়।

মূত্রাশয় দুর্ব্বল বা বিকৃত হইলে সচরাচর পৃষ্ঠবেদনা, অনিদ্রা, পিপাসা, ক্লান্তিবোধ, হৃৎপিণ্ডের ও স্নায়ুমণ্ডলের দৌর্ব্বল্য, মাথাধরা, দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য, মাথাঘোরা, গাঁটে ও মাংসপেশীতে বেদনা, স্মরণশক্তির হ্রাস, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নানা লক্ষণ প্রকাশ পায় ও মূত্রের পরিমাণ হ্রাস ও মূত্র বিবর্ণ ও ঘোলা হয়। এই সকল লক্ষণ উপেক্ষা করিলে ক্রমে মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় নানারোগ, বাত, শোথ, বহুমূত্র ও ব্রাইট্স ডিজিজ্ (মূত্রাশয়ের ক্ষয়রোগ) উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকগণ ও এই কারণে নানাবিধ রোগে কষ্ট পান, ও অনেকের মনে সেই সকল রোগ স্ত্রীরোগ বিশেষ বলিয়া ভ্রম হয়।

ডোন্ সাহেবের পৃষ্ঠবেদনা নাশক ও মূত্রাশয়ের রোগ নাশক বটিকা (ডোনস্ ব্যাক্ এক্ কিডনি পিল্স্) মূত্রাশয় ও মূত্রযন্ত্রের সমস্ত রোগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে মূত্রাশয় ও মূত্রযন্ত্র প্রকৃতিস্থ ও সবল হইয়া শরীর হইতে ইউরিক্ এসিড্ বিদূরীত করে, তাহা হইলেই শরীর সুস্থ ও সবল হয়। বলা বাহুল্য যে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে মূত্রাশয়ের কার্য্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিৎ। উপরোক্ত ঔষধ মূত্রাশয়ের ও মূত্রযন্ত্রের সর্ব্বপ্রকার রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

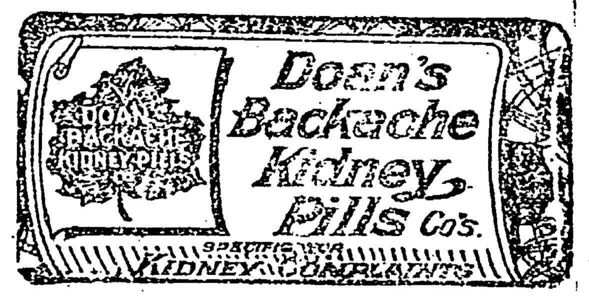

অর্শ, চুলকনা, পাঁচড়া দাদ, ও সর্ব্বপ্রকার কণ্ডুরোগ, ডোনস্ অয়েন্টমেন্ট (ডোন্ সাহেবের মলম) ব্যবহারে অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়, সকল ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়। মূল্য—২৲ টাকা।
স্মিথ, ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোম্পানী, এজেন্টস্, কলিকাতা। (Ben)

কালনায় মহাসুযোগ।

এতদিন এখানে ঘড়ি মেরামতের অভাব অসুবিধা কে না ভোগ করিয়াছেন? এমন কি অনেকেই নানা ভাবে প্রবঞ্চিত হইয়া যাঁহারা বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমি সাধারণের সুবিধার জন্য বহু প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত সুদক্ষ কারিগর আনাইয়া আমার সাইকেলের দোকানের সহিত ঘড়ি মেরামতের কার্য্যও করিতেছি। উচিত মূল্যে উত্তম কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিতেছি।

ইহা ব্যতীত হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন ষ্টোভ প্রভৃতি সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করি।

আমার সাইকেল মেরামতি কারখানার বিশেষ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ; কলিকাতার তুলনায় আমার কার্য্য কোন অংশেই খারাপ নয় এবং তাহা খুবই বিশ্বস্তভাবে হইয়া থাকে ইহা আজ ৭ বৎসরকাল অনেকেই জানিয়া লইয়াছেন।

ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার—শ্রীঅমরনাথ ব্যানার্জ্জী
ফটকের দ্বার, কাল্না।

"শক্তি-শিকড়"

সহস্র পূর্ণ হইতে অল্প বাকি

শিক্ষার্থী /০ এক আনার খাম পাঠান।

আমার সিদ্ধ ওস্তাদের নিকট প্রাপ্ত "শক্তি-শিকড়" পুং স্ত্রীং সর্ব্ব ধাতুপীড়ায় ও গুপ্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অব্যর্থ সদ্য ফল, এক সহস্রকে পরীক্ষার্থ দ্রব্যসহ সবিস্তর শিখাইব। জি, রক্ষিত,
কুশীদা তুলসীহাটা পোঃ (মালদহ)

সরকারী পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত
ঢাকা ল্যাবরেটরীর কেমিক্যাল এক্জামিনার
প্রভৃতির সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত

চাটার্জ্জী ব্লুব্ল্যাক

এ কালী বাজারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

নদীয়ার জেলাজজ লিখিয়াছেন—"আপনার উৎকৃষ্ট ব্লুব্ল্যাক কালী ব্যবহারে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। লেখা উজ্জ্বল হয়, নিবে মরিচা পড়েনা।"

কালনায় প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরজনীকান্ত দে, মনোহারী দোকান।

চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স।
নবদ্বীপ (নদীয়া)

সামবেদীয় ত্রিসন্ধ্যা।

ব্রাহ্মণসন্তানগণকে ত্রিসন্ধ্যা আচরণে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রচারিত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ লিখিত ভূমিকা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রভূষণ বিদ্যাভূষণ কাব্যসাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত। ৵০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলেই প্রেরিত হয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক—মজুমদারগড়, চন্দননগর।

আলেকজাণ্ডার লিমিটেড

২৭।২ ষ্ট্রাণ্ড রোড
কলিকাতা।

ক্যামেলহেয়ার বেল্টিং, বেল্ট-ফাসনার, এমরি, কেমিকেল সল্ট, ষ্টোনফেসিং সিমেণ্ট
পারফোরেটেড ষ্টিল শীট
এলিভেটার বাকেট, স্কীলিটপুলি
সাফটীং, পামার ব্লক
অয়ারক্লথ ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন আমরা চাউলের কলের
যাবতীয় আবশ্যকীয় জিনিষ
সদা সর্ব্বদা মজুত রাখি।

মফঃস্বলের অর্ডার
সত্বর সরবরাহ করিয়া থাকি।
আমাদের দাম বাজার অপেক্ষা সুলভ।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

টী, ডি, কুমার ব্রাদার্স লিমিটেড।

৬৭৪ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড
কলিকাতা।

লোহার কড়ি,
বরগা
এঙ্গেল
প্লেট রাউণ্ড
পাটী
গ্যালভানাইসড প্লেনশীট
করগেট শীট
ইত্যাদি

সদা সর্ব্বদা
প্রচুর পরিমাণে
মজুত রাখি
এবং
আমাদের দর
বাজার অপেক্ষা সুলভ।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আসামের এণ্ডি ও মুগা

কাপড় ও সূতা সস্তা সুলভে দিব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। এড়ি (এণ্ডি) জোড়া বা থান ১২×৩ হাত মূল্য ৩০৲ ৪৫৲ টাকা। ১৩×৩ হাত মূল্য ৩২—৪৫৲ টাকা। উত্তম মুগা সূতা, ২০ তোলা ১০৲—১৫৲। মুগার থান ১২×২ হাত ২৫৲—৪৫৲।

ডি, আর, চৌধুরী এণ্ড সনস্
কামরূপ, কল্লাপাড়া,
পোঃ পলাশবাড়ী, আসাম।

সিবাহে উচ্চশ্রেণীর অলঙ্কার

আদাই পত্র লিখুন আমাদের সচিত্র মূল্যতালিকা সম্পূর্ণ ও সুবৃহৎ।

আদেশ পাইলে পছন্দ মত সকল প্রকার অলঙ্কার নিরূপিত সময়ে অল্প গানিতে সুন্দর রূপে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত আধুনিক পছন্দমত নানা প্রকার ব্রোকচেন লকেট, ইয়ারীং, কানফুল, নাকছাবি আংটি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থে আছে।

ঘোস এণ্ড সন্স
১৬/১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
হেড অফিস ৭০।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফটোগ্রাফ।

সাধারণের সুবিধার জন্য সকলের বাড়ী গিয়া অতি সুলভ মূল্যে ফটো তুলিয়া দিতেছি, পূর্ব্বে সংবাদ দিলে মফঃস্বলেও গিয়া থাকি। সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।
ষ্টেসন রোড, কাল্না।

গণোরিয়া কিওর

মেহরোগে ঔষধ খাইতে হয় না। এক দিনেই জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়। তিনদিন পিচকারির দ্বারা ধৌত করিলেই আরোগ্য। মূল্য ৩৲, ডাঃ মাঃ ॥০ আনা।

পাইলস কিওর

পুরাতন ও কষ্টদায়ক অর্শরোগ আমাদের অত্যাশ্চর্য্য "পাইলস কিওর" সেবনে অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। রক্তপড়া বন্ধ হইয়া যন্ত্রণা দূর হয়। মূল্য ৩৲, ডাঃ মাঃ ॥০ আনা।

দি এডওয়ার্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস
চুঁচুড়া বেঙ্গল।

স্কুইবস্ এগু স্পেসিফিক

ম্যালেরিয়া, ইনফুলয়েঞ্জা, কালাজ্বর ডেঙ্গু

ও সর্ব্ববিধ জ্বরের পরীক্ষিত মহৌষধ।

কেহই অস্বীকার করে না।

"স্কুইবস স্পেসিফিকএর বিক্রয়াধিক্য ও সুনাম প্রতিবাদী পক্ষের কেহ অস্বীকার করিতে পারে নাই।"

Justice M, H, W, HAYWARC, I c s
High Court, Bombay

বিনামূল্যে পরীক্ষা

কারখানার, খণির ও চাবাগানের ডাক্তারগণ চ্যারিটেবল ডিস্পেনসারি সকল, স্কুল কলেজ সকল ও মিশনারিগণ আবেদন করিলে পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে নমুনা পাইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় ছাপানফর্ম্মে আবেদন করুন।

কালাজ্বরের মহৌষধ।

"একটী বালিকা ২ বৎসর হইতে কালাজ্বরে ভুগিতেছিলেন। আপনাদের স্কুইবস এগু স্পেসিফিক তাঁহাকে ২ সপ্তাহ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছে। ইহার ফল দেখিয়া অন্যান্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ আমাকে ঔষধ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। দয়া করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে ৪ বোতল পাঠাইবেন।

Fr, J, MACCHI, Dist. Nadia

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

"এইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ঔষধ আর কখনও দেখি নাই।"

J, E, LEE, Persl Asst,
Home Secy, Hyderbad

নিরাশার আশা।

দুইটী পুরাতন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে ডাক্তারেরা চিকিৎসার পরে জীবনের আশা ত্যাগ করায় স্কুইবস্ স্পেসিফিক তাহাদের বাঁচাইয়াছে।"

C, D, L. PRAYERO,
Hyderabad (Deccan)

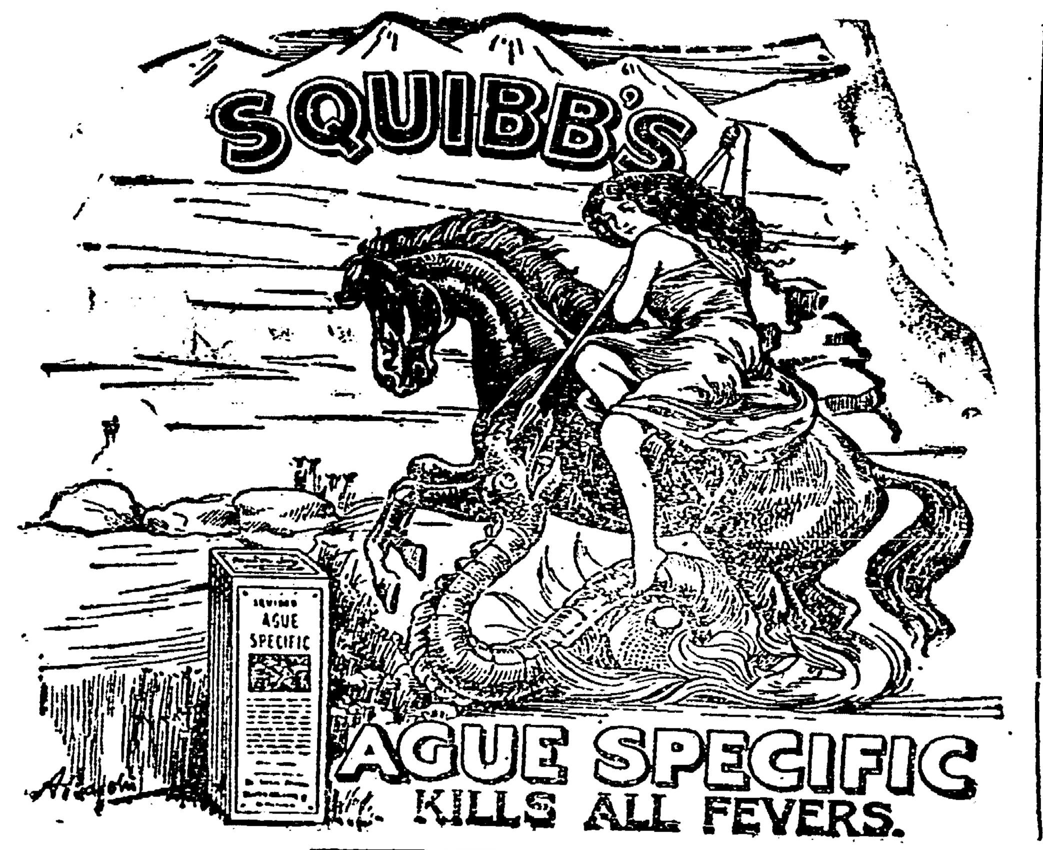

পরীক্ষিত মহৌষধ।

"এই দেশে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ভারতের সুপরীক্ষিত মহৌষধ স্কুইবস এগু স্পেসিফিক আমি; আমার বন্ধুবান্ধব ও হিতৈষী ব্যক্তিদের মধ্যে ইহার প্রচার কামনা করি।"

W, J, THOMAS,
Post Box No 1
Traffic Manager's Office,
Ruslua-Lumpur, F, M, S

কলিকাতা ডিপো—গাঙ্গুলী এগু সরকার
৩ নং ডেভিড জোসেফ লেন,
পোঃ বক্স ২২০০ কলিকাতা। Telegaam :—SYNOPSIS
Telephon ——— 1375 Cal,

প্রথম মাত্রাতেই জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল।

আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে অন্যান্য ঔষধে কোন ফল না পাইয়া স্কুইবস্ ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। প্রথম মাত্রাতেই জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল।

K. Hanumantha Rao B A
Kanarese Translator.

গ্যাডান সন্স এগু কোং
(কেমিষ্টস)
ক্রফোর্ড মার্কেট, বম্বে।

সকল প্রসিদ্ধ ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

পল্লীবাসী

২৯শ বর্ষ | ১৭ই ভাদ্র, বুধবার, সন ১৩৩২ সাল ইং ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৫ | ২০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরায় নমঃ।

দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ ভাণ্ডারকরের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। তিনি একজন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ও সার্থকনামা কর্ম্মী ছিলেন। তিনি শেষজীবনে বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন।

—:*:—

সাদা কালোর প্রভেদ কোথাও ঘুচে না; জেলেও বেচারী কালোকে সাদার পাখা টানিতে হয়। যুক্তপ্রদেশ এই অবিচার দূর করিতে গিয়া সরকারের কাছে স্পষ্ট কথা শুনিয়াছে। সাদা ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া কি কালোর মতন ব্যবহার পাইবে! আমরা কবিবর হেমচন্দ্রের ভাষায় বলি—"নেভার, নেভার।"

—:*:—

শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেল মহাশয় এসেম্ব্লীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচিত হইয়াই তিনি "খুড়" বলিয়া গোবর খাইয়াছেন অর্থাৎ এখন দরকার হইলে তিন দিনে দশবার বড়লাটের সহিত দেখা করিতে যাইবেন বলিয়াছেন। সরকারী দল "মা ভৈঃ"। বোম্বাই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রূপে যিনি বড়লাটের সংবর্দ্ধনা করেন নাই এখন আর তিনি সে প্যাটেল নহেন। সরকার তাঁহার এ সুবুদ্ধির পুরস্কার দিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

—:*:—

কলিকাতার হগসাহেবের বাজারের পীর মরিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনকে এমন নাকালেই ফেলিয়া গেলেন। পীরের দেহ বাজারের কবর হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য কর্পোরেশন মুসলমান সম্প্রদায়কে ২ মাসের সময় দিয়াছেন। এ দিকে মুসলমান সম্প্রদায় সভা করিয়া জ্বলন্ত ভাষায় এ ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। কেহ কেহ বা কাঁচা মাথা দিবারও ভয় দেখাইতেছেন। আমরা মুসলমান ভাইদিগকে বলি, কথায় কথায় ঘরোয়া ব্যাপারে অত মাথা দিতে না গিয়া মাথাগুলা না হয় রাখিয়াই দাও। দরকার হয় পরে না ... এখন এটার একটা

হীরালাল পাল ও জ্যোতির্ম্ময় পাল নামক দুই ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং "এডওয়ার্ডস্ টনিক" জাল করার অপরাধে ২০০৲ হিঃ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অনাদায়ে ২ মাস কারাবাস। জাল টনিকগুলি নষ্ট করিবার আদেশ হইয়াছে। সাধু সাবধান!

—:*:—

খিদিরপুরের ক্ষত মিলাইতে না মিলাইতে টিটাগড়ে হিন্দু মুসলমানে আবার ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার কারণ মসজিদের সম্মুখে প্রতিমা লইয়া যাইবার সময়ের বাদ্য। ঘটনার বিবরণ আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এক্ষেত্রে মুসলমানগণকেই অধিক দোষী বলিয়া মনে হয়। দোষ কম বেশী যাহারই হউক, ইহাতে সর্ব্বনাশ হয় উভয়েরই। যে জাতি আপন মঙ্গল বুঝে না, তাহার তুল্য হতভাগ্য আর আছে কি না জানি না।

—:*:—

"এল থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে"। রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে চরকার উপর গালি লইয়া "সবুজপত্র" অনেক দিন পরে বাঙ্গলার সাহিত্য আসরে অবতীর্ণ হইলেন। কথা আছে "হাতে কাজ না থাকিলে লোকে খুড়ার গঙ্গাযাত্রা করে"। কবিবরের হাতে বোধ হয় "বিশ্বের" কোন কাজ নাই, তাই তিনি রোগশয্যায় শুইয়া চরকার উপর ঝাল ঝাড়িতেছেন। আমাদের আশঙ্কা হয়, কেহ ইহাকে রোগশয্যায় প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া না দেয়। তাহা হইলেই ত কবির এত পরিশ্রম সবই পণ্ড হইয়া যাইবে।

—:*:—

মহাপ্রাণ সি, এফ্, এণ্ডরুজ মদ ও আফিম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি বলিয়াছেন—"এদেশে ৬০ কোটী টাকার বিদেশী কাপড় কেনা হয়, কিন্তু মদ ও অহিফেনে তদপেক্ষাও অধিক অর্থব্যয় হয়। ১০০ কোটী টাকার উপর মাদক দ্রব্য ভারতবাসী ক্রয় করে।" জগতে যে দেশ দরিদ্রতম বলিয়া খ্যাত, দুর্ভিক্ষ যে দেশের চির সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দেশের পক্ষে এই ঘটনা কি শোচনীয়! কংগ্রেস এ বিষয়ে পুনরায় পূর্ব্বের মত অবহিত হইবেন কি?

তর্পণ।

ব্রতপক্ষের অবসানে পিতৃপক্ষের আরম্ভ হইল। হিন্দু এইবার পঞ্চদশ দিবসব্যাপী পিতৃতর্পণ করিবেন।

তৃষিত পিতৃলোক পুত্রের পানে চাহিয়া আছেন। কে আছ সুপুত্র! তোমার পিতা পিতামহকে এক অঞ্জলি শ্রদ্ধার তর্পণ জল প্রদান কর। তোমার শাস্ত্র সদাচার—তোমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠান রক্ষা কর। তোমার অধ্যাত্ম সভ্যতার মূর্ত্তপরিচয় পরিস্ফুট কর।

বুঝাও বন্ধু - জড় জগৎ আজও যে ভোগের মদিরায় মজিয়া আছে। বুঝাও হিন্দু—হে আর্য্যসন্তান—হে ঋষিবংশধর! বুঝাও বন্ধু—তুমি স্বার্থপর নও; তুমি পরকাল বিশ্বাসী; তুমি পিতৃপিতামহের স্মৃতি ভোল নাই—তোমার গৌরবময় অতীতকে এখনও ছাড়িতে পার নাই। তুমি যে বিশ্বপ্রাণ হিন্দুসন্তান।

কে বলে তুমি ভ্রান্ত অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন! স্বর্গে মর্ত্ত্যে বুঝি সম্বন্ধ নাই! যাহাদের নাই, তাহারা দুর্ভাগ্য। আমাদের ভারতবর্ষ তেত্রিশ কোটী দেবতার অধিষ্ঠানভূমি—ঋষিগণের তপোবন,—পিতৃলোকের পুণ্যতীর্থ; আর্য্যসন্তানের মুক্তি ক্ষেত্র। এখানে যে ইহকাল পরকাল কথায় গাথায় স্মৃতির ব্যথায় ওতপ্রোত জড়াইয়া আছে। ধর্ম্ম ছাড়িয়া, শাস্ত্র ছাড়িয়া, পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক ছাড়িয়া, আর যাহারা বাঁচিতে চায়, বাঁচিয়া থাক্—ঐশ্বর্য্য লইয়া মজিয়া থাক্—সোণামণি লুটিয়া ভোগের পাথারে ডুবিয়া থাক্। হিন্দু! তুমি যেন তোমার সনাতন পিতৃপদাঙ্ক বিস্মৃত হইও না।

দেখ দেখ ভাই বিমানে আজ শোভার ঘটা দেখ। ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার হাস্যরাশির ছটা দেখ। পিতৃলোক আজ তৃষিতকণ্ঠে অপেক্ষা করিতেছেন—আশায় উৎসাহে আজ তাঁহারা তোমারই মুখের পানে চাহিয়া আছেন। বড় তৃষ্ণা। সপ্তসাগর সন্ধুক্ষিত করিয়া জল দাও হিন্দু—তোমার পিপাসু পিতা আজ তোমার হাতের এক গণ্ডূষ জলপান করিবেন।

কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়িলে, শাস্ত্র ছাড়িলে, ঋষি ছাড়িলে—

স্কুইবস স্পেসিফিক

ম্যালেরিয়া, ইনফুলয়েঞ্জা, কালাজ্বর ডেঙ্গু

ও সর্ব্ববিধ জ্বরের পরীক্ষিত মহৌষধ।

কেহই অস্বীকার করে না।

"স্কুইবস স্পেসিফিকএর বিক্রয়াধিক্য ও সুনাম প্রতিবাদী পক্ষের কেহ অস্বীকার করিতে পারে নাই।"

Justice M, H, W, HAYWARC, I c s
High Court, Bombay

বিনামূল্যে পরীক্ষা

কারখানার, খণির ও চাবাগানের ডাক্তারগণ চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারি সকল, স্কুল কলেজ সকল ও মিশনারিগণ আবেদন করিলে পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে নমুনা পাইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় ছাপানফর্ম্মে আবেদন করুন।

কালাজ্বরের মহৌষধ।

"একটী বালিকা ২ বৎসর হইতে কালাজ্বরে ভুগিতেছিলেন। আপনাদের স্কুইবস এণ্ড স্পেসিফিক তাঁহাকে ২ সপ্তাহ মধ্যে সম্পূর্ণ-রূপে আরোগ্য করিয়াছে। ইহার ফল দেখিয়া অন্যান্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ আমাকে ঔষধ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। দয়া করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে ৪ বোতল পাঠাইবেন।

Fr, J, MACCHI, Dist. Nadia

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

"এইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্যকরী ঔষধ আর কখনও দেখি নাই।"

J, E, LEE, Persl Asst,
Home Secy, Hyderbad

নিরাশার আশা।

দুইটী পুরাতন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে ডাক্তারেরা চিকিৎসার পরে জীবনের আশা ত্যাগ করায় স্কুইবস্ স্পেসিফিক তাহাদের বাঁচাইয়াছে।"

C, D, L. PRAYERO,
Hyderabad (Deccan)

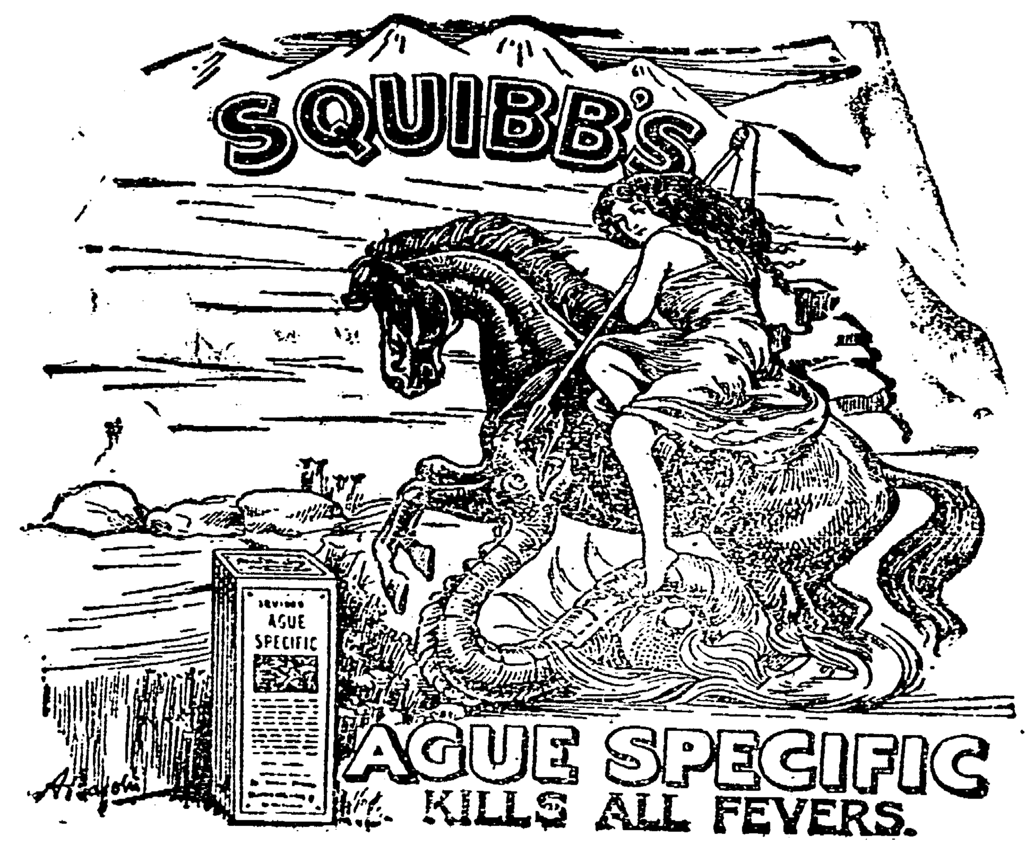

পরীক্ষিত মহৌষধ।

"এই দেশে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ভারতের সুপরীক্ষিত মহৌষধ স্কুইবস এণ্ড স্পেসিফিক আমি; আমার বন্ধুবান্ধব ও হিতৈষী ব্যক্তিদের মধ্যে ইহার প্রচার কামনা করি।"

W, J, THOMAS,
Post Box No 1
Traffic Manager's Office,
Ruslua-Lumpur, F, M, S

কলিকাতা ডিপো—গাঙ্গুলী এণ্ড সরকার
৩ নং ডেভিড জোসেফ লেন,
পোঃ বক্স ২২০০ কলিকাতা। Telegaam :—SYNOPSIS
Telephon ——— 1375 Cal,

প্রথম মাত্রাতেই জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল।

আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে অন্যান্য ঔষধে কোন ফল না পাইয়া স্কুইবস্ ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। প্রথম মাত্রাতেই জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল।

K. Hanumantha Rao B A
Kanarese Translator

গ্যাডান সন্স এণ্ড কোং
(কেমিষ্টস)
ক্রফোর্ড মার্কেট, বম্বে।

সকল প্রসিদ্ধ ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

পল্লীবাসী

২৯শ বর্ষ | ১৭ই ভাদ্র, বুধবার, সন ১৩৩২ সাল ইং ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৫ | ২০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরায় নমঃ।

দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ ভাণ্ডারকরের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। তিনি একজন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ও সার্থকনামা কর্ম্মী ছিলেন। তিনি শেষজীবনে বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন।

—:*:—

সাদা কালোর প্রভেদ কোথাও ঘুচে না; জেলেও বেচারী কালোকে সাদার পাখা টানিতে হয়। যুক্তপ্রদেশ এই অবিচার দূর করিতে গিয়া সরকারের কাছে স্পষ্ট কথা শুনিয়াছে। সাদা ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া কি কালোর মতন ব্যবহার পাইবে! আমরা কবিবর হেমচন্দ্রের ভাষায় বলি—"নেভার, নেভার।"

—:*:—

শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেল মহাশয় এসেম্ব্লীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচিত হইয়াই তিনি "খুড়" বলিয়া গোবর খাইয়াছেন অর্থাৎ এখন দরকার হইলে তিন দিনে দশবার বড়লাটের সহিত দেখা করিতে যাইবেন বলিয়াছেন। সরকারী দল "মা ভৈঃ"। বোম্বাই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রূপে যিনি বড়লাটের সংবর্দ্ধনা করেন নাই এখন আর তিনি সে প্যাটেল নহেন। সরকার তাঁহার এ সুবুদ্ধির পুরস্কার দিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

—:*:—

কলিকাতার হগসাহেবের বাজারের পীর মরিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনকে এমন নাকালেই ফেলিয়া গেলেন। পীরের দেহ বাজারের কবর হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য কর্পোরেশন মুসলমান সম্প্রদায়কে ২ মাসের সময় দিয়াছেন। এ দিকে মুসলমান সম্প্রদায় সভা করিয়া অলন্ত ভাষায় এ ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। কেহ কেহ বা কাঁচা মাথা দিবারও ভয় দেখাইতেছেন। আমরা মুসলমান ভাইদিগকে বলি, কথায় কথায় ঘরোয়া ব্যাপারে অত মাথা দিতে না গিয়া মাথাগুলা না হয় রাখিয়াই দাও। দরকার হয় পরে না [illegible] এখন এটার একটা

হীরালাল পাল ও জ্যোতির্ম্ময় পাল নামক দুই ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং "এডওয়ার্ডস্ টনিক" জাল করার অপরাধে ২০০১ হিঃ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অনাদায়ে ২ মাস কারাবাস। জাল টনিকগুলি নষ্ট করিবার আদেশ হইয়াছে। সাধু সাবধান!

—:*:—

খিদিরপুরের ক্ষত মিলাইতে না মিলাইতে টিটাগড়ে হিন্দু মুসলমানে আবার ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার কারণ মসজিদের সম্মুখে প্রতিমা লইয়া যাইবার সময়ের বাদ্য। ঘটনার বিবরণ আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এক্ষেত্রে মুসলমানগণকেই অধিক দোষী বলিয়া মনে হয়। দোষ কম বেশী যাহারই হউক, ইহাতে সর্ব্বনাশ হয় উভয়েরই। যে জাতি আপন মঙ্গল বুঝে না, তাহার তুল্য হতভাগ্য আর আছে কি না জানি না।

—:*:—

"বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে"। রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে চরকার উপর গালি লইয়া "সবুজপত্র" অনেক দিন পরে বাঙ্গলার সাহিত্য আসরে অবতীর্ণ হইলেন। কথা আছে "হাতে কাজ না থাকিলে লোকে খুড়ার গঙ্গাযাত্রা করে"। কবিবরের হাতে বোধ হয় "বিশ্বের" কোন কাজ নাই, তাই তিনি রোগশয্যায় শুইয়া চরকার উপর ঝাল ঝাড়িতেছেন। আমাদের আশঙ্কা হয়, কেহ ইহাকে রোগশয্যায় প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া না দেয়। তাহা হইলেই ত কবির এত পরিশ্রম সবই পণ্ড হইয়া যাইবে।

—:*:—

মহাপ্রাণ সি, এফ্ এণ্ড্রুজ মদ ও আফিম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি বলিয়াছেন—"এদেশে ৬০ কোটী টাকার বিদেশী কাপড় কেনা হয়, কিন্তু মদ ও আফিমে তদপেক্ষাও অধিক অর্থব্যয় হয়। ১০০ কোটী টাকার উপর মাদক দ্রব্য ভারতবাসী ক্রয় করে।" জগতে যে দেশ দরিদ্রতম বলিয়া খ্যাত, দুর্ভিক্ষ যে দেশের চির সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দেশের পক্ষে এই ঘটনা কি শোচনীয়! কংগ্রেস এ বিষয়ে পুনরায় পূর্ব্বের মত অবহিত হইবেন কি?

তর্পণ।

ব্রতপক্ষের অবসানে পিতৃপক্ষের আরম্ভ হইল। হিন্দু এইবার পঞ্চদশ দিবসব্যাপী পিতৃতর্পণ করিবেন।

তৃষিত পিতৃলোক পুত্রের পানে চাহিয়া আছেন। কে আছ সুপুত্র! তোমার পিতা পিতামহকে এক অঞ্জলি শ্রদ্ধার তর্পণ জল প্রদান কর। তোমার শাস্ত্র সদাচার—তোমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠান রক্ষা কর। তোমার অধ্যাত্ম সভ্যতার মূর্ত্তপরিচয় পরিস্ফুট কর।

বুঝাও বন্ধু জড় জগৎ আজও যে ভোগের মদিরায় মজিয়া আছে। বুঝাও হিন্দু—হে আর্য্যসন্তান—হে ঋষিবংশধর! বুঝাও বন্ধু—তুমি স্বার্থপর নও; তুমি পরকাল বিশ্বাসী; তুমি পিতৃপিতামহের স্মৃতি ভোল নাই—তোমার গৌরবময় অতীতকে এখনও ছাড়িতে পার নাই। তুমি যে বিশ্বপ্রাণ হিন্দুসন্তান।

কে বলে তুমি ভ্রান্ত অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন! স্বর্গে মর্ত্ত্যে বুঝি সম্বন্ধ নাই! যাহাদের নাই, তাহারা দুর্ভাগ্য। আমাদের ভারতবর্ষ তেত্রিশ কোটী দেবতার অধিষ্ঠানভূমি—ঋষিগণের তপোবন,—পিতৃলোকের পুণ্যতীর্থ; আর্য্যসন্তানের মুক্তি ক্ষেত্র। এখানে যে ইহকাল পরকাল কথায় গাথায় স্মৃতির ব্যপার ওতপ্রোত জড়াইয়া আছে। ধর্ম্ম ছাড়িয়া, শাস্ত্র ছাড়িয়া, পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক ছাড়িয়া, আর যাহারা বাঁচিতে চায়, বাঁচিয়া থাক্—ঐশ্বর্য্য লইয়া মজিয়া থাক্—সোণামণি লুটিয়া ভোগের পাপারে ডুবিয়া থাক্। হিন্দু! তুমি যেন তোমার সনাতন পিতৃপদাঙ্ক বিস্মৃত হইও না।

দেখ দেখ ভাই বিমানে আজ শোভার ঘটা দেখ। ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার হাস্যরাশির ছটা দেখ। পিতৃলোক আজ তৃষতকণ্ঠে অপেক্ষা করিতেছেন—আশায় উৎসাহে আজ তাঁহারা তোমারই মুখের পানে চাহিয়া আছেন। বড় তৃষ্ণা। সপ্তসাগর সন্তুক্ষিত করিয়া জল দাও হিন্দু—তোমার পিপাসু পিতা আজ তোমার হাতের এক গণ্ডুষ জলপান করিবেন।

কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়িলে, শাস্ত্র ছাড়িলে, ঋষি ছাড়িলে—

তোমার পিতৃতর্পণ চলিবে না। তাই সকাগ্রে তোমাকে আজ দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ, ঋষিতর্পণ, দিব্যপিতৃতর্পণ ও যমতর্পণ করিতে হইবে। ত্রিভুবনের সকলের তৃষিত কণ্ঠে জল না দিয়া কি আপনার লোকের তর্পণ করিতে আছে? যাহারা স্বার্থান্ধ, তাহারাই তাহা পারে! হিন্দু তুমি তাহা পারিবে কেন? দাও বন্ধু আজ ত্রিভুবন তোমার দ্বারে সুধার প্রত্যাশী—আজ অশান্ত ধরণী শান্তিবারি পানের আশায় তোমারই মুখের পানে চাহিয়া আছে। বল বন্ধু—উত্তপ্ত বিশ্বের পিপাসু কণ্ঠে সুধা সঞ্জীবনী ঢালিতে ঢালিতে বল আজ বন্ধু—

দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ
ক্রূরাঃ সর্পা সুপর্ণাশ্চ তরবোজিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।

বন্ধু হউক, শত্রু হউক, দানে কি আবার বিচার করিতে আছে। হে আমার দাতাশিরোমণি দরিদ্র হিন্দু! দাও আজ শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে জল দাও, আর বল—

যে বান্ধবাঽবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ।

আর তফাৎ রাখিও না; আর ঘর পর পার্থক্য রাখিও না। অদূরে বিশ্বেশ্বরী মা আসিতেছেন,—হে অন্নপূর্ণার সন্তান! ত্রিভুবনে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে লইবে—সবই যে তোমার বিশ্বম্ভরের সৃষ্টি। তাই আজ দেবতায় পিতায়—পিতায় মানবে—মানবে ভুবনে একই নয়নে মাখাইয়া লও। আর শ্রদ্ধার উদকাঞ্জলি লইয়া তর্পণ কর—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শারদীয় মহাপূজার আর দিন নাই। "পল্লীবাসীর" যে সকল গ্রাহকের কাছে টাকা পাওনা হইয়াছে, এই সময় আমরা যথাপূর্ব্ব এবারও ভিঃ পিঃ করিব। যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক মণিঅর্ডার করিবেন, আগামী সপ্তাহ মধ্যে তাঁহাদের টাকা পৌঁছিলে আমরা সুখী হইব, বলা বাহুল্য মণিঅর্ডার করিলে খরচ কম হয়। ভিঃ পিঃ করিলে গ্রাহকের ৩৵০ পড়িয়া যায়। আগামী সপ্তাহ মধ্যে টাকা না পাঠাইলে, পরবর্ত্তী সপ্তাহে আমরা ভিঃ পিঃ করিব। আশা করি, আমাদের হিতৈষী গ্রাহকবৃন্দ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

বিনীত—কার্য্যাধ্যক্ষ "পল্লীবাসী"
কাল্না, (বর্দ্ধমান)

দেশমঙ্গলে অনাচার।

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ মরেণো এক অত্যাবশ্যক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যবশতঃ সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর আওতায় তাহা কিন্তু পাস হইতে পায় নাই।

কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে জননবৃষরক্ষার আবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সমস্ত সভ্যদেশ এজন্য যে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, এদেশে ত তাহার কিছুই নাই। পক্ষান্তরে ধর্ম্মোৎসৃষ্ট বৃষগুলির বর্ত্তমান আইনে নিরাপত্তার কোনরূপ নিশ্চয়তা না থাকায়, উহাদের দ্বারা গোরক্ষার কোন সুব্যবস্থাই হইতে পারিতেছে না।

এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই ডাঃ মরেণো ঐ সকল বৃষরক্ষায় সুব্যবস্থা জন্য তাঁহার মূল্যবান্ প্রস্তাবটি পেস করিয়াছিলেন। ডাঃ মরেণো হিন্দু নহেন, সুতরাং এ প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আরোপ করার অবসর ছিল না। দেশের মঙ্গলই এক্ষেত্রে সাধারণের লক্ষ্য করিবার বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু, কি দুঃখের বিষয়, মুসলমান সদস্যগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অধিকাংশ স্বরাজী সদস্যের ভোটের জোরে এমন মূল্যবান্ প্রস্তাবটীও প্রত্যাখ্যাত হইল।

আমরা ক্রমশঃ মুসলমান বন্ধুগণের কার্য্যপদ্ধতি আদৌ বুঝিতে পারিতেছি না। গোজাতিরক্ষার নাম শুনিলেই যে তাঁহারা খাপ্পা হইয়া উঠিবেন,—ইহা কখনই স্বরাজের দিক্ দিয়াও শোভন নয়। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আবশ্যকতা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। অনেক মুসলেম বন্ধুকে আক্ষেপ করিতেও শুনিয়াছি যে, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত বলিয়াই অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হইয়া আছেন। সে হিসাবে তাঁহাদের সঙ্গত আব্দার রক্ষা করিতে হিন্দুমাত্রকেই আমরা পরামর্শ দিব, কিন্তু যেখানে সমস্ত দেশ সমস্ত জাতির মঙ্গলামঙ্গলের কথা উঠিবে, সাম্প্রদায়িকতার কোনপ্রকার আব্দার সেখানে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না।

কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে বৃষরক্ষা করা যে কত প্রয়োজন তাহা বুঝিবার মত শক্তি যে কোন মুসলমানেরই নাই, তাহা ত বলিতে পারি না। ডাঃ মরেণোর প্রস্তাব সমর্থন করিলে যে মুসলমানদের ধর্ম্মহানি হইত, এমন কথাও ত বলা যায় না। তাহা হইলে আলতাফ আলী সাহেবই বা এ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিবেন কেন? জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণ দেশবাসীর মঙ্গল হইবে, অথচ কাহারও ধর্ম্মে আটকাইবে না—এমন প্রস্তাবও যদি স্বরাজী নেতৃবৃন্দের দ্বারা নাকচ হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া আর লোকের শ্রদ্ধাভক্তি থাকে? আমরা মুসলমান নেতৃগণকে গোরক্ষা পক্ষে অধিকতর ধীরতার সহিত চিন্তা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

হিন্দুসদস্যগণকে আজ কি বলিব? ইহাঁরাই কি লক্ষ লক্ষ হিন্দুর প্রতিনিধি? যে হিন্দু জীবনে মরণে গোমাতার স্নেহ ক্ষীরধারা ভুলিতে পারে না,—গাভীতে যাহার দেবতার অধিষ্ঠান—বৃষ যাহার বিশ্বনাথের বাহন বৃষোৎসর্গে যাহার প্রেতের স্বর্গ—গোগ্রাসে যাহার প্রায়শ্চিত্ত পরীক্ষা—গোব্রাহ্মণহিত যাহার ভগবানের সংজ্ঞা,—ইহাঁরা কি সেই হিন্দুর প্রতিনিধি! দুর্ভাগ্য তোমার হিন্দু, তাই তোমারই প্রতিনিধি তোমার ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিতে জানে না—তোমার শত শত মুমূর্ষু শিশুর প্রাণরক্ষার পক্ষে গোমাতার মঙ্গলময়ী কৃপার কথা ভুলিয়া যায়, তোমার সর্ব্বনাশ হইবে জানিয়াও প্যাক্টের মোহে পড়িয়া তোমার বিরুদ্ধাচরণে কুণ্ঠিত হয় না। এ ভুল তোমার। তোমার নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে আজ শক্তিশালী করিয়া তোল। যেন ভবিষ্যতে নির্ব্বাচিতের দল আর কখনও নির্ব্বাচকের মতবিরুদ্ধ কার্য্যে আত্মঘাতিনী নীতি অবলম্বন করিতে না পারে।

সিমলা শৈলের পত্র।

বাপধন,

তোমার "পল্লীবাসী"র নব কলেবর দেখিয়া সভাই আনন্দিত হইলাম। প্রভুর বার্ত্তাবহ হইয়া বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে শান্তি ও আলোক আনয়ন করুক এই প্রার্থনা।

বহুদিনের অবসাদের পর আমরাও যেন নবজীবন লাভ করিয়াছি। তিনমাস বারিধারার পর উজ্জ্বল নীলাকাশ যে কি মধুর, তাহা বর্ণনাতীত। সব যেন পরিপূর্ণ ও সৌন্দর্য্যময় দেখাইতেছে।

গিরিরাজ হিমাচল চিরদিনই বড় গম্ভীর—মহাযোগীদের ন্যায় গভীর সমাধিতে চির নিমগ্ন। কখনও তাঁহাকে কঠোর মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া প্রভুর ভুবনমঙ্গল নাম কীর্ত্তনে আনন্দে আত্মহারা হইতে দেখিয়াছ কি? ভাগ্যবশতঃ সেই দৃশ্য সম্প্রতি আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে। গত ২রা আগষ্ট ৺কালীমাতার মন্দিরে প্রাতঃকাল ৬টা হইতে মধুর কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত অবিরাম ভাবে চলে। বেদিতে প্রভুর ছবি রাখিয়া ৫০।৬০ জন ভদ্রসন্তান বহু বালক বালিকাতে বেষ্টিত হইয়া পরিক্রমণ করিতে করিতে ১৪ ঘণ্টা মহা আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। কেহই শ্রান্ত হয়েন নাই, সকলেই মহা উৎসাহে ও আনন্দে আহার পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনে মাতোয়ারা থাকেন। তাঁহাদের ভক্তি, বিশ্বাস ও আনন্দ দেখিয়া সকলকেই বিচলিত হইতে হইয়াছিল। ধন্য প্রভু! ধন্য তোমার নামের মহিমা! জগতে তোমার শ্রীনাম চিরদিন জয়যুক্ত হউক।

এসেম্ব্লি বসিয়াছে। নানা প্রদেশ হইতে সদস্যগণ নানা বেশ ভূষাতে উদয় হইয়া সিমলার বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রাণভরে উপভোগ করিবেন আশা করা যায়।

প্রভুর কৃপায় দিন আনন্দেই কাটিতেছে। তোমাদের কুশল সংবাদ দিও।

—[illegible]

আগমনী।

[অধ্যাপক শ্রীভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ]

বোধনের শুভ শঙ্খধ্বনি বেজেছে। ভক্তকণ্ঠে সপ্তম সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার বংশীরবের মধুময় স্পর্শে অনন্তে ছড়িয়ে প'ড়েছে। শারদীয়া প্রকৃতির নীরব আহ্বান-লিপি কৈলাশ-শিখরে ছুটেছে—অমনি করুণাময়ী মা জেগেছেন।

আহা! বিশ্বজননীর নিদ্রা কি সজাগ! অথবা সদা-জাগ্রতী মা আমার, জেগে জেগে নিদ্রা যাচ্ছেলেন—তাই আজ শৃঙ্খলিত রুদ্ধকণ্ঠ ভারতভক্তের অনুভূত ক্ষীণ আহ্বানেও মা সাড়া দিয়েছেন। এস মা, এস, যদি জেগেই জেগেছ'—যদি দয়া ক'রে সাড়া দিয়েছ—তবে ছুটে এস মা। বিশ্বরূপা জননী, আনন্দময়ীরূপে এস। জগতীর যাতনা নিদারুণ বেদনা অনুভব করছে তোমার সন্তানগণ; ছুটে এস জননী, ছুটে এসে তোমার অভয় করস্পর্শে সন্তানের চক্ষের জল মুছিয়ে দাও।

তুমি ত' জান মা—সদাজাগ্রতী মা আমার—নিরানন্দের কাল ছায়া ছেয়ে ফেলেছে তোমার বঙ্গদেশকে। দারিদ্র্যের নির্ম্মম কশাঘাত জর্জ্জরিত ঐ দেখ—ভগ্ন পর্ণকুটীরবাসী ছিন্নবসন শীর্ণকায় অনশনক্লিষ্ট তোমার সন্তানগণ; ঐ দেখ কালব্যাধির করালকবলে কবলিত তোমার পল্লীবাসী—অবজ্ঞাত অসহায় বঙ্গবাসী।

শুধু তাই নয় মা, বাঙ্গালার বুকে বজ্রাঘাত হ'য়ে গেছে—সন্তানের বুকে হাত দিয়ে দেখ মা সেখানে হাহাকারের রুদ্ধশ্বাস আহত ভুজঙ্গের ন্যায় হৃৎপিণ্ড দংশন করছে। গতবার যাদের দেখে গিয়েছিলে সেই তোমার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ যারা তোমার সন্তানহৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে শৃঙ্খল মুক্ত ক'রে স্বাধীন রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই মহাত্যাগী দেশের মানসপুত্র, এ জগতে আর নাই। গতবার তারা ছিল—শ্রেষ্ঠ পূজারীর আসন গ্রহণ ক'রে হৃদয়ের কামনা-কুসুমে তোমার অর্চ্চনা ক'রেছিল—এবার আর তারা নাই। বল মা বাঙ্গালার কি দুর্ভাগ্য!!

তাই বলি জননি, হে অভয়া বরাভয়প্রদায়িনী রূপে ছুটে এস,—বাজিয়ে দাও মা তোমার অভয়বাণীর শুভ শঙ্খ; সারা বাঙ্গালায় সাড়া প'ড়ে যাক্—তুমি এসেছ, আমাদের দুঃখদৈন্য দূর করতে, আমাদের মোহ কালিমা ধুয়ে ফেলতে, আমাদের জ্বালাময় হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিতে।

ইচ্ছাময়ী জননী, তুমি ইচ্ছা করলে ত' সবই পার। তবে তোমার সন্তানগণকে এত দুঃখ দিচ্ছ কেন মা? তোমার একটি করুণাকটাক্ষে এ ত' সামান্য বন্ধন, ভববন্ধনমুক্ত হওয়া যায়, বল মা আনন্দময়ি তবে এ বন্ধন কেন? বল মা ইচ্ছাময়ী, কবে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে এ বন্ধন শিথিল হ'য়ে যাবে—তোমার কাঙাল সন্তানগণ দুটো পেট ভ'রে খেতে পাবে?

হায়! হাস্যময়ী শারদীয়া প্রকৃতি কেন বিষণ্ণা! ক্ষেত্রে শস্য নাই, নদীতে জল নাই, বৃক্ষে ফল নাই—তেমনভাবে শিউলিফুল আর তলা বিছিয়ে পড়ে না, নূতন কাপড় পরতে পাবে বলে ব্যাধিদুর্ব্বল পল্লী-বালকগণ আর তেমনভাবে করতালি দিয়ে নাচতে পারে না।

ও কি জননী—এই দুঃস্থ প্রকৃতির অন্তরালে ব'সে কি বলছ মা। তুমি বলছ—ওরে বৎসগণ! ওরে অমৃতের সন্তানগণ! পাশ্চাত্য মোহমদিরায় তোরা উন্মত্ত, তাই তোদের বন্ধন ক'রে রেখেছি—যদি কখনও পাশ্চাত্য মোহ-মদিরা ত্যাগ ক'রে প্রকৃতিস্থ হ'স্, যদি কখনও সেই ঋষি ভাবে, সেই আর্য্য ভাবে, সেই সত্যসনাতন ধর্ম্মভাবে নিজেদের গ'ড়ে তুল্তে পারিস্—তবেই তোদের বন্ধনমুক্ত হবে, তবেই তোদের দৈন্যের শেষ হবে,—ওরে ভ্রান্ত, তোরা স্বধর্ম্মে ফিরে এলে প্রকৃতিও স্বধর্ম্মে ফিরে আস্‌বে—নতুবা নান্যঃ পন্থাঃ।

মাতৃবোধন।

[শ্রীচুণীলাল গোস্বামী]

যুগান্তরের গাঢ় অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া—উদয়াচলের শিখর রঞ্জিত করিয়া—সপ্ত সাগরের জল উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যের উদয় হইতেছে। দীর্ঘ আঁধারের পর আলোকরশ্মি বড় স্নিগ্ধ, বড় মধুর! কে কোথা নিদ্রামগ্নে গৃহকক্ষে আছ মা জাগ! জাগ! নবোদিত আদিত্যকে আরতির দীপে শঙ্খ বাজাইয়া বরণ করিয়া নাও—জন্ম সার্থক হউক। তোমার চিরম্লান পাণ্ডুর দেহে নব জয়ের শক্তি দিতে—তোমার গৃহের শোভা উজ্জ্বল করিতে—তোমার ক্ষেত্রের ফসল পূর্ণ করিতে—তোমার সিংহাসন দৃঢ় করিতে, তোমায় মানুষ গড়িতে স্বর্গের দেবতা আজ করুণার প্রস্রবণ মুক্ত করিয়াছেন। মাথা পাতিয়া লইবার এ সৌভাগ্যটুকু ত্যাগ করিও না মা।

হায় মা ভারতের নারী, একদিন তোমরাইত গৃহের লক্ষ্মী ছিলে, দেহের বল ছিলে, প্রাণের আনন্দ ছিলে। ভারতের নারী শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পকলায়, সাহিত্যে কাব্যে, সঙ্গীতে ফুটিয়া যশোসৌরভে দশ দিক্ পূর্ণ করিতে। শুধুই কি তাই—তোমরাই আবার সারথ্যে, বীরত্বে, ভোগে ত্যাগে অতুলনীয়া ছিলে। তখন ভারতে নারীর মর্য্যাদা ছিল। দেশে নারীর আসন সম্মানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গৃহে বধূলক্ষ্মী আনিতেন, কন্যা দেবী হইতেন, মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী ছিলেন, পত্নী সম্রাজ্ঞী হইতেন, ভগিনী স্নেহভাগিনী ছিলেন, আত্মীয়াতে সম্মান ছিল, কুটুম্বিনীতে শ্রদ্ধা ছিল। সেবিকা দাসীতেও স্নেহের বিনিময় ছিল। সে যুগের নারী নারীই ছিল, এ যুগের মত আত্মবিস্মৃতা ছিল না। সে সুখের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সৌভাগ্যও অস্তমিত হইয়াছে। আজি এই মহাশক্তি সাধনার পুণ্যক্ষণে জাগ মা ভারতের নারী! বিগত মহিমা উজ্জ্বল করিয়া ভারতে নারী মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় সে মধুর অতীতকে বর্ত্তমান কর।

বল মা, এই হৃদয়হীন, শক্তিভোলা দেশসন্তানগণের কর্ণে কর্ণে প্রাণের ভাষায় বল যে—রমণী শুধু রমণীয়াই নহে। এই অন্নপূর্ণার স্নেহ হস্ত নারী মর্য্যাদা রক্ষায় বজ্রের বল ধরে,—এই হীনা অবলাই ভীমা ভীষণার মূর্ত্তি ধরে। নারীর রোষ কটাক্ষে কোটী ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তন ঘটে। ক্ষুধাতে অন্ন, তৃষিতে জল, রোগে সেবা, দুর্ব্বলে বল—সেও যেমন আমাদেরই কোমল হস্তের দান; আবার তেমনি আমরাই লোভীর লোভে, কামুকের কামে, হৃদয়হীনের আচরণে, শঠের শাঠ্যে দণ্ড দিতে যুগে যুগে বগলার বজ্রমুষ্টি ধারণ করি। মাতৃহৃদয়ে স্নেহক্ষীরের অন্তস্তলে তীব্র হলাহল সদা জাগ্রত আছে। অবুঝ মানব, এ হৃদয় মথিত করিয়া মৃত্যুর পথে ছুটিয়াছে মা। আদ্যাশক্তির অংশরূপিনীরূপে হে ভারতের দেবীপ্রতিমা আজ তাহাকে শক্তির পথে ফিরাও মা।

বিল্বমূলে বোধন বসিয়াছে, মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর আবাহন হইতেছে। আজ এস মা, ভারতের অতীতগৌরববাহিনী মা আমার! আমার সাধনার সিদ্ধি, ভাবের ঋদ্ধি জননীর দল! মাতৃযজ্ঞের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আবার বল,—"হতভাগ্য কাপুরুষের দল, যাদের দেশে রমণী অরক্ষিতা,পদে পদে দলিতা, বিপথে পরিচালিতা অত্যাচারিতা—তাদের এ বোধন সাজে না। এই মাতৃমাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন—দেববৃন্দ। এই তত্ত্ব শিখিয়াছিলেন—ঋষি মার্কণ্ডেয়। এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন—সুরথ, রামচন্দ্র। এ জীবন্তের পূজা—মৃতের নয়।

শ্রীদুর্গাপূজা।

[প্রভুপাদ শ্রীমুরলীমোহন গোস্বামী]

অনেকে বলেন, দুর্গাপূজাটি বৈষ্ণবের [illegible] এ মত কিন্তু মনোরম নহে। শ্রীশ্রীহরিভ[illegible] মার্গশীর্ষমাসকৃত্য কথনে কাত্যায়নী পূজা করিতে গ্রন্থকার মত দিয়াছেন। প্রমাণ দিয়াছেন নিম্নলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধীয় শুকবচনটী—

"হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকা।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনং ব্রতং।"

হেমন্তঋতুর প্রথম মাস মার্গশীর্ষে (অগ্রহায়ণে) নন্দব্রজকুমারীগণ হবিষ্যভোজন করিয়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনা ব্রত করিয়াছিলেন, কামনা ছিল—পতিরূপে নন্দসুতকে পাওয়া।

পদ্মপুরাণে আশ্বিনে কাত্যায়নীর অর্চ্চনারূপ নবরাত্রব্রতের অনুষ্ঠান বৈষ্ণবের জন্য উক্ত হইয়াছে—

আশ্বিনে শুক্লপক্ষে চ নবরাত্র-ব্রতং চরেৎ।
পূজয়েৎ তত্র দুর্গাঞ্চ বৈষ্ণবো হি বলিং বিনা।

আশ্বিন মাসে শুক্ল পক্ষে প্রতিপদাদি নবরাত্র নবদিনে (ব্রত, হবিষ্যভোজন, প্রাতঃস্নান, একাহার নিয়ম) করিবে। ঐ নবদিনে বৈষ্ণব বলি ব্যতিরেকে দুর্গা পূজা করিবে।

মেষ মহিষ ছাগাদি পশুবধ ও তাহার মুণ্ড মাংস রুধির সম্পর্করূপ বলি বৈষ্ণব দিবে না। বৈষ্ণবের সাত্ত্বিকী পূজাতেই অধিকার।

"সাত্ত্বিকী জপ যজ্ঞাদ্যৈ-
নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।"

জপযজ্ঞ নিরামিষনৈবেদ্যদ্বারা যে পূজা তাহাই সাত্ত্বিকী। বলি সমর্পণদ্বারা যে পূজা তাহার নাম রাজসী। সাত্ত্বিকপুরুষ বৈষ্ণবের সাত্ত্বিকী দুর্গাপূজাতেই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

আমার ভাবনা।

[শ্রীটকি—]

বর্ষা বারি-বিধৌত শস্যশ্যামল, বাঙ্গালার পল্লীতে জ্যোৎস্নাস্নাত শরতের শুক্লপক্ষের শুভ দিনে শুভমুহূর্ত্তে, ঐ যে ব্রাহ্মণের পবিত্র কণ্ঠের ধ্বনি আজও শ্রুতগোচর হয়,—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্বোধয়ামি সুরেশ্বরীং"।

ও কাহার বোধনের বাণী? আজ যে বাবুর দল আনন্দে আত্মহারা হইয়া গৃহিণীর মুখে বীণাধ্বনি শুনিতে, পুত্র কন্যার মুখে হাসির চন্দ্রিকা ফুটাইতে কত কি করিতেছ; তোমাদের অবসর আছে কি—ঐ বাণী শুনিতে, ঐ বাণীর মর্ম্ম বুঝিতে? ও সেই পাহাড়ে-মেয়ে পাষাণীর উদ্বোধনের বাণী। ও বাণীতে শিবের ক্রোড়ে সুখসুপ্তা শিবাণীর সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায়। পাষাণীর প্রাণ দ্রব হয়, তাই ঐ বাণীতে আমার পাষাণী মা সন্তানকে করুণার পীযূষ ধারায় সিক্ত করিতে পাহাড় ছাড়িয়া ধরায় নামিয়া আসেন।

মা আমার করুণাময়ী, আনন্দময়ী সন্তানবৎসলা,—তবু ও মা আমার নাম কিনিয়াছে—পাষাণী। কেন? মা আমার পাষাণে মেয়ে,—কত তপস্যায়, কত আরা- কত পুণ্যে, পাহাড়-গিরিরাজ এই গিরিজাকে লাভ করিয়াছিল তাহার কি ইয়ত্তা আছে! মা আমার তাই পাহাড়কে বাবা বলিয়াছে, পাহাড়ের কোলে চিরস্থির হইয়া বাসা লইয়াছে। মা আমার বাবার ঘর ছাড়িতে রাজি হয় না, তাইত শ্মশানবাসী ভোলানাথকেও ভুলাইয়া ঘরজামাই বানাইয়াছে। যারা আমার করুণাময়ী মা'র করুণার এ ধারা না বুঝে, তাহারাই মাকে আমার পাষাণী বলিয়া কঠোরা নিষ্করুণা ভাবে।

আজ দেবগণের মধ্যরাত্রি, সকলে নিদ্রিত, কৈ আর কেহ ত মধ্যরাত্রে সন্তানের ডাকে জাগে না, আর কাহারও ত বোধন এ সময়ে হয় না—এ সময়ে সন্তানের ডাকে জাগে শুধু আমার করুণাময়ী মা! শুধু কি জাগে? বাবা-পাহাড়ের হৃদয় শূন্য করিয়া শিবকে সঙ্গে লইয়া শিব-সীমন্তিনী ধরায় অবতীর্ণ হইয়া সন্তানের অশিব দূর করিয়া দেন।

কিন্তু এ কথা কি বাঙ্গালী বাবুরা বুঝিবে। তাই ত আজ এই শুভ দিনে, মা আনন্দময়ীর শুভাগমনের মহোৎসবের দিনে ভাবিতেছি—বাঙ্গালী হিন্দু বাবুদের কথা। আমার বয়সে আমি অনেক রকম মূর্খ দেখিয়াছি, হিন্দুর ঘরে এমন পাহাড়ে মূর্খ আমি কখনও দেখি নাই। শুধু যে আমি দেখি নাই তাহা নয়, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি, আমার চৌদ্দ পুরুষেও কখন দেখে নাই।

আজ কি আর বাঙ্গালী সেই বাঙ্গালী আছে? আজ হিন্দুবাবুর দল কি মায়ের মহিমা বুঝে? আজ পরের টানে কর্ণ, শ্রুতি শক্তিহীন, তা মায়ের বোধনবাণী শুনিবে কে? যখন বাঙ্গালার হিন্দু-সন্তান মায়ের মর্ম্ম বুঝিত, মায়ের বোধনের বাণী শুনিত, যখন মায়ের টানে যে যেখানে থাকিত ছুটিয়া পল্লীতে মায়ের মণ্ডপে উপস্থিত হইত, যাহার যেমন শক্তি তেমনি ভাবে মায়ের চরণ কমলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া করজোড়ে বলিত—

"ধন্যোঽহং কৃতপুণ্যোঽহং সফলং জীবিতং মম
আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রমং"।

তখন বাঙ্গালী যেমন মায়ের চরণপ্রান্তে মাথা পাতিয়া দিত, মায়ের করুণাধারাও তেমনি বাঙ্গালীকে অভিষিক্ত করিত। তখন বাঙ্গালার পল্লীতে আনন্দের প্রবাহ বহিত, বাঙ্গালীর মুখে হাসি ফুটিত—উৎসবের কোলাহলে বাঙ্গালার হিন্দুর গৃহ মুখরিত হইত। সে উৎসবে সে আনন্দে, সে কোলাহলে অহিন্দুও যোগদান করিত। তখন ত বাঙ্গালার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এমন শূন্য হয় নাই; এমন অবসাদও বাঙ্গালীকে আচ্ছন্ন করে নাই, এমন রোগের যন্ত্রণা, ক্ষুধার তাড়না, শোকের বেদনাও বাঙ্গালায় ছিল না। আজ কেন এমন হইয়াছে? ঐ পাহাড়ে মূর্খতাই বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

আজ বাঙ্গালার দৃশ্য দেখ, বাঙ্গালার আনন্দ দেখ, বুঝিবে কেন এমন হইল। আজ ধনীবাঙ্গালীর পল্লীর বাসভবন জনশূন্য, মাতৃমন্দির ভগ্ন। বাঙ্গালীর আনন্দ আজ শুধু কয়েক দিনের মত গোলামীর পাশমুক্তির জন্য, মায়ের আগমনের জন্য নয়। বাঙ্গালী আজ গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটাইতে চায়— ব্যসনে আসক্ত করিয়া;— মাতৃসেবার সুযোগ দিয়া নয়। একবার দৃষ্টি কর পাহাড়ে মূর্খতার দিকে। যে শুভদিনে মা আমার তাঁহার চিরপ্রিয় পাহাড় ছাড়িয়া পাপ তাপ দগ্ধ সন্তানকে পীযূষ ধারায় শীতল করিবার জন্য বাঙ্গালার ভূমি পবিত্র করিতে আসিতেছেন, সেই সময়ে বাঙ্গালীবাবুর দল মাতৃসেবা ছাড়িয়া জানোয়ারের সহিত মিত্রতা করিতে পাহাড়ের দিকে ছুটিতেছে। এমন পাহাড়ে মূর্খ যে জাতিতে জন্মে, সে জাতি ধরা পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইবে না ত কোন্ জাতি হইবে?

বাঙ্গালী হিন্দু একবার আত্মস্থ হও,—একটু চিন্তা কর—ধনী, জমীদার, সমাজপতি, দেশহিতৈষী, স্বাধীনতা-প্রয়াসী তুমি যদি হিন্দু হও, তাহা হইলে পাহাড়ে মূর্খতা ছাড়। ফিরে যাও মায়ের আনন্দ কানন—লক্ষ্মীর বিলাসভূমি, পল্লীর বাসভবনে। মায়ের বোধন কর, পূজা কর, মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দাও, সাষ্টাঙ্গে মায়ের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া প্রাণের আবেগে ভক্তিভরা কণ্ঠে সকলে সম্মিলিত স্বরে মায়ের শরণ প্রার্থনা কর—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

তোমার দীনতা ঘুচিবে, নিপীড়নে পরিত্রাণ পাইবে; সকল দুঃখ সকল জ্বালা মা তোমার হরণ করিবেন। মা! বুদ্ধিরূপে! সন্তানকে সদ্বুদ্ধি দাও মা।

সাদরাভিমন্ত্রনম্।

[অধ্যাপক শ্রীবাসুদেব স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ]

হা কষ্টং খলু দুর্দ্দিনে সুতগণান্ দৃষ্ট্বাম্ব কষ্টান্ মুহু
র্মাতা নো মহিষার্দ্দিনী শুভকরী মাভৈর্বদন্তীব নু।
সর্ব্বানন্দকরী সুমঙ্গলময়ী দারিদ্র্যবিদ্রাবিণী।
আয়াতা করুণাময়ী করুণয়া পশ্যন্তু তাং সজ্জনাঃ॥

মহাপূজার উপকরণ।

[শ্রীনরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

ধীরে ধীরে একটি একটি দিন চলিয়া গিয়া আবার একটি বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। মনে হইয়াছিল, এবার বুঝি হাসিতে হাসিতে বাঙ্গালী শ্রীজগন্মাতাকে আনিতে পারিবে। কিন্তু হইল কই? বাংলার ঘরে ঘরে আজ রোগ, শোক, অভাব,—পল্লীবাণী আজ বড়ই দুঃস্থ, বড়ই কাতর। সে আজ আশাপথ চাহিয়া আছে—যদি "সর্ব্বমঙ্গলার" আগমনে তার দুঃখের লাঘব হয়। হায়, তাদের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি কি তাঁর কাছে পৌছিতেছে না? তিনি কি সন্তানদের পূজা অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে চান না? এত ছাগ বলিদানেও কি তাঁর লোল রসনা পরিতৃপ্ত হইতেছে না?

আমাদের মা কে? সেই একজনই ত মা, বাপ, বন্ধু—সব। শ্রীভগবান্ শ্রীমুখেই ত গীতায় বলিয়াছেন—"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ"। সেই কৃষ্ণই ত মাতৃরূপে জগৎ পালন ধারণ করিতেছেন। সে মা আমার মহাবৈষ্ণবী; ছাগবলি গ্রহণে তিনি ইচ্ছুক নন। তিনি সত্ত্বগুণের আশ্রয়স্থল, তিনি পূজার বৃথা আড়ম্বর ভালবাসেন না। তিনি দয়াময়ী, প্রেমময়ী: তাই তিনি জীবের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ঘৃণা, বিদ্বেষ সহ্য করেন না। তিনি বিশ্বনিয়ন্ত্রী, তাই নিয়মভঙ্গকারীকে শাস্তি দেন। তাঁহার আদেশ পালনে বিমুখ জীবকে দণ্ড গ্রহণ করিতেই হয়।

সত্যই কি আমরা তাঁর হুকুম—সেই রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি। তাই কি আমাদের এ মলিন দশা? এ যুগে যে তাঁরই হুকুম—"হরের্নামৈব কেবলং"। নামই যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত,—নামই গতি, মুক্তি,—নামই সাধনা একমাত্র মন্ত্র—তাঁকে পাবার পরম উপায়। ছোট বড় ভুলিয়া, হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার পরমমঙ্গল নাম কীর্ত্তনই বাংলার উপর হুকুম। বৃথা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আমরা সেই ভগবৎবাণী উপেক্ষা করিয়াছি। পূজার নামে নিজেদের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছি। আত্ম স্তুতির পরিবর্ত্তে আমরা নিরীহ জীব বলি দিয়াছি। সত্ত্বগুণের স্থানে ভীষণ তমের উপাসনা করিয়াছি। তাই বুঝি আমাদের প্রতি এই কঠোর শাসন!

আবার মা আসিবেন। আবার সন্তানদের পূজা গ্রহণ করিবেন। আবার বাংলার দশদিক্ সেই পুণ্যের স্পর্শে আনন্দে ভরপুর হইবে। সে পূজার উপকরণ ছাগবলি নহে—সে পূজার উপকরণ তমঃ নহে। সে পূজার উপকরণ কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন—ভক্তি, প্রেম।

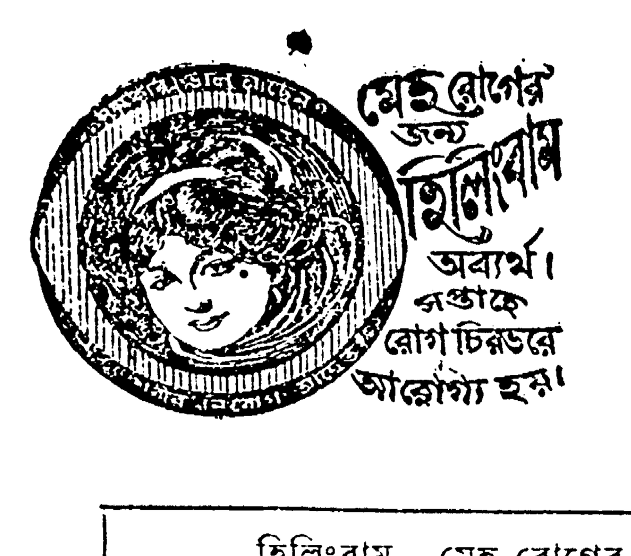

হিলিংবাম এক মাত্রায় উপকার দেয়।
হিলিংবাম একদিনে যন্ত্রণা দূর করে।
হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে।
হিলিংবাম পুরুষ স্ত্রী উভয়কেই আরোগ্য করে।
হিলিংবাম ৩১ বৎসরের পুরাতন।

হিলিংবাম—মেহ রোগের সর্ব্ব অবস্থায় রোগী আরোগ্য করিতে সমর্থ। এইজন্য বহুমান্য ডাক্তারগণ হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক ও ব্যবস্থাপক। নিম্নে দুচারজন ডাক্তারের নাম দিলাম। এমন শত শত ডাক্তারের প্রশংসাপত্র আমাদের আছে। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে তালিকা পুস্তক জন্য লিখুন, বিনামূল্যে ব্যবস্থাসহ পাঠাইব।

কতিপয় ডাক্তারের নাম—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই, এম, এস এম, এ, এম-ডি এফ-আরসি-এস এস-এস-এস-সি, পি এইচ ডি ইত্যাদি।
লেপ্টনান্ট কর্ণেল এন পি, সিংহ আই এম, এস, এম আর-সি-পি, এম আর সি এস।
মেজর বি, কে, বসু আই এম এস, এম-ডি-এস-এম।
[illegible]ন এস,এন, চৌধুরী আই এম-এস এম আর, সি এস, এল আর সি পি।
ডাক্তার ই: এস পুষং এম ডি, , এস চক্রবর্ত্তী এম ডি, মনিয়ার এম বি সি এম; নিউজেন্ট কল আর সি পি এণ্ড এস, ফারমী এল-আর সি-পি এণ্ড এস ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲; মাঝারি ২৷৷০; ছোট ১৸০ টাকা; ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গর্ম্মী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্প বিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন। তার পর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে সকলেকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা গরমী প্রভৃতি রক্তদোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয় দেহ সতেজ হয়, রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত, গাদ্দ, কাসি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে মূল্য প্রতি শিশি (১৬দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০; ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্, ১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম 'হিলিং' কলিকাতা।

বাল্যের অনিয়ত অত্যাচারে
আজ যৌবনের দ্বারে বসিয়া
ভাবিলে কি হইবে?

আর ভাবিতে হইবে না
বাদশাহগণের পরীক্ষিত সঞ্জীবনী

তিলাই আকবরী

কশীরতা আজাম।

বৃদ্ধের শরীরেও বিদ্যুৎ সঞ্চার করে

যাঁহারা যৌবনে হতাশ হইয়াছেন, একবার পরীক্ষা করুন। সমস্ত চিঠিপত্র গোপনে রাখা হয়। মূল্য ৩।০ তিন টাকা চারি আনা মাত্র।

ম্যানেজার—কাদরী এণ্ড কোং
আগরা (ইউ পি)
KADRI & CO, AGRA (U P)

স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার উপায়।

মূত্রাশয় দুর্ব্বল বা বিকৃত হইলে উহা রক্ত হইতে ইউরিক্ এসিড্ (মূত্রজাত বিষাক্ত পদার্থ বিশেষ) রীতিমত বিদূরীত করিতে পারে না, সুতরাং এই বিষাক্ত পদার্থ শরীরে সঞ্চিত হইয়া স্বাস্থ্যের হানি করে ও তজ্জন্য নানারোগ উপস্থিত হয়।

মূত্রাশয় দুর্ব্বল বা বিকৃত হইলে সচরাচর পৃষ্ঠবেদনা, অনিদ্রা, পিপাসা, ক্লান্তিবোধ, হৃৎপিণ্ডের ও স্নায়ুমণ্ডলের দৌর্ব্বল্য, মাথাধরা, দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য, মাথাঘোরা, গাঁটে ও মাংসপেশীতে বেদনা, স্মরণশক্তির হ্রাস, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নানা লক্ষণ প্রকাশ পায় ও মূত্রের পরিমাণ হ্রাস ও মূত্র বিবর্ণ ও ঘোলা হয়। এই সকল লক্ষণ উপেক্ষা করিলে ক্রমে মূত্রাশয় সংক্রান্ত নানারোগ, বাত, শোথ, বহুমূত্র ও ব্রাইট্‌স ডিজিজ্ (মূত্রাশয়ের ক্ষয়রোগ) উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকগণ ও এই কারণে নানাবিধ রোগে কষ্ট পান, ও অনেকের মনে সেই সকল রোগ স্ত্রীরোগ বিশেষ বলিয়া ভ্রম হয়।

ডোন্ সাহেবের পৃষ্ঠবেদনা নাশক ও মূত্রাশয়ের রোগ নাশক বটিকা (ডোনস্ ব্যাক্ এক্ কিড্নি পিল্‌স্) মূত্রাশয় ও মূত্রযন্ত্রের সমস্ত রোগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে মূত্রাশয় ও মূত্রযন্ত্র প্রকৃতিস্থ ও সবল হইয়া শরীর হইতে ইউরিক্ এসিড্ বিদূরীত করে, তাহা হইলেই শরীর সুস্থ ও সবল হয়। বলা বাহুল্য যে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে মূত্রাশয়ের কার্য্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিৎ। উপরোক্ত ঔষধ মূত্রাশয়ের ও মূত্রযন্ত্রের সর্ব্বপ্রকার রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

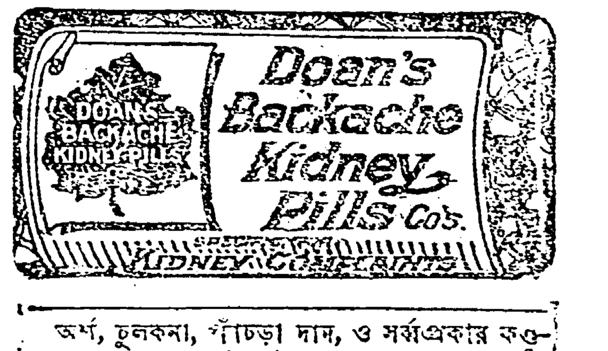

অর্শ, চুলকনা, পাঁচড়া দাদ, ও সর্ব্বপ্রকার কণ্ডু-রোগ, ডোনস্ অয়েন্টমেন্ট (ডোন্ সাহেবের মলম) ব্যবহারে অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়, সকল ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়। মূল্য—২৲ টাকা।

স্মিথ, ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোম্পানী, এজেন্টস্, কলিকাতা। (Be.

অযথা বিলম্ব অতি নিষ্প্রয়োজন!

—জানেন ত ?—

কুন্তলবৃষ্য তৈল—স্নিগ্ধ গন্ধে অনুপম।
কুন্তলবৃষ্য তৈল—কেশের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক।
কুন্তলবৃষ্য তৈল—মাথা ঠাণ্ডা রাখে।
কুন্তলবৃষ্য তৈল—নির্ম্মলতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ!

সুলভে বিক্রীত বাজে তৈল ব্যবহার করার প্রলোভনটী একবার ত্যাগ করিয়া—আমাদের এই

কুন্তলবৃষ্য তৈল

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন!

ব্যবহারে আনন্দ!

উপহারে আনন্দ!

মূল্য প্রতিশিশি—১৲ এক টাকা
তিন শিশি—২৷০ টাকা
১২ শিশি—৯৲ টাকা
ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

ভূনিম্বাদিকষায়

জ্বরের যম।

ইহা ব্যবহারে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

মূল্য—১ শিশি ১৲, ডজন—১০৲ টাকা।
ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

এক সপ্তাহেই আশাতীত ফল দর্শিবে।

কবিরাজ বিনোদলাল সেনের
আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
৩৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কবিরাজ—
শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন-কবিভূষণ
চিকিৎসক।

আসমুদ্র ভারতব্যাপী

বিজয় গৌরব গীতি!

কে শ র ঞ্জ ন-তৈল
কে শ র ঞ্জ ন তৈ ল
কে শ র ঞ্জ ন-তৈল
কে শ র ঞ্জ ন তৈ ল

কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল
কেশরঞ্জন তৈল

মাথা ঠাণ্ডা করে।
কেশ বৃদ্ধি করে।
সুগন্ধে পারিজাত জয়ী।
মা লক্ষ্মীদের শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ
পরীক্ষার্থী ছাত্রের সুহৃদ্।
চুলের গোড়া শক্ত করে।
মাথার মরামাস নষ্ট করে।
রাত্রে সুনিদ্রার সহায়।
সর্ব্বদাই চিত্ত প্রফুল্ল...

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা। ডাক ব্যয় সাত আনা।

কেবল মাথায় হাত দিয়া ভাবিলে ইকি বিপদের প্রতিকার হয়?

আবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করা চাই। নচেৎ বিপদ আরও চাপিয়া ধরে। আপনার ঐ জীর্ণজ্বর ও ম্যালেরিয়া দিবারাত্রব্যাপী জ্বর যাইতেছে না কেন? কারণ আর কিছুই নাই যে সে ঔষধ সেবনে জ্বর বন্ধ করিবার চেষ্টা। এ চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। আজ হইতে রোগীকে আমাদের "পঞ্চতিক্ত বটিকা" সেবন করিতে দিন। ইহাতে কুইনাইন আরসেনি নাই, এজন্য জ্বর আরাম হয়, আটকাইয়া থাকে না।

মূল্য প্রতি কৌটা ৩০ বটী এক টাকা ডাকমাশুল চারি আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং
লিমিটেড।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮। ১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শক্তিপদ সেন

Registered No. C 76

রেজিষ্টার্ড নং সি, ৭৬

৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

পল্লীবাসী

বৈষ্ণব সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

PALLIBASI

Bengali Weekly. Kalna, Bengal.

সম্পাদক—শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯শ বর্ষ | ১৭ই ভাদ্র, বুধবার, সন ১৩৩২, ইং ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৫। | ২১শ সংখ্যা

পল্লীবাসীর নিয়মাবলী।

১। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। নগদ মূল্য ／০ এক আনা। পুরাতন সংখ্যা যত সপ্তাহ তত আনা, যত বৎসর তত টাকা।

২। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ অগ্রিম দেয়। ভিঃ পিঃ অপেক্ষা মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে খরচও কম, কাগজও শীঘ্র পাওয়া যায়।

৩। বিজ্ঞাপনের দর ৩ সপ্তাহ তক্ প্রতি লাইন ।০ চারি আনা। বিশেষ চুক্তির জন্য পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করা দরকার। মফঃস্বলে ইহার প্রচারের তুলনায় দর কম।

ম্যানেজার,
'পল্লীবাসী'—কালনা, বৰ্দ্ধমান।

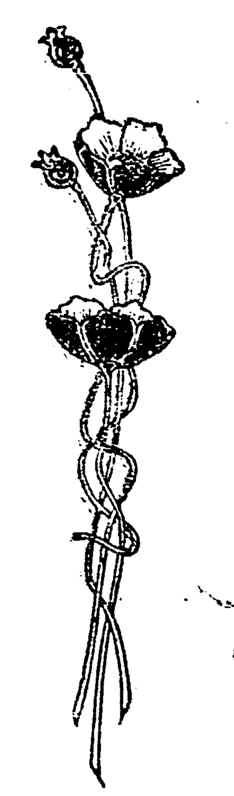

কলিকাতা কার্য্যালয়।

১। সকলের সুবিধার জন্য কলিকাতায় পল্লীবাসীর এক শাখা-কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে।

২। পল্লীবাসী সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য এখানে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

৩। পল্লীবাসী-কার্য্যালয় ও বিশ্বম্ভর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি সমস্ত পুস্তক এখানে পাওয়া যায়।

৪। বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে যা কিছু অর্ডার দিবার সময় পল্লীবাসীর নাম উল্লেখ করিতে গ্রাহক ও পাঠকগণকে অনুরোধ।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,
ম্যানেজার,
১১ মধু গুপ্ত লেন, কলিকাতা।

বৈষ্ণব ঐতিহাসিক শ্রীল মুরারিলাল অধিকারী প্রণীত

বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী

বা সহস্র বৎসরের সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমতের সারাংশ।

১। শ্রীপাদ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—

আমি ইতিপূর্ব্বে আর এরূপ গ্রন্থ কখনও দেখি নাই। যদি কখনও ঐতিহাসিক কাল অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিতে হয়, তবে অভিধানের ন্যায় এই গ্রন্থখানি প্রথম দেখিয়া লইব।

২। শ্রীল পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংখ্যতীর্থ।

(পল্লীবাসী সম্পাদক)

"যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থকার বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা অপূর্ণ দিক পূর্ণ করিবার আয়োজন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে সকলেই বৈষ্ণব সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

৩। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ।

(সোনার গৌরাঙ্গ সম্পাদক)

"এই জাতীয় গ্রন্থ বৈষ্ণবজগতে বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানির উপাদান সংগ্রহে এবং ঘটনাবলীর প্রণালীবদ্ধ ধারাবাহিক সঙ্কলনে গ্রন্থকারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বর্ণনীয় বিষয় সমূহের কাল নিরূপণে তাঁহার গভীর গবেষণা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। এই গ্রন্থখানি গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় প্রতি গৃহেই রক্ষিত হইবার যোগ্য। আমাদের বিশ্বাস এই একখানি গ্রন্থই গ্রন্থকারকে অমর করিয়া রাখিবে।"

৪। শ্রীল অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি।

"গ্রন্থখানি প্রত্যেক বৈষ্ণব সাহিত্যসেবীর কাছে গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত হইবে বলিয়া আমার আশা এবং প্রত্যেক ভক্তের কাছে ইহা আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।"

৫। শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

"এই গ্রন্থের সংগ্রহ সঙ্কলন, বিশেষতঃ কালনিরূপণ ব্যাপারটি যে কি সুন্দর প্রণালীতে ও বিশুদ্ধভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা যিনি ধীরভাবে আলোচনা করিবেন তিনিই গ্রন্থকারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। এতদিন পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশেষতঃ সাহিত্যিকগণের একটা বিশেষ অভাব পূরণ হইবে।"

৬। শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী।

"গ্রন্থখানি শ্রীবৈষ্ণবগণের পক্ষে একটি উজ্জ্বল রত্নবিশেষ এবং প্রতি বৈষ্ণবের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও পঠনীয় বিষয়।"

৭। শ্রীপাদ কানুপ্রিয় গোস্বামী।

"এই গ্রন্থে বৈষ্ণব ইতিহাস সঙ্কলনের যথার্থই একটি অভিনব ধারা আবিষ্কৃত হইয়াছে।"

৮। শ্রীল মধুসূদন দাস অধিকারী।

"খ্রীষ্ট একাদশ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সহস্র বৎসরের বৈষ্ণবজগতের প্রায় যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য শকাব্দ ও খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখে ধারাবাহিক ক্রমে এই গ্রন্থে অতীব নিপুণতার সহিত প্রাঞ্জল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে।" (ক্র

৯। প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—

সম্পন্ন হইয়া

প্রভু আপনা

১০। শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, শ্রীবৃন্দাবনধাম—

বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী পুস্তিকা বৈষ্ণববৃন্দমুল্লাসয়ন্ত্যৈতিহাসিকানপ্যানন্দয়িষ্যতি। যতোঽনয়ৈতিহাসিক জ্ঞানপুরঃসরং বৈষ্ণবস্মরণলক্ষণং ভক্ত্যাঙ্গমপি সেৎস্যতি।

১১। শ্রীল ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ—

এই গ্রন্থ সংকলনে শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকারের উৎসাহ, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও গভীর গবেষণা বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই গ্রন্থের এক খণ্ড গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

১২। শ্রীল মুরারিমোহন কাব্যতীর্থ গোস্বামী—

গ্রন্থ সঙ্কলনে তথ্যানুসন্ধানার্থ মহাশয় যে বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

১৩। শ্রীল দীনেশচন্দ্র গীতরত্ন (ভক্তি সম্পাদক)

গ্রন্থখানির প্রত্যেকটি লাইনই অতি মূল্যবান্‌। এরূপ গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত আমাদের চোখে নাই।

১৪। শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী (বিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গ সম্পা

প্রকৃত বৈষ্ণব ইতিহাসের অভাবে আধুনিক বৈষ্ণব চরিত্র জীবনী গুলির মধ্যে যে সকল ঐতিহাসিক ভ্রমপ্রমাদ দোষ ঘটিয়াছে, ত গ্রন্থ প্রকাশে সংশোধিত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

শ্রীপাদ নন্দনন্দনাদেব গোস্বামী

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।

আপনার পুস্তিকা পাঠে পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি, আপনি জগতের যে একটি উজ্জ্বলরত্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপনার প চেষ্টা সর্ব্বত্র বিজয়মণ্ডিত হইবে।

১৬। শ্রীল বিজয়গোবিন্দ গোস্বামী—

এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আপনি বৈষ্ণবসমাজের একটি বিশেষ মোচন করিলেন। আশা করি এই সুন্দর ইতিহাস ঘরে ঘরে চির পঞ্জি বিরাজিত হইবে।

১৭। শ্রীপদরেণু দাস, শ্রীধাম বৃন্দাবন—

আপনি এই গ্রন্থদ্বারা বৈষ্ণব জগতের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আপনার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি।

১৮। আনন্দবাজার পত্রিকা—

এই গ্রন্থের লেখক কেবল ভক্ত নহেন, তিনি বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপণ্ডি তিনি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহা অতি দুঃসাধ্য, কিন্তু তিনি সেই দুঃসাধ কার্য্যেও বহুল পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যিনি বৈ ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিবেন, এই গ্রন্থ তাঁহার পক্ষে আলোকে বর্ত্তিকার ক করিবে। গ্রন্থকার প্রাচীন ও আধুনিক এবং মহাপ্রভুর সমসাময়িক বৈ সাহিত্যসমুদ্র মন্থন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যায়।

১৯। হিতবাদী পত্রিকা—

পুস্তকখানি বৈষ্ণব ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সার। হাজার বৎসর পূ হইতে বৈষ্ণব ইতিহাসের ধারা কি ভাবে চলিয়াছে, ইহাতে তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের পক্ষে এখানি যে দিগ্‌দর্শনী হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমুরারিলাল অধিকারী।

১৮।১এ, ...ল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা।

অযথা বিলম্ব অতি নিষ্প্রয়োজন!

—জানেন ত?—

কুন্তলবৃষ্য তৈল—সুগন্ধ গন্ধে অনুপম।
কুন্তলবৃষ্য তৈল—কেশের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক।
কুন্তলবৃষ্য তৈল—মাথা ঠাণ্ডা রাখে।
কুন্তলবৃষ্য তৈল—নির্ম্মলতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সুলভে বিক্রীত বাজে তৈল ব্যবহার করার প্রলোভনটী একবার ত্যাগ করিয়া—আমাদের এই

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন!

ব্যবহারে আনন্দ!

উপহারে আনন্দ!

মূল্য প্রতিশিশি—১৲ এক টাকা
তিন শিশি—২৷৹ টাকা
১২ শিশি—৯৲ টাকা
ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

ভূনিম্বাদিকষায়

জ্বরের যম।

ইহা ব্যবহারে
ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

মুল্য—১ শিশি ১৲, ডজন—১০৲ টাকা।
ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

এক সপ্তাহেই আশাতীত ফল দর্শিবে।

কবিরাজ বিনোদলাল সেনের
আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
৩৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কবিরাজ—
শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন-কবিভুষণ
চিকিৎসক।

আসমুদ্র ভারতব্যাপী

বিজয় গৌরব গীতি!

কে শ র ঞ্জ ন-তৈল
কে শ র ঞ্জ ন তৈ ল
কে শ র ঞ্জ ন-তৈল
কে শ র ঞ্জ ন তৈ ল

কেশরঞ্জন তৈল — মাথা ঠাণ্ডা করে।
কেশরঞ্জন তৈল — কেশ বৃদ্ধি করে।
কেশরঞ্জন তৈল — সুগন্ধে পারিজাত জয়ী।
কেশরঞ্জন তৈল — মা লক্ষ্মীদের শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ
কেশরঞ্জন তৈল — পরীক্ষার্থী ছাত্রের সুহৃদ্‌।
কেশরঞ্জন তৈল — চুলের গোড়া শক্ত করে।
কেশরঞ্জন তৈল — মাথার মরামাস নষ্ট করে।
কেশরঞ্জন তৈল — রাত্রে সুনিদ্রার সহায়।
কেশরঞ্জন তৈল — সর্ব্বদাই চিত্ত প্রফুল্লকর।

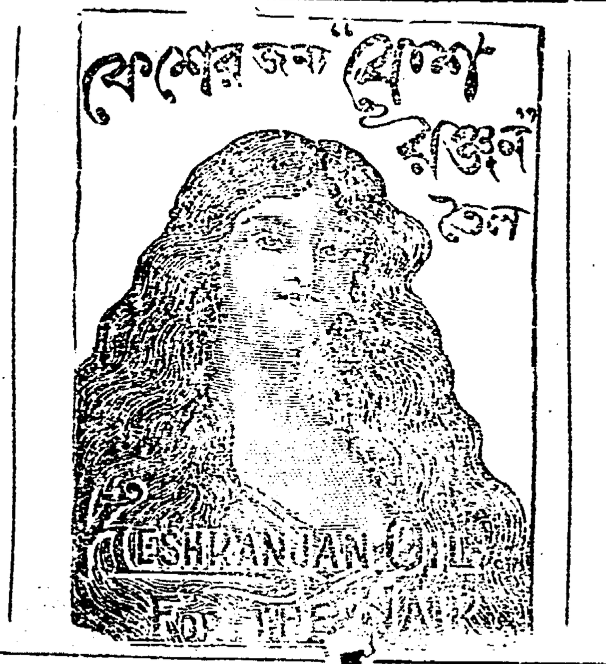

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কেবল মাথায় হাত দিয়া ভাবিলে ইকি বিপদের প্রতিকার হয়?

আবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করা চাই। নচেৎ বিপদ আরও চাপিয়া ধরে। আপনার ঐ জীর্ণজ্বর ও ম্যালেরিয়া দিবারাত্রব্যাপী জ্বর যাইতেছে না কেন? কারণ আর কিছুই নাই যে সে ঔষধ সেবনে জ্বর বন্ধ করিবার চেষ্টা। এ চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। আজ হইতে রোগীকে আমাদের "পঞ্চতিক্ত বটিকা" সেবন করিতে দিন। কইহাতে কুইনাইন আরসেনি নাই, এজন্য জ্বর আরাম হয়, আটকাইয়া থাকে না।

মূল্য প্রতি কোটা ৩০ বটী এক টাকা ডাকমাশুল চারি আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং
লিমিটেড।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮। ১ ও ১৮ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শক্তিপদ সেন

প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে ঘরে থাকা উচিত।

বাংলার পল্লীগ্রামে প্রতি বৎসর বহু ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায় অথবা প্রকৃত সুচিকিৎসার অভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার কারণ, পল্লীগ্রামে প্রয়োজনমত সর্ব্বসময়ে সুচিকিৎক এবং বিশুদ্ধ ও সতেজ ঔষধ পাওয়া যায় না, এইজন্য স্বভাবতঃ রোগ প্রথমে সামান্যরূপ ধারণ করিয়া পরে প্রকৃত সাংঘাতিক স্বরূপ প্রকাশ করে। এই কারণ বশতঃ পল্লী-বাসীগণ স্ব স্ব গৃহে বসিয়া যাহাতে সচরাচর রোগগুলির প্রথম অবস্থা হইতে সহজেই মুক্তিলাভ ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া সুখে কালাতিপাত করেন, সেই জন্য আমরা নিম্নে কতকগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ঔষধের উল্লেখ করিলাম। রোগ কঠিন হইলে আমাদের পত্রদ্বারা আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সহ জানাইলে আমরা সাদরে বিনামূল্যে রোগের ব্যবস্থা সত্বর দিয়া থাকি।

কবিরাজ রাখালচন্দ্র সেন, এল এম এস।
কবিরাজ শ্রীসুধীরকুমার সেন।

কবিরাজ রাখালচন্দ্র সেন এল এম এস প্রণীত

আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর—ইহা দ্বারা সামান্য লেখাপড়া জানা ব্যক্তিও সহজে সুচিকিৎসা করিতে পারিবেন।
মূল্য বাঁধাই ২৲ আবাঁধাই ১৷৹ টাকা।

রোগ	ঔষধ	মূল্য
১। সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও তজ্জনিত উপসর্গ সমূহ নিবারণ করিতে—	জ্বরবজ্র	এক শিশির মূল্য ৸৵০ ভিঃ পিঃতে ১৲ তিন শিশির মূল্য ২৷৵০ ভিঃ পিঃতে ২৸০
২। খোস, পাঁচড়া ও সর্ব্বপ্রকার বাত এবং রক্তদুষ্টি নিবারণ করিতে শ্রেষ্ঠ সালসা	পীযূষবল্লীকষায়	এক শিশির মূল্য ১৷০ ভিঃ পিঃতে ২৵০ তিন শিশির মূল্য ৩৸০ ভিঃ পিঃতে ৪৸৵০
৩। অনিয়মিত ঋতু, কষ্টরজঃ, স্বল্পরজঃ ও রজহীনতা দূর করিতে—	অশোক বটিকা	এক শিশির মূল্য ১৷০ ভিঃ পিঃতে ১৸৵০ তিন শিশির মূল্য ৩৸০ ভিঃ পিঃতে ৪৵০
৪। অত্যাধিক রজঃস্রাব ও তলপেটে কনকনানি নির্দ্দোষরূপে নিরাময় করিতে—	অশোকারিষ্ট	এক শিশি ১৷০ ভিঃ পিঃতে ১৸৵০
৫। পেটফাঁপা, পেট ব্যথা, অম্লোদ্গার, দমকা ভেদ, বুকজ্বালার উপশম করিতে—	ক্ষুধাসাগর	এক শিশির মূল্য ১৲ ভিঃ পিঃ তে ১৷৵০ তিন শিশির মূল্য ২৷০ ভিঃ পিঃতে ৩৵০
৬। শ্লেষ্মা তরল করিয়া সর্ব্বপ্রকার কাশ ও তজ্জনিত বক্ষঃ বেদনা নিবারণ করিতে	বাসকামৃত	এক শিশির মূল্য ১৲ ভিঃ পিঃতে ১৷৵০ তিন শিশির মূল্য ২৷০ ভিঃ পিঃতে ৩৵০
৭। সর্ব্বপ্রকার দাদের আশ্চর্য্য ঔষধ—	দদ্রুহর মলম	এক কৌটার মূল্য ।০ ভিঃ পিঃতে ৷৴০ তিন কৌটার মূল্য ৷৵০ ভিঃ পিঃতে ৸৵০
৮। মনের একাগ্রতা, শরীরে স্নিগ্ধতা ও রেশমের ন্যায় কেশলাভ করিতে হইলে সর্ব্বজনবিদিত—	কুন্তলকৌমুদী তৈল	এক শিশির মূল্য ৸৵০ ভিঃ পিঃতে ১৷০ তিনশিশির মূল্য ২।০ ভিঃ পিঃতে ৩।০

ক্যাটলগ সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

আর, সি, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়—২৫৯ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।